কবিবর স্বর্গীয়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্নবিদ্যারত্ন-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬

মুখবন্ধ।

বহুদিনের কথা—যখন নবজীবন মাসিকপত্র প্রচারিত হইত, তখন একবার আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় ঐ পত্রে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটী সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটী বাঙ্গালী কবি—খাঁটী বাঙ্গালীর খাঁটী ভাত, ডাল, তরকারী।" তিনি প্রতিভার শিখায় বৈদেশিক রসের পাক করিয়া কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। বাঙ্গলার অন্য আধুনিক কবি প্রতিভাবান্ হইলেও তাঁহারা ইংরাজীভাবে—পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল। ঈশ্বর গুপ্তের সময় ইংরেজী লেখাপড়ার এত অধিক প্রচলন ছিল না। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য-ভাবে—পাশ্চাত্য-রসে এত অধিক বিমূঢ় ছিল না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়—ঈশ্বর গুপ্তের লেখায়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা-প্রভায় নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক বাঙ্গালীত্ব বিকাশ হইয়াছে। তিনি খাঁটী বাঙ্গালীর শেষ কবি।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা-ভঙ্গিমায়, শব্দ-প্রয়োগে, অলঙ্কার-বিন্যাসে অনেকটা ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভঙ্গী পাওয়া যায়। তেমনি পদলালিত্য, তেমনি রসপ্রাচুর্য্য, তেমনি শব্দাড়ম্বর। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের আদিগুরু বলিলেও দোষ হয় না। কবিকঙ্কণে প্রাদেশিকতা আছে, কালিদাস ও কৃত্তিবাসের অপ্রচলিত ভাব ও ভাষার প্রয়োগ আছে, ভারতচন্দ্রে এবং ঈশ্বর গুপ্তে তাহা অতি বিরল। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বসময়ের কবি। এখনও বাঙ্গলায় খাঁটী বাঙ্গালীর অভাব নাই, সংখ্যায় খাঁটী বাঙ্গালী অত্যধিক; খাঁটী বাঙ্গালী আধুনিক কবিগণের কাব্যরস ষোল আনা উপভোগ করিতে পারেন না, কেন না, উহাতে বৈদেশিকতার তীব্রতা আছে। কিন্তু সুদূর শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত, জলপাইগুড়ির কোল হইতে হিজ্‌লী পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের সাধারণ বাঙ্গলা-নবীশ বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তের ভাবে মুগ্ধ হইতে পারেন।

এতাদৃশ সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজনের কবি ঈশ্বর গুপ্তের আদর করা কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। ঈশ্বর গুপ্তের আদর না করিলে বাঙ্গালী বাঙ্গালী নামের গ্লানি করিবেন। ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় অনায়াসে পয়ার লিখিতে বোধ হয়, আজকাল কোন বাঙ্গালীই পারেন না। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা আমরা ভুলিতে পারিব না, কেন না, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা বাঙ্গালীর বাঙ্গলা ভাষা। আমরা তাই জনসমাজে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার নূতন সংস্করণ প্রচার করিলাম। এবার যাহা প্রকাশিত হইল, এমনি বৃহৎ পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইলে তবে গুপ্ত কবির সকল পদ্য-রচনা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর হস্তগত হয়। বসুমতীর উপহার দিবার জন্য এত বড় বৃহৎ ব্যাপারের ব্যয় সঙ্কলান করিয়া আমরা একেবারে উঠিতে পারি না। তাই এবার এই খণ্ড গ্রাহকগণের করে দিয়া আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক ভাল করিয়া পাইলে ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্যের প্রচার-ব্যাপারে অন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। বাঙ্গলা দেশে এখন গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই। একবার তাঁহারা গুপ্ত কবির অদ্ভুত কাব্য-রসের আস্বাদ পাইলে নিজেরাই কবিকীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য উদ্‌যোগী হইবেন, আমাদের ভরসা আছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রণকার্য্য করিবার জন্য আমরা চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। আশা আছে, গ্রাহক ও পাঠকগণ আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া সুখী করিবেন কিমধিকমিতি।

বসুমতী আফিস। ১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬ সাল। — শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

সূচিপত্র।

পারমর্থিক ও নৈতিক।

সামাজিক।

রসাত্মক কবিতা।

বিবিধ।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

পারমার্থিক ও নৈতিক।

প্রণাম তোমায়।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥
তরুণ তপন হেরে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর কর কর, হন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি॥
পরিশেষে পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ুভরে এসে করে, নাসিকায় বাস॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্ত ভরা হাস্ত তায়, দৃশ্য অপরূপ॥
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে!
রস খায় যশ গায়, বসে পুষ্পদলে॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া॥
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ॥
আরবার দেখি তার, নাহি সেই রূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ॥
নয়নের লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি।
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলার হাসি॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?

এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ এই রস, এই আছে রব॥
এই হস্ত, এই পদ এই আছে সব।
এই এই আর নেই, পরে এই শব॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার॥
এই ভাব এই শক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন॥
এই মেধা এই যত্ন, এই অনুমান।
এই তুমি এই আমি, এই অভিমান।
ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার?
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

প্রার্থনা।

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি, ভবের সভায়॥
যে পথে চলাও আমি, সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি॥
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিছু নাই।
চলাও, বলাও তুমি, চলি, বলি তাই॥
বল্ বল্ তব বল, সেই বলে বলী।
বল্ বল্ তব বল, সেই বলে বলি॥
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে॥
আছি আমি, আর আমি রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চলে॥
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি।
মিশাবে জলধিজল, জলধির বারি॥
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে॥
ভ্রমেতে কহিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার॥
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়?
ছিল গুপ্ত, হলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল॥
ততদিন আছি আমি, যতদিন থাকি।
আমার জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি॥
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাব তবে॥
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে?
দিয়েছ, হয়েছে তায় সুখের সংযোগ।
সুখেতে করেছি কত সুভোগ সম্ভোগ॥
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে॥
ভোগে যেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখন না রয়॥
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
বলিবার কিছু নাই, তোমার নিকট॥
চলিবার বলিবার, শেষ হলো সব।
বলে করে একেবারে হলেম নীরব॥

প্রার্থনা।

ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়ে স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই?
আমিতো মানুষ নিজে নই॥

কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর ?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ ?
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার ?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে বলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ?
যা হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার ॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অবিশান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
ধ্রুব বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর।
দিগন্ত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকর কর করে প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব ॥
ডাকে প্রভাকর কর, ওহে প্রভাকর কর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময় ॥

মায়া।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর ॥
স্বভাব স্বভাবে লয়ে, সম্পাদনভার।
করিছে সকল সূত্র, হয়ে সূত্রধার ॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥
ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ ॥
অধিকারী-এক মাত্র, অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক ॥
প্রকৃতি-প্রদত্ত সার, শরীরেতে লয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে ॥
শিশুকালে একরূপ, সহজে সরল।
অখল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল ॥
সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত ॥
ফণী, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥
আইলে যৌবনকাল, আর একরূপ।
নবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥
পরিশেষে বৃদ্ধকাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥
আছে কর, কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার ॥
পলিত কুন্তলজাল, গলিত দশন।
গলিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন ॥
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥
কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুকে দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥
ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায় ॥
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গাযাত্রা হলে ॥

স্থিরভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্রজাল ॥
ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা।
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব ॥
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ ॥
কবে ভূত ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হবে ॥
ভূতের বাসায় থাকো, দেখনাক চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥
ভূতেরসঙ্গিত সদা, করিছ বিহার।
অথচ জান না কিছু ভূতের, ব্যাপার ॥
কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া ॥
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥
এই ভূত করিয়াছে, রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে; গয়ার সৃজন ॥
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হলিঘোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত ॥
ভূতনাথ ভগবান্, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যার ॥
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন।
আসিয়াছ জগতের, মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥
কিন্তু এক উপদেশ, কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ॥
দেখ যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
কোরো না কাচের সহ, কনকের তুল ॥
তাঁরে দেখ একবার, যাঁর এই মেলা।
[illegible] আহ্লাদ মেতো দেখনাক মেলা ॥

সাম্য।

সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম ॥
পরিমাণ করি মান, মান রাখ মানে।
সমানে সমানে সব, তবে লোক মানে।
নিজ মান চাই সুধু, কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী ?
সরলতা কর যদি, সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ লাভ সহজে স্বহিত ॥
লইতেছ পরধন বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না কর ॥
আগে জান অহং কার অহঙ্কার পরে।
পরে পরে পর জ্ঞান না চলিলে পরে ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন।

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময়।
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণ পূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা মনে হয় ভয়।
মোহজালে জড়ীভূত, ক্ষণে ক্ষণে অবির্ভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয়।
এ কি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্মুহু নানারূপ হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হতে সমীরণ শব্দ তার বয়।
স্বভাবের ভাবভরে, মোহনীর মিষ্ট স্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গম চয়।
কিবা শোভা হায় হায় নয়ন যে দিকে চায়,
কেবল দেখিতে পায় সুখের আলয়।
নাসাপথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ ধায় শ্রুতিচলে
রসনা কাহার বলে আস্বাদন লয়।

বদনে বচন-বৃষ্টি. কটাক্ষে জগৎ দৃষ্টি;
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি হতেছে বিস্ময়।
বিকল মনের কল, এই মাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল, জলে অতিশয়।
স্নিগ্ধবারি সহকারে; সুমধুর-ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর নিলয়।
কে করিল এই তঞ্চ, কে করিল এই পঞ্চ,
কে দিয়েছে বুদ্ধি মন, কে দিয়েছে ছয়?
কে দিলে আমায় জন্ম, কে দিলে আমায় তনু,
করিলেন এই মনু কোন মহাশয়?
এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, দ্বার আছে নয়।
এই কাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয়।
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয়?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয়।
শুন ওহে দিবাকর, তিমির বিনাশ কর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভাকর প্রিয়তম, মানস গগনে মম,
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয়।
নদীনদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়॥
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি,
করি হে সবার প্রতি, বিহিত বিনয়।
আমিতো স্বয়ম্ভু নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই কর্ত্তা বই, ক্রিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা সেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময়।
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যার,
সেই সর্ব্বমূলাধার, কোন খানে রয়?
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয়?
আকার প্রকার তার, হয় বল কি প্রকার,
কিরূপে পাইব তার, পরম প্রণয়?
বল ভাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে, হতেছে সংশয়।
অখিলের অধীশ্বর; গুণাতীত গুণাকর,
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময়।
কিসে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ,
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়।
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাও দেখা, দীনদয়াময়!
তোমার সৃজিত হই, তোমা বই কারে কই,
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয়।
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর হইয়ে সদয়।
তোমার স্বরূপ ধ্যান, তোমার স্বরূপ জ্ঞান,
স্থিরভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয়।
প্রপন্নে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
প্রণব প্রদান কর, হয়ে মনোময়।
তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়॥

সংসার-জাঁতা।

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তাঁর।
ঘর ঘর ঘন ঘর্ষে, পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার।
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ড দণ্ড নাই আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার-জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ॥

যে জন সুজন হয়, চক্র-মাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ॥
শুন জীব সবিশেষ, লয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ?
সংসার-জাতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তার কিছুমাত্র বোধ?
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড ভয়॥

সংসার-সমুদ্র।

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে॥
ধীবর তাদের ধরি, তখন বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পান বাসা॥
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াসে, যুক্ত নয় জালফাসে,
আর তার না হয় মরণ॥
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ত্ব-পরিহত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে॥
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কালক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে॥
যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে।
কদম্ব-কুসুম অনু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে॥
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরেরি হও পদানত॥

সংসার-কানন।

দেখ রে অবোধ জীব, কাল বয়ে যায়।
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!।
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার?
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব-সময় নামে, খ্যাত চরাচর॥
নাহিক জঞ্জালজাল কণ্টক কামনা।
পথিক না পায় তাহে বিশেষ যাতনা॥
নব নব তরু চারু পূর্ণ ফুল-ফলে।
মন-মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে॥
পরিষ্কৃত প্রমোদিত, স্বভাব-সদন।
মধুমল্লিকায় বেড়া মোহনীয় বন॥
ষোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের বন শোভা করে॥
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস-ভ্রমরা॥
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে।
ফুটেছে কেতকী যথা সুহাস্য আননে॥
মদে মত্ত মধুকর না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হয়ে পায় বহু ক্লেশ॥
কলঙ্ক-কণ্টকশ্রেণী অতি তীক্ষ্ণকর।
মুগ্ধ মধুচোর-অঙ্গ করে জর জর॥
তথাপি আসক্ত অলি, দুষ্ট ক্ষুধাভরে।
সরম ভরম ভয় সব তুচ্ছ করে॥

কাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ-সঞ্চার।
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী বিহার॥
অন্য ফুলে ফুলবধু, তত্ত্ব করে রস।
অন্তেতে ক্রমশ বাড়ে অমৃত অলস॥
ধনাশা-পিপাসা শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতকপদ্মে, লোভসরোবরে॥
কালকূট সম রস. পান করি তায়।
ক্ষিপ্তপ্রায় অলিরায়, ইতস্তত ধায়॥
ক্রোধ, কুচ্ছ কলহ কার্পণ্য কদাচার।
চাপল্য, চাতুর্য্য পরপীড়া পরদার॥
লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য্য মিথ্যাকথা।
অনৃত আচার অবিচার নিষ্ঠুরতা॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বল্লি-শাখাদলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু আশা ছলে॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প, এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু-পারে॥
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর॥
তরল তরঙ্গে তায়, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, নিভা নিরমল॥
সেই তামরসপূর্ণ সুখ-সুধারসে।
বিবেকী মানসভৃঙ্গ. ভুঞ্জে নিরলসে॥
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে।
কাজ নাই বিষভরা বিষয় কাননে॥
হেররে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ-অন্ধকারাবৃত ঘোর দরশন॥
অতএব আয় আর মানস আমার।
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মায়ানদী-পার॥

সংসার-সাজঘর।

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি॥
জানিতে না পারি কিছু কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা চোর তোমার এ সাজে॥
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ জ্ঞান হই হত॥
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার জাকে।
কি ছিলাম কি হলেম, বোধ নাহি থাকে॥
নীলগিরি-চূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ।
কে আনি ধবলাচলে, করিল স্থাপন?
যে সাজ সেজেছি আগে, সেই সাজ কই?
এই আছি সবল অবল কেন হই?
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল?
কেমন কুহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।
অন্তরে লুকাও কোথা, অন্তরে থাকিয়া?
থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি।
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি!
ধর ধর করি কিন্তু ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি॥
তুমি যদি পোষা হয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ?
স্থিররূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে।
তুষিতে তোমায় কিসে পুষিব কেমনে?
ডুরী দিয়া বাঁধি যদি ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায়॥

আত্মপর।

নিজ, পর ভেদ করা শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ সহজ সেতো নয়॥
মনের তনয় মিত্র মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস দেহ করে ক্ষয়।
বনবাসী তরুলতা ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া॥

সৎসঙ্গ।

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি॥
বসত-বিধান সদা, সতের সহিত।
হয় তায় সমুদয়, অহিত রহিত॥
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন।
অসতের সঙ্গগুণে সাধ্য হয় হীন॥
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়॥
পিপীড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়।
নাচিয়া বেড়ায় ঘরে, শিবের মাথায়॥
শারী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে।
রসনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে॥

গুরু।

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়॥
গুণে গুরুলঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু॥
শিষ্যের সম্পদ ছলে যে করে হরণ।
গুরু বলে কিসে তারে, করিব বরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু বলে; পূজা করি তারে॥

গুণী।

স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাই যার॥
তার কাছে কোথা আছে, গুণের বিচার?
যে জন আপনি গুণী গুণ সেই জানে।
দেখিয়া গুণীর গুণ, গুরু বলে মানে!
বাজারে পড়িয়ে থাকে, অমূল্য রতন।
চলে যায় চাষা তায়, করিয়া দলন॥
রত্নব্যবসায়ী যেই সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে॥

জ্ঞান উপদেশ মাত্রে পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয় ব্যাধি-বিমোচন॥
তবে হয় রোগীর রোগের নিবারণ।
যত্ন করি যদি করে ঔষধ-সেবন।
অতএব ভাব জীব কিসে হবে হিত
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত।
জ্ঞানরূপ ঔষধ করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আর॥

শাস্ত্রপাঠ।

লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

রূপ ও গুণ।

এ জগতে সুন্দর; যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে করে অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥

জ্ঞানী।

আপনারে জ্ঞানী বলে, দিতে পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয়॥

যথা অসি মাত্রে কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

গ্রন্থপাঠ।

পুঁথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন।
কেমনে পাইবে সেই জ্ঞানরূপ ধন ?
প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা আর, কিসে হবে আলো ?

সাধু।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোণা আর ধূলিলাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর-চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, সাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক, রক্তবর্ণ হয়॥

কাল।

অপরূপ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে,
লোকে বলে পদ নাই তার॥
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব।
এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই
এই এই নেই নেই রব॥
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়,
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ।
দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হলো মেষ॥
এই ভেড়া হয় ষাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়,
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।
মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ॥
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।
করী অহি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ॥
পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রসূতা-সুতা,
সিংহ প্রাণ করিল হরণ।
একজন দস্যু আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন॥
তায় দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে।
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,
মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে॥
কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা
এই ভাবে হইবে সঞ্চার॥
প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য মত,
এই ভাব এইরূপ সব॥
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিম্বা রবে এক রব॥
তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,
অস্থির হয়েছে মম মন।
এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন ?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ।
অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থিরভাবে রহ রহ রহ॥

শরীর অনিত্য।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়।
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা,
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়॥
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার,
যাহে কর অধিকার পুরস্কার নয়॥
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম,
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার সত্য পরিচয়?
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,
দৃশ্য বটে মনোহর পঞ্চভূতময়।
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,
সুখদল হতবল, দুঃখের উদয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,
বিষম বিক্রম করে পাপ রিপু ছয়
ভ্রম-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর,
রিপুদলে বশ কর মন মহাশয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়।
যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞান নেত্রে দেখ মায়া,
ত্যজিয়া তাহার ছায়া ছাড় ভ্রমচয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
আমি সুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই,
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,
মোহযুক্ত এ সংসার কুহকিকারময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত রস,
পান করি লভ যশ হবে কালজয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
গলে পর চারুহার বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,
স্মরণ করহ মন মরন নিশ্চয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারে সার,
আত্মারূপে সবাকার হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত নিত্য নিরাময়।
জীবন-জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

রোজসই।

অহরহ অহেতু কত গত হয়।
এই অহ এই রহ লোকে এই কয়॥
রাত্রি দিন যুক্ত ভুক্ত কাল সমুদয়॥
দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পরিচয়॥
দেখি বটে এই কাল ফলত অদৃষ্ট।
সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট॥
প্রপঞ্চ-শরীর পেয়ে, যত দিন রই।
এই কাল এই আমি এই মাত্র কই॥
নাহি জানি কেবা কেবা আমি কেবা হই।
কভু ভাবি আমি আমি কভু আমি নই॥
বই করি স্থিতিকাল খুলে দেহ বই
ভবের খাতায় শুধু করি ঢেরা সই।

বাজিল ছুটীর ঘড়ী, হলো রোজসই।
আর কেন ওহে ভাই, কর হই হই?
বোঝা গেল সবিশেষ মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই॥
আমি বলি এই এই তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই॥
কূলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে পাবেনাকো থই॥

কে আমি?

হে নাথ! আমি আমি, আমি কেন কই হে।
জেনেছি, জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে॥
আমি কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে, আমি আমি হয়ে রই হে?
আমি, আমি এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশাল ভাস, 'আমি' তবে কই হে?
না জেনে পড়েছি ফাঁদে ছাঁদিয়াছে ঘোর ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে?
হয়ে গেল যা হবার উপায় ছিল না তার,
বার বার কেন আর করি হই হই হে?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাটো পাশ,
আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন আর কে আছে, বলিব কাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে।
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিন ধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কূল,
অকূল পাথারে পোড়ে পাবনাক থই হে॥
সকলি তো গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ সোজা
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে?
এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দীন,
এখনিই দিন দিন, হলো দিন সই হে॥
মিটে গেল আশাবাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হয়ে রিপুজয়ী হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটীর নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই হে॥
রাখিবে না আমি নাম, ছেড়ে এই পঞ্চ গ্রাম,
আমার যে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে।
তুমি বিম্ব প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার 'তোমাতে' নাথ লয় আমি হই হে।

কে তুমি?

তুমি কেবা আমি কেবা না পাই সন্ধান!
তোমা ছাড়া আমি হয়ে আমি অভিমান॥
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি, আমি আমি ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং-কার বোধ হলে অহঙ্কার যায়॥
বল বল তত্ত্বকথা শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ॥
তুমি আমি এই যদি, হোল নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া কারে বলি মন?
কে মন?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ?
কেমনে জানিব সেই মনের স্বরূপ?
হায় হায়, কারে আমি সুধাইব আর?
বুঝিতে না পারি কিছু মনের ব্যাপার॥
তুমি আমি এক ঘরে থাকি দুই জন।
কোথা হতে এ আবার আসিয়াছে মন?
এক ঘরে বাস বটে কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে বিষম ব্যাকুল॥
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে ঘটিয়াছে দায়॥
কোন মতে নাহি হয়, রাখা যে আমার।
এই দেখি এই আছে এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে?
কার সাধ্য ধরে তারে ত্রিভুবন ঢুঁড়ে?

কবে বা এমন হবে মনের মতন।
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ ?
যত দিন এই মন, না হইবে বশ।
তত দিন পাইব না তত্ত্ব-সুধারস ॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয় ?
একেবারে করি আমি সমুদয় জয় ॥
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে ॥
কর কর কর প্রভু কল্যাণ আমার !
হর হর হর সব, মনের বিকার ॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।
রহিবে না কাম, ক্রোধ মোহ মদ, দ্বেষ।
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান !
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া।
রেখ না আপন ভাব, গোপন করিয়া ॥

মনের মানুষ।

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই !
যাহা বলি কর তবে যাই,
দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই।
মনের মানুষ কোথা পাই ?

মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
ফলে আমি দেখি সব,
মানুষ মানুষ করে সব।

নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার ॥
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার।
নর সব দেখি একাকার ॥

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক।
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হও না কমলবনে ভেক।
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক্।

তুমি ত চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের দরশন,
সুখে কর পীযুষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা; প্রভাতে চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন ?
তুমি ত চকোর বট মন ॥

বল দেখি কেন এলে ভবে ?
এ ভাবেতে কত দিন রবে ?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে ?
আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুমি,
আমায় চিনিবে তবে করে ?
বল দেখি কেন এলে ভবে ?

কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ।
বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ ?
কালে আর রহিবে না কেহ।

এখানে দিতেছ কেন ফাকি ?
করি বা কি আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

নির্গুণ ঈশ্বর।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ্॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা!
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥
সে ভাবেতে ডাকি, আমি, মনে লয় যেটা।
কাণ্ বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা॥
কার কাছে দুঃখ আর, করিব প্রকাশ।
কে আর শুনিবে সব, মনের আশ্বাস?
রহিল তোমার এক; কালা পরিবাদ।
কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ॥
শ্রুতির হইলে দোষ, স্মৃতি কোথা রয়?
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয়॥
আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন॥
অন্ধ হয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন॥
চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা॥
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ?
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর।
কে আছে কাহার কাছে দাঁড়াইব আর?
উঠ উঠ, মিছে কেন, বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে?
অনুভবে বুঝিলাম, কাণা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে?
দর্শনেতে এত যদি না হইত দোষ।
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ॥
আবার কি সর্ব্বনাশ, হয়েছ অচল।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ।
চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর?
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার।
আপনিই যদি তুমি, পড়েছ বিপদে।
তবে আর সন্তানের, কে রাখিবে পদে?
পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়?
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়?
গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ।
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ?
পিতা হয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ।
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ॥
তোমার যে পদ তাহা, আমারি ত পদ।
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ?
পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ।
তবে কেন খোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ॥
কিন্তু পিতা যে সময়ে ঘটিবে বিপদ।
সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ॥
শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর।
নিজে তুমি ভব-কর কিন্তু নাই কর॥
এই বিশ্ব, যার করে, বিশ্ব করে যেই।
বিশ্বকর বিভু হয়ে, করহীন সেই॥
যে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কব?
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব॥
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর।
অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর॥
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর।
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর?

বিচার করিলে ফলে, স্থির এই বটে।
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥
যখন এ দেহ ভূমি, করনি নিষ্কর।
তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর ॥
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে।
নিষ্কর হইয়া কেন, নিষ্কর না দিলে ?
পাটা নিয়া, যে ভূমি, দিয়াছ তুমি নাথ।
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত ॥
তাহাতে অসার মাটী, কাঁটা বনময়।
কেমনে সুশস্য হবে, উর্ব্বরাতো নয় ॥
কেবল বাড়িছে ঘন, চাষ হবে কিসে ?
অঙ্কুরিত হলে তরু, কাটে কাম-কীটে ॥
সুবিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজা।
কিরূপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজা ॥
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয়।
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয় ॥
কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাঁকি।
জমা জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥
করি বা কি, তার বাকি, রাখি কোন ভাবে।
আঁখির নিমিষে ধোরে, বেঁধে নিয়ে যাবে ॥
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ ভাব।
না হলো সুখের যোগ, কর্ম্মভোগ সার ॥
তার হাতে বন্ধ আছি, হাত নাই যার।
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার।
পড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর।
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর।
দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥
না কর উপুড়হস্ত, গুটাইয়া রাখো।
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥
আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ অনুকূল হও।
প্রেম তুলি, তুলি তাহে, ভক্তি-রঙ্গ নিয়া।
হৃদিপটে তব রূপ, রাখিব লিখিয়া ॥

মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ।
তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ ॥
মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস।
অন্তর বাহিরে আমি করিব প্রকাশ ॥
শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব।
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব ॥
গন্ধবহে, গন্ধ বলে, কাছে অহরহ।
তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ ॥
তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ।
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবস ॥
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া।
বায়ুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিয়া ॥
ক্ষুরী ধরি, বজ্র বারি, করিছে প্রহার।
শিশির নিয়ত মারে, নিশির নীহার ॥
সহজে কোমলকায়, সয় সমুদয়।
এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয় ॥
পরম মঙ্গলময় তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব ॥
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হলে কাঁদি।
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাঁদি ॥
অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥
মুখ হবে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ।
মুক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বলেছে তারা ॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে মুণ্ড নাই শুনে ॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম" ॥
তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ?
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥

তুমি তো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হয়ো না বিমুখ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময়ে একবার, চেয়ো মুখ তুলে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত. ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্রকরি যবে।
গুপ্ত সুতে, গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে॥
আছি গুপ্ত, পরিশেষে গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে॥
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব, আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি?

শ্রীমদ্ভাগবত।

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য, বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বসুগোচর॥
এই জগতে, "সৃষ্টি", "স্থিতি" আর "ক্ষয়"।
নিরূপিত নিয়মিত, যাঁহা হতে হয়॥
সৃজিত পদার্থ সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সৎ-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ" কভু, হতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর, "আকাশের ফুল।"
কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি।
"সিদ্ধজ্ঞান" স্বতঃ "সত্য" "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বধন", "সর্ব্বমূলাধার"।
"নিরাধার" "নিরঞ্জন" "নিত্য" "নির্ব্বিকার"॥
বিমোহিত যে "বেদে", বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের" মহিমা না, হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয়-আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে, সে "বেদ" প্রকাশে॥
"তেজ" "জল" "কাচ" এই তিনে পরস্পরে।
"অসত্যে সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে॥
"বিকার বিশিষ্ট বোধে" "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক "অসত্য" সে, সত্য নয় নয়॥
"ত্রিগুণের" সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার॥
"সত্যরূপে" বোধ হয়, অখিল সংসার॥
ফলত "অলীক" এই, মিথ্যা সমুদয়।
একমাত্র "তিনি" বিনা, "সত্য" কিছু নয়॥
"যিনি" হন, আপনার প্রভাবে প্রচার।
"যাঁতে" নাই, কোনরূপ, উপাধি সঞ্চার॥
সে "সত্য" "স্বরূপ" বিকার নাই "যাঁর"।
"পরম পুরুষ" তিনি, ধ্যান করি "তাঁর"॥

পরমার্থ।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি॥
জগতের প্রিয় হও. ব্যবহার-গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ॥
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের, প্রিয় হয় সেই॥
প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে॥
দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা উহু, করোনাকো মুখে॥

সহজে কি প্রেম, কোরে, তারে পরি বোকা।
জ্ঞানাগুণে ঝাঁপ দেয়, দূরে যাক ধোঁকা॥
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হয়ে খোকা।
এখনি পুড়িয়া মর, হয়ে প্রেম-পোকা॥
ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কি রে বাপু?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয়॥
বসে থাকো এক ঠাই, নীরব হইয়া।
চেঁচায়ো না কারো কাছে, পেটে হাত দিয়ে॥
কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাচিবে?
এ ভাবে কদিন, আর জীবন যাপিবে?
কদিন ধরিবে আর দেহের এ বল?
কদিন চলিবে আর দেহের এ কল?
কদিন ইন্দ্রিয়গণ রবে আর বশ?
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস?
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয়॥
শতবর্ষ পরমায়, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার॥
বাল্য, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ দম্পতি-সুখে নষ্ট হয় তাহা॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকি যাহা হয়।
দলাদলি নিন্দাবালে, করে তাহা ক্ষয়॥
অহরহ পাপপথে, চলে, দেহ-রথ।
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পদ॥
গত কাল পুন কিছু, আসিবে না আর।
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার?
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময়॥
কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়॥
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায়॥
ভূতে করে হাড় গুড়া, ঢেলার ঢেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়?
মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, কেনা-বেচা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাহি কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী আত্মা, এক স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয়॥

বিভুর পূজা।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
সকলি অসার আর, সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন, সকল সংহার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে।
বর্ণহারে বর্ণিবারে, সদা বর্ণ হারে॥
দেখে তব অসম্ভব, এ ভব-বিভব।
যেরূপে যে ব্যাখ্যা করে, সকলি সম্ভব॥
শিব রূপ, সর্ব্বজীব, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহ সবাকার॥
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব, তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা মৃগতৃষ্ণা, প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী, ধরিবারে যায়॥
অমূল্য রতন কণ্ঠে, না করে যতন।
কাচের কারণে করে, শরীরপতন॥

ঘোর দ্বন্দ্ব, ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব, দেখিতে না পায়॥
মনোময় তুমি কিন্তু, তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে কত ভাবে, কল্পনা তুলিয়া॥
করুক ধরুক শিলা, যদি থাকে প্রেম।
তব জ্ঞানে মাটী ধোরে, প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পূজিতে হয়, কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিল্বদল, গন্ধ পুষ্প আনে॥
অরূপ স্বরূপ তুমি, 'কত রূপ' বলে।
তুমি কি জলের বশ, তুষ্ট তুমি ফলে?
যোগ যাগ ভোগ রাগ, ভোগে করি ভর।
আগে ভাগে পূর্ণ করে, আপন উদর॥
খায় থাক যত পারে, অন্ন জল ফল।
তোমাতে থাকিলে মন, তবে পাবে ফল॥
হে নাথ! অনাথনাথ, দীন দয়াময়।
আমি দীন বোধহীন, ক্ষীণ অতিশয়॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব, না পাই ভাবিয়া।
কৃপাময়, কৃপা কর, নিজ জ্ঞান দিয়া॥
জগতে যে কিছু দেখি, সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা, কি আছে আমার॥
তুমি প্রভু আমি দাস, তোমারি হয়েছি।
দিয়েছ, পেয়েছি দেহ, রেখেছ, রয়েছি॥
আমারে করেছ দান, এই দেহভূমি।
তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি॥
আমায় না জেনে 'আমি' আমি আমি কই।
তুমি যদি স্বামী হও, আমি আমি কই॥
আমি আমি নই, ফলে আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা, তব সত্তা বই॥
মাটীর নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই।
সলিলের বিম্ব আমি, সলিলেই রই॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইলে, হইবে মরণ॥
আকাশ রয়েছে এই, ঘটের আগারে।
এই ঘটে [illegible]॥

শূন্য হতে পুণ্য পাপ, গণ্য করি লয়।
অথচ জানে না কেহ, মরিলে কি হয়॥
যে হয় সে হয় যোগে, বিফল বিচার।
প্রভু হে তোমার প্রতি, প্রণতি আমার॥
দাতার প্রধান তুমি, দয়ার নিদান।
দত্তহারী কেহ নাই, তোমার সমান॥
দিয়ে প্রাণ পুন লহ, করিয়া হরণ।
তথাচ করুণাময়, পতিতপাবন॥
উপকারী দত্তহারী, দেহ কত শিব।
এ ভব-বন্ধন-দায়, মুক্ত হয় জীব॥
যতকাল এই দেহে, থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই, থাকে যেন মন॥
করিতে তোমার পূজা, কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি, কোন দ্রব্য নাই॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর, ভাববিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই, পূজার সম্বল॥
শরীর নৈবেদ্য মম, উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই, লহ লহ লহ॥
ছয়রিপু দান শেষ, অতি বলবান্।
তোমার নিকটে বিভু, দিব বলিদান॥

ভক্তাধীন।

যে হও, সে হও, তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময় ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর-অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও॥
ভারী হলে ভবভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্ত ছাড়া নও॥

আমি

সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥
স্ব স্বরূপ বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে, মহিমা তোমার॥
চিন্ময় চৈতন্যরূপ, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
স্বভাবে তিমিরময়, অখিল সংসার।
আলোরূপে তব রূপ, হতেছে প্রচার॥
যদি না প্রকাশ পায়, প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হতে পারে, শোভার ভাণ্ডার?
আমি যে হে 'আমি' বলি, সে 'আমি' টী কার।
আমির 'আমিত্ব' তুমি, সে নহে আমার॥
তুমিই বলাও (আমি), বলি বারবার।
তুমি না বলালে (আমি) বলে সাধ্য কার?
এ আমি যাহার (আমি) পুন হলে তার।
বলিতে বলিতে (আমি) (আমি) নাই আর॥
(আমি) যদি (আমি) নই, কে হইবে কার।
অতএব এ সংসার, সব ফক্কিকার॥
সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥

সম্বন্ধ নির্দ্দেশ।

অমঙ্গলে ভরা ধরা, কারো সুখ নাই!
ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি, করিছে সবাই॥
শোক তাপ, বিলাপের, বেদনা কেমন?
কাতরে ডাকিছে সবে, করিয়া রোদন॥
তা'দের সে রবে তুমি, নাহি দেও কাণ।
শুননাকো কোন কথা, হয়েছ পাষাণ॥
তোমারে ডাকিছে তবু, জ্বোলে পুড়ে মরে।
অভিমানে দুখে তাই, নাই নাই করে॥
নাস্তিক, নাস্তিক আছে, নাহি মানে বেদ।
আস্তিকে নাস্তিক হয়, এই বড় খেদ॥
কর না কুশল দান, বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক করে, তুলেছ সবারে॥
নাস্তিকেরা মেরে ফেলে, বলে নাই নাই।
আছ, আছ, আছ, বলে, আমরা বাঁচাই॥
'নাই' হলে মর তুমি, 'আছ' হলে বাঁচো।
বারবার বলি তাই, আছো আছো আছো॥
কিছুই ত হইত না, তুমি নাহি হলে।
আমরা সবাই আছি, তুমি আছ বলে॥
মনেতে না দেখা পাই, নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাচের অতীত ধনে, দেখি আঁচে আচে॥
পাঁচ ছাড়া, আচ্ ছাড়া, এমন যে ধন।
সহজে কি হয়, তার, তত্ত্ব-নিরূপণ?
অস্থিরপঙ্ককে পোড়ে, স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই বুঝি 'নাই'॥
শরীর আড়ষ্ট হয়, নাহি স্বরে ধ্বনি।
ফোঁপাইয়া কেঁদে উঠি, তখনি অমনি॥
ভয়ঙ্কর সেই ভাব, না হয় গোচর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
সে সময়ে 'কেহ' যেন, ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে, আলো প্রকাশিয়া॥
বলে ওরে, দেখ্ দেখ্, কেন হোস্ জড়।
ঠাস্ কোরে, মনের, গালেতে মারে চড়॥
চড় মেরে নাহি থাকে, কোথা চলে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে, করি হায় হায়॥
বাহিরে, ভিতরে আর, নাহি দেখি তারে।
কেমনে সে এসেছিল, গেল কি প্রকারে?
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর, থাকে নাক ছুঁ-টা,॥
সসাগরা সপ্তদ্বীপ, তব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে, করিছ বিহার॥
পরম পীযূষ তথা, করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে, ধরিতেছ গান॥
ছয়দ্বীপে ছয় থাকে, সদা যায় দেখা।
তোমার সে নবদ্বীপে, তুমি থাকো একা।

সেখানেতে নাহি হয়, দুয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই, না হয় মিলন ॥
অগ্নি, জল, বায়ু আছে, আছে চাকা, কল।
চালাতে জানিনে আমি, হয়েছে অচল ॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ, সন্ধান না হয়।
কলের কুলুপ খোলা, শক্ত অতিশয় ॥
শেখালে না, শিখি নাই, কে শিখাবে আর।
মিছিমিছি ডাক ছাড়া, হবো, যা হবার ॥
অধিক ভাবিতে গেলে, বেড়ে যায় বাই।
এখানেও 'তুমি' 'আমি' সেখানেও তাই ॥
পিতা বলি, মাতা বলি, বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বোলে ডাকি, তুমি নাথ তাই ॥
ভাবের অন্যথা দোষ, কিছুতে না হয়।
যে ভাবে, সে ভাবে, তুমি আছই সদয় ॥
তুমি, আমি, উভয়েতে, যে সুপাদ্ হয়।
সে সুপাদ্ কখনই, ঘুচিবার নয় ॥
কাণ পেতে শুন শুন, দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক, ঘটাইতে চাই ॥
নাস্তিকেরা, "নাস্তি" বোলে, করিছে নিধন।
"অস্তি" বোলে, আমি করি, তোমায় স্থাপন ॥
তোমার "অস্তিত্ববাদ" করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন ॥
জন্ম দিয়ে "বাপ" তুমি, হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে, কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর, মনেতে বিচারি।
এ সুপাদে তোমার তো, বাবা হতে পারি ॥
বারবার "বাবা" বোলে, ডেকেছি তোমায়।
একবার "বাবা বলে" ডাক না আমায় ॥
ছেলের এ আবদারে, আদর তো চাই।
বাপ বোলে ডাকিলে তো, লজ্জা কিছু নাই ॥
প্রথমে বলিতে বাপ, লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে, তাই বল, বিলম্ব না সয়।
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে, ছাড়াছাড়ি নাই ॥

ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গী করে কও।
"ওরে বাবা আত্মারাম" হাবা কেন হও ॥
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয়, সেরূপে মানাও ॥

সব ভরপূর।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর
বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর,
বাবা গৌরব প্রচুর ॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগযুগে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল সুরপুর ॥
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার,
করহ ওঁকার সার গর্ব্ব হবে চূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ, আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন-পদ্ম, মন-মধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল-সদ্ম, পাইবে মধুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অনুগত চয়,
শীলতায় বশ হয়, শুন হে চতুর।
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ ভান,
ভোগ যোগে রাখ মান, দুঃখ হবে দূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর।
তাহে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রথা রয়,
পিতৃ-নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥
পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,
এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,

মনোগত এই ভাব, আদেশ মন্থর,
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় যশোযোগ,
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে উর্ম্মি,
এ সব ত্যজিয়া তুমি, হইবে ভরপুর॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
কুম্ভধারী নট মত, হর কাল অবিরত,
গৃহকার্য্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর।
অন্তসময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

সব হ্যায় ফাঁক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক॥

পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারিদিকে হবে শুদ্ধ রোদনের ডাক।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দেও পাক।
পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, গোঁতা করে নাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজল,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
স্নেহ করে পরিজন, সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক লাক।
রাখিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক,
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয়-বিষের রস, সহে পরিপাক।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

কিছু কিছু নয়।

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,
বাবা অন্ধকারময়॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,
পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
কারে আমি বলি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়।
কার বস্তু কেবা লবে, কার বস্তু কার কবে,

কেবা কারে দান করে, কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কর্ম্মভোগ,
তবু পাপ-আশা-রোগ, সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে,
বিষম বিষয়-বিষে, কিসে সুখোদয়!
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কি হেতু সংসার সূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে, যাবে কুত্র বল মহাশয়!
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল, নাহি কালভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারিগুরি বহুতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়!
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে,
তুমি রব রবে রবে, করে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
রমণী-বচন মদ, পান মাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি রঙ্গপদ, প্রফুল্লহৃদয়।
অবশেষে বোধশূন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য, পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারে বল গুণধর, তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপূর নয়।
সুখ লাভ করিবার, বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা ভার বোঝা নয়।
ভব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতাঞ্জলি হরি, হরি দয়াময়॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়॥

তত্ত্ব।

মলে কি হে সকলি ফুরায়?

বল বল, নাথ! মলে কি হে, সকলি ফুরায়?
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরস্পর॥
এই সব, এই সব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে, কে বেঁচে থাকে বোঝা দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়॥
অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ-নাশে কেন লোক, করে হায় হায়?
কে মরে কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানাজনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥
এই বলে হলো, হলো এই বলে মলো মলো,
কেবা হলো, কেবা মলো, সুধাইব কায়?
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ, কালায় কালায়॥
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়।
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায়॥
ডাক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই
ফোটে,
কার সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায়।
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়॥
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি-বল,
মলে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥

আছে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে
দোলা,
গগনে ঘুরিয়া সব, এখন খেলায়।
ভবিষ্যতে একদিন হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায়॥
পুণ্যবান্ লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপী রবে চিরকাল নরক-বাসায়।
জন্ম এই হলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এই কথাটী স্থির করে, কে এসে শুনায়!
কবে কোন নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায়?
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায়?
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসায়।
জন্ম আর স্থিতি নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বারবার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়॥
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ,
সমবেত হয়ে ভূত শরীর গড়ায়।
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত, ভূতের খেলায়॥
যদি বলি, দেহ "জড়," "চার্ব্বাকেতে মারে
চড়,"
তখনি চেতন বোলে, ঝাঠী নিয়ে ধায়।
ভক্তি-রথ টানে নাকো, পরকাল মানে নাকো,
তব তত্ত্ব জানে নাকো, আসিয়া ধরায়॥
তব ভক্তী যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায়।
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়ের জ্বালায়॥
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্র ছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব তৃণে তৃণে, যেমন বেড়ায়।
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া লয়ে,
দেহ-ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায়॥

দেহ-ঘটে আত্মা রন, কিন্তু তিনি দেহ নন,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায়।
স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে, মলেই ফুরায়?
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ-যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ সম্ভোগ বাড়ায়।
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম
বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা, ধূলো মাখে গায়॥
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ হোয়েছে কোথায়?
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তমোনাশ,
অন্ধকার অন্ধকার, কেমনে ঘুচায়?
কাটিতে দড়ার ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সূতা দিয়ে সেই "ডোর," কেবল জড়ায়।
মিছে করি পরিশ্রম, কিছুই হলো না ক্রয়
ঘোচে না মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায়॥
মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব-নিরূপণ হয়, জ্ঞান-অবস্থায়।
"আমি" যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ
কই,
এ কথাটী কারে কই, কে বলে আমায়?
ছিল শিব, হলো জীব, আছি জীব হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হলে জীব, পাশমুক্ত হলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়?
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়।
ফলত তোমায় তাত, কিছু মাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায়॥

কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি, আকাশের প্রায়॥
নিজ কর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য-পাপে সুখ দুখ ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে রত,
দুখে সুখে অবিরত দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি, আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানে না তাহা, হায় হায় হায়!
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী,
কেবল অধর্ম্ম করে মানব সভায়॥
রিপুপিশাচের মতে, পাপাচার নানা মতে,
তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপচয়,
দীনদয়াময় তুমি রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকে না আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে দয়াময়, এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়?
ভিতরের ভাব তাব, সাধ্য কার বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায়॥
এ বোঝাতো সোজা নয়, বক্তা হয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব অভিপ্রায়?
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি,
এই বুঝি সোজাসুজি স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনেকো আর কোন পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়?
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর বঞ্চিবে কোথায়?

পূর্ণিমার নিশি হলে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা প্রভাতে কি পায়?
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো ভব মেলা, এখন করো না হেলা,
যায় যায় যায় বেলা খেলা হলো সায়॥
পার যেন হই অল্পে, আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতালে গল্পে নাহি পাড়ি সায়।
পূজা হোম জপ মন্ত্র, নাহি জানি বেদ তন্ত্র,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুথি প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পড়িনি শ্রুতি, গেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায়?
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়" মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন,
আপনি আপন ভাবে হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময় নিয়ত দেখায়॥
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন তব মহিমায়।
ধরা জল বহ্নি, বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলেই শোভনীয় তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয় নিত্য
সমুদয় ভূতময় ভূতের মেলায়॥

ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোন কথা নাহি কয়,
সে কি আর ভবঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনখানে নাহি যায়,
বসে থাকে তব তত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্য সুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে কাহারো কথায়॥
নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজ বোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে ফিরে নাহি চায়।
মুচি নাই শুচি নাই, তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হয়ে বসো গিয়ে মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরেন্দ্রের ধর্ম্ম ধর,
যত সব দুষ্ট চোর ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেদ আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরী হয়ে বসে প্রহরায়॥
তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্বমূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চরাচর অখিল সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।

আহা কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে স্থলে শূন্যোপরে, পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখী যত নর॥
বাসনার হয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুঃখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
নাহি পায় সত্য-সুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন, কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত লক্ষ কোটীশ্বর, সম্রাট্ ভূপতীশ্বর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায়॥
কতই কল্পনা জানে, চন্দ্র চক্র বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে,
একেবারে মানে না তোমায়।
যে বলে ঈশ্বরো নাস্তি, কেবা তার দেয় শাস্তি,
তুমি কিছু বলনাতো তায়॥
এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ কথাটী বুঝাইব কারে?
এই দেহ অন্তে তার দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে কহিতে পারে?
দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ॥

এক্ষণ নিদয় নয়, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই,
নাই নাই নাই "তুমি" নাই॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা,
ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখ ফুটে কিছু কবনাকো।
'ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো।'
আর্ত্তনাদ শুনে তার, না করিবা সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো?
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দেও একেবারে,
আছ আছ আছ তুমি আছো॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর,
হর হর, হর পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার॥
'কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসার,
নিজে হয় নিজে পায় নাশ।'
এ কথা তো শুনিব না, 'যুক্তি' বোলে গুণিব না,
এখনি করিব উপহাস॥
'স্বভাবে' যদ্যপি হয়, সে 'স্বভাব' অন্য নয়,
সে 'স্বভাব' তুমিইতো হও।
স্বভাবে স্বভাব লয়ে, ধাতা, পাতা ত্রাতা হয়ে,
'কারণরূপেতে সদা' রও॥
আমারে এ সব লোক, আস্তিক, নাস্তিক,
কোক্,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
আস্ত নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥

প্রাণাধিক প্রিয়তম, হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা-বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ?
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমান ভরা!
বিস্তার সে সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার।
আমি 'স্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্যানের এই অহঙ্কার!
পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেশ দেশ দেখ পিতে, ধর্ম্মমত চালাইতে,
দলাদলি করে তোমা নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত
এইরূপ ঘেষাঘেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হয়ে, একের দোহাই লয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তব তত্ত্ব ছোঁবে নাকো, ভিতরেতে ডোবে,
নাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি এতে ওতে তোতে।
প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে!
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এইতো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে॥

সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তার।
অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান্,
ততক্ষণ তোমার কি পার ?
শিখে "বিদ্যা অর্থকরী" গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সেতো নয় সহজ ব্যাপার ॥
জানে উপার্জ্জনধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা,
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজ মানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥
সভ্য-অভিমানী যারা, মরি কিবা সভ্য তারা,
সভাতল কি কব ব্যাভার ?
কার্য্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয় ॥
যারা কিছু সভ্য হন, অনায়াসেই এই কন,
উহু উহু বাপ্ বাপ্ বাপ্।
আড়ালে যা কর ভাই, তাহে কোন পাপ নাই,
প্রকাশ হইলেই বড় পাপ ॥
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ।
দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরিভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে ॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ ?

যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কশ ॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে মত্তা রয়।
নম্র হয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয় ॥
কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু নাহি হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয় ॥
ব্যবসা-বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত সহজ সে নয়।
ভেবে করিলাম স্থির, কোন মতে সংসারীর,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়।
পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজনীতি অতি সুকঠিন।
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য-পাট, যেন নটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন ॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্ট তুষ্ট পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥
লোচন যাহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইথে যত হতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
মন্ত্রীর চরণে নমস্কার ॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার ?
"মান" আর "অপমান", দ্বারী দুই বলবান্,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার ॥

এই কথা কেহ "মান", থাকে মান, পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনারে দূর দূর দূর ॥
মানবের অভিমান, কত তার পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয় ॥
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
"বিশেষণ" খুঁজে নাহি পাই ॥
তখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজই"
'তুমি' বোলে, 'তুই' বোলে ডাকি।
যা বলি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি ॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয় ?
"মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি নৃপমণি"
মহারাজ "বাবু" মহাশয় ॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
বলিষ, ভেবে মরি দুখে।
তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়"
বাধো বাধো যেন হয় মুখে ॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা ॥
বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।
নাহি সুখ একটুক, দিনে দিনে ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতিপ্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই, সভ্য-সত্য ছাড়া-হই,
তোমা ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয় ?
যদ্যপি তোমার স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ ভায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারী বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞানহত ॥
স্বভাবে বিকারে মরে, হরি বলে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সত্যেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে জগৎ !
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হয়ে রত,
সাধ করে গিয়াছেন বনে ॥
রাগ দ্বেষ অহঙ্কার, অভিমান পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গী হয়ে, কেবল সাধনা লয়ে,
নিত্যসুখে রয়েছেন তথা ॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হলো না ভোগ,
মিছে কেন নরদেহ ধরি ?
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখী হয়ে চরি ॥
ওহে পশু-পক্ষীগণ ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর !
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার ॥
সাধুরে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথারুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা ॥

কুল মান জাতি ধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি-ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
তাই খাও যখন যা জোটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারী অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময়-সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিকো রাজনীতি দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "সে আক্কার" ভার॥
কিছুই বালাই নাই, সদ সুখে আছ তাই,
নাহি চাও বালিস মাদুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজা সাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর॥"
কেহ নও হাড়ি মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন।
ধূলা কাদা কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্॥
নাহি দান প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে,
একবার দেখোনাকো চেয়ে॥
ই দেখাদেখ,

ভাণ্ডার উদর মাত্র, পূর্ণ ক নই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরিব নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার-ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয়-হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসী, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ মলে কাচা নাহি পর॥
রবি আর ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্র কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুই সংশয় নাই, মীমাংসার হেতু তাই,
গুরু বলে কারে নাহি ডাকো॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু-যোগী-সহ, বিভু-ধ্যানে অহরহ,
বিরল বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসো নাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত।
মানুষের ব্যবহার, অভিমান অহঙ্কার
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত॥
কিন্তু তাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহ
মানুষেরে শেখাও শেখাও॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচ
জানে না অজ্ঞান নর যত।
হয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রা
হাসিব কাঁদিব আর
দন্ত যার নাহি রয়, মহাপ্রাণী তারে ক
অভিমানী মহাপ্রাণী নহে।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, কি প্রকা
আপনারে মহাপ্রাণী কহে?

তোমাদের ভগবান্, করেছেন 'যাহা' দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব সেই পরপ্রভু, শিখো না শিখো না কভু,
মনেবের অভিমান-রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের "আজ্ঞা' যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কখনই কর না লঙ্ঘন।
যথাচারী নর যত, হিতাহিত-জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম-পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর-দেহ,নে রে,নে,রে,তোর দেহ দে রে, দে, রে,
নে রে, নে রে, ঘর,দ্বার, ছাপা।
বিনয়-বচন ধর, দায় হতে মুক্ত কর,
কাণ দেখে হোস্ নে রে খাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চলিছে এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণী,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?

কাম, ক্রোধ,অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব-মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য আর,
আয়ুর্ব্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত,শত, [illegible] বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে,ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বারবার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা॥
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, জলে তরী চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ॥
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখী লোক শত শত,
দূর নহে ছমাসের পথ।
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির ফল,
বিশেষ কহিব কত আর?
এত গুণে গুণী নর, হয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।
দ্বেষ, দম্ভ কার্য্যদোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন।
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সে
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার-সাগর-পার, কে
অক্লেশে পড়ি

হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জা বনাগান ॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ নই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার ॥

গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা।

সেই তরু তরু নয় নাহি যার ফল।
সেই লতা লতা নয় নাহি যার দল ॥
সেই নদী নদী নয় নাহি যার জল।
সেই সেনা সেনা নয় নাহি যার বল ॥
সেই অসি অসি নয় নাহি যার ধার।
সেই ফল ফল নয় নাহি যার তার ॥
সেই দেহ দেহ নয় নাহি যার রূপ।
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যার ভূপ ॥
সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু।
সেই নারী নারী নয় নাহি যার বঁধু ॥
সেই যোগী যোগী নয় নাহি যার যোগ।
সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ ॥
সেই মণি মণি নয় নাহি যার প্রভা।
সেই রূপ রূপ নয় নাহি যার শোভা ॥
সেই চাষা চাষা নয় নাহি যার চাষ।
সেই প্রভু প্রভু নয় নাহি যার দাস ॥
সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস।
সেই কবি কবি নয় নাহি যার যশ ॥
সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যার ছাব।
সেই গীত গীত নয় নাহি যার ভাব ॥
সেই ভূমি ভূমি নয় নাহি যার কর।
সেই গলা গলা নয় নাহি যার স্বর ॥
ই মাঠ মাঠ নয় নাহি যার ঘাস।
[illegible] াগ নয় নাহি যার মাস ॥
সেই ঢুলী ঢুলী নয় নাহি যার কাঁসী।
সেই মুখ মুখ নয় নাহি যার হাসি ॥
সেই রিপু রিপু নয় নাহি যার ক্রোধ।
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোধ ॥
সেই পাক পাক নয় নাহি যার খেলা।
সেই গুরু গুরু নয় নাহি যার চেলা ॥
সেই নট নট নয় নাহি যার নাট।
সেই পোড়ো পোঁড়ো নয় নাহি যার পাঠ ॥
সেই ভারী ভারী নয় নাহি যার ভার।
সেই দ্বারী দ্বারী নয় নাহি যার দ্বার ॥
সেই গৃহী গৃহী নয় নাহি যার দারা।
সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি যার ধারা ॥
সেই পথ পথ নয় নাহি যার পথী।
সেই রথ রথ নয় নাহি যার রথী ॥
সেই মত মত নয় নাহি যার মতি।
সেই পদ পদ নয় নাহি যার গতি ॥
সেই শিশু শিশু নয় নাহি যার মাতা।
সেই ডাল ডাল নয় নাহি যার পাতা।
সেই ফণী ফণী নয় নাহি যার মণি।
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি ॥
সেই গাভী গাভী নয় নাহি যার ক্ষীর।
সেই মন মন নয় নাহি যার স্থির ॥
সেই নর নর নয় নাহি যার মায়া।
সেই ভূত ভূত নয় নাহি যার গয়া ॥
সেই ধ্যান ধ্যান নয় নাহি যার ধ্যান।
সেই ধানী ধানী নয় নাহি যার ধান
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান।
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যার ধ্যান ॥

ঘর গড়িয়া ঘরামী কোথায় ?

পাঁচের রাঁধুনী এই নবদ্বার বাস।
এতদিন যাহে আমি করিলাম বাস ॥
পড় পড় হইয়াছে নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চুরমার ॥

অকালে বরষা ইথে ভরসা কি আছে।
খুঁটি খসা কাঁচা ঘর কেমনেতে বাঁচে॥
বাঁধন পিয়াছে খসে ছাঁদন ছাড়িয়া।
কাঁছনি বাঁধুনি বৃথা নাড়িয়া নাড়িয়া॥
কাঁদে মন ঘন ঘন শুনে ঘন ডাক্।
যেদিকে চাহিয়া দেখি সে দিকেই ফাঁক্॥
উড়িয়া চালের খড় হয়ে গেল ফাঁকা।
খুঁচি দিয়া কতদিন যাবে আর রাখা॥
পবন পেছন থেকে মারিতেছে ঢেকা।
বংশ হারা হতে হ'ল থাকেনাক ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই সে বংশ কি রয়।
ঘুণ ধরে একে একে হয়ে গেল ক্ষয়॥
হংসবেদী ভেঙ্গে গেল ধ্বংস সব হবে।
অংশে গেল অংশ মিশে বংশ কোথা রবে॥
যখন ঘরামী এসে ঘর গেল গোড়ে।
প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পোড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা।
এখন সে ঘরামী নাহি কোথা পাই দেখা॥
ঘরামীর ঘর কোথা জানিনে রে ভাই।
মিছামিছি এথা সেথা খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও ব'ল তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে সাধ্য তার আছে॥
একারণ মাড়াবে না আমার এ ভূমি।
ভয় আছে বলি পাছে কি করেছ তুমি॥
এই হেতু মজুরীর কড়ি নাহি লয়।
পোরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয়॥
ঘর গোড়ে মজুরী না নিতে আসে আর।
মিছামিছি খেটে গেল ভূতের বেগার॥
বল নাই বলিবার বলি আর কারে।
যে গড়েছে সে ভাঙ্গিলে কে রাখিতে পারে?
যায় যাবে যাক্ ঘর না রয় না রয়।
আর যেন এই ঘরে ঢুকিতে না হয়।

জরা অপেক্ষা মরণ ভাল।

জরা এসে শরীর করেছে অধিকার।
বল করি বাড়িতেছে বিষম বিকার॥
রাখে না রাখে না আর বলের সঞ্চার।
থাকে না থাকে না দেহ থাকে নাকো আর॥
ফুরায়েছে সমুদায় কিছু নাই বাকী।
কেবল অপেক্ষা আছে মুদিতে দু আঁখি॥
তুলিতে না হবে মুখ খুলিতে নয়ন।
আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন॥
কলসী হইল শূন্য দেখে পাই ভয়।
গড়াতে গড়াতে জল কতদিন রয়॥
কলেবর সরোবর করিয়া শোষণ।
কালরূপ নিদাঘেতে খেয়েছে জীবন॥
অহরহ দাহ করে জ্বালিয়া অনল।
জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা ফল॥
কি ছিলে কি হলে এসে ভবের ভবনে।
আর বা কি হতে হয় ভাবনাকো মনে॥
হ'ল শেষ ধরে কেশ টানিছে শমন।
উপায় না পাবে আর করিলে গমন॥
এমন অমর আর তখন কি লাগে।
শমন দমন কর গমনের আগে॥
হবে না বিহিত কিছু অজ্ঞানেতে মলে।
হারাবে পরমনিধি জ্ঞানহারা হলে॥
দড়ী দিয়া বাঁধিয়াছে ভাঙ্গিয়াছে রথ।
পরিত্রাণ কিসে পাবে দেখ তার পথ॥
হেলা করে বেলাটুকু কাটায়ো না আর।
ভাঙ্গিয়া অসার খেলা সত্য কর সার॥
ভব-রোগ ঘোর ভোগ নাশ নাই তার।
সত্যরূপ পথ্য হলে হয় প্রতীকার॥
অতএব জীব ভাই আর কেন মজ।
তার তরে ভক্তিরসে ভগবানে ভজ॥
কাল করী অরি হরি, হরি হরি বল।
হরিনাম বল আর পথের সম্বল॥

পরিণামে পরিণামে না থাকিবে ভয়।
শমন দমন হবে গমনসময়॥

আর কিছু চাইনে।

দয়াময় তোমা বিনা আর কিছু চাইনে।
আর কিছু চাইনে॥
তব নাম-সুধা বিনা আর কিছুই খাইনে।
আর কিছু খাইনে॥
তব গুণ-গীত বিনা অন্য গীত গাইনে।
অন্য গীত গাইনে॥
তব প্রেম-পথ বিনা অন্য পথে যাইনে।
অন্য পথে যাইনে॥
তব শ্রদ্ধা-জল বিনা অন্য জলে নাইনে।
অন্য জলে নাইনে॥
তব সুখে সুখ বিনা কিছু সুখ পাইনে।
কিছু সুখ পাইনে॥
তব ভাব-দিক্ ছেড়ে অন্য দিকে ধাইনে।
অন্য দিকে ধাইনে॥
ওহে হরি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে।
কোন দিকে চাইনে॥
চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে।
নাহি পাই মাইনে॥
বিনা মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে।
লিখেছ কি আইনে॥

মনের প্রতি উপদেশ।

পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না।
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না॥
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রা শান্তিকথা পাড় না।
বিবেক-ঔষধ কভু চিন্তা-খলে মাড় না॥
শরীর কুযশ-ধূলা কি কারণ ঝাড় না।
করুণা-কুঠারে কেন ক্রোধবাঁশ কাড় না॥
ললিত-লালস সুখে সতত সব লালনা।
চিত্তপথে চঞ্চলতা হয় তাহে চালনা॥
অলীক আমোদভোগে কখন ত আলো না।
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হৃদয়েতে জ্বালো না॥
ইচ্ছায় পতঙ্গপুঞ্জ সদা কর পালনা।
এরূপ কুরীতি তব কদাপিও ভাল না॥
স্বীয় সুখে প্রিয়ভাব পর প্রতি ছলনা।
নিজ-দুখে দ্রব হও পরদুখে গল না॥
আপনার ভাব সদা স্বভাবেতে বল না।
কপটতা হয় তার প্রাণপ্রিয়া ললনা॥
পর-উপকার-পথে ভ্রমেতেও চল না।
হায় তব ভাব, দেখে লজ্জা পায় ছলনা॥
কর্ম্মভয়ে ভীত নও ধর্ম্মভয় জান না।
ইহ সুখে শর্ম্মলাভ পরসুখে মান না॥
চরম পরম তত্ত্ব অন্তরেতে আন না।
তত্ত্বমসি-তীরে যেতে তত্ত্বগুণ টান না॥
ভূতগত কার্য্যে পুন দৃষ্টিবাণ হান না।
ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না॥
দীনের দীনতা দেখি দয়া দান কর না।
কৃপাদানে কৃপণতা কি কারণ হর না॥
চিন্তা-জ্বরে জ্বর পর-চিন্তা-জ্বরে জ্বর না।
বিনয়-বিনোদ-বস্ত্র মানসেতে পর না॥
কি হেতু এসেছ ভবে মনে কেন স্মর না।
উড়ে যায় কালপক্ষী ধর ধর ধর না॥
সন্তোষ-ক্ষীরোদতীরে যাবে কি না যাবে না।
অঞ্জলি পূরিয়া সুধা খাবে না কি খাবে না॥
আহা হেন স্নিগ্ধনীরে নাবে না হে নাবে না।
এমন শীতল জল পাবে না হে পাবে না॥
ক্ষীরোদশায়ীর গুণ গাবে না হে গাবে না।
যে গায় সে আর ভয়ে ভাবে না হে ভাবে না॥
কামকুঞ্জে পাপপুষ্প তুলো না হে তুলো না।
কোপের কুবাতাসেতে ফুলো না ফুলো না॥
মোহে মজি মায়া-দ্বার খুলো না খুলো না।
মদরূপ মদালসে ঢুলো না হে ঢুলো না॥
দাম্ভিকতা-দোলমঞ্চে দুলো না হে দুলো না।
শিয়রে ভুজঙ্গকাল ভুলো না হে ভুলো না॥

কদাশা-কুযন্ত্রে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা।
যারে সুখযন্ত্র ভাব সে ত সুখযন্ত্র না॥
পুনঃ পুনঃ শুনিতেছ মহামোহযন্ত্রণা।
পরসুখ-প্রাপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না।
সকল কুতন্ত্র তব অন্তরে স্বতন্ত্র না।
নির্ব্বাণের তন্ত্র পর অন্য তন্ত্র তন্ত্র না॥

পাপপথে যেয়ো না।

মন তুমি মনোরথে, চড় নিজ ভাব-রথে,
অভাবীর ভাবপথে ধেয়ো না হে ধেয়ো না।
অকৃতজ্ঞ জন যেই, পরম পামর সেই,
তবু তার অপযশ গেয়ো না গেয়ো না॥
দ্বেষহীন কর দেশ, লোকের যে করে দ্বেষ,
তার কাছে উপদেশ চেয়ো না হে চেয়ো না।
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও,
অসন্তোষ-কাননেতে যেয়ো না হে যেয়ো না॥
শম-দম-চক্র-কলে, নাশ কর রিপু-দলে,
ডুব দিয়া পাপ-জলে নেয়ো না হে নেয়ো না।
বিষম বিষের জল, কভু নয় সুশীতল,
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল খেয়ো না হে খেয়ো না॥
দেহ নহে আপনার, মোহ কর পরিহার,
মায়ার যাতনা আর পেয়ো না হে পেয়ো না।
রসনা পবিত্র করি, জপ কর হরি হরি,
আশানদে পাপতরী বেয়ো না হে বেয়ো না॥

কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অন্বেষণ।

ওহে মন-মধুকর এ কি দেখি ভ্রম।
কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুমি ভ্রম॥
ভ্রমিছ বিষয়বনে যেন মত্তকরী।
সঙ্গে করি নিজবধূ ভ্রান্তি-মধুকরী॥
কামনা-কেতকী-ফুলে সৌরভে ভুলিয়া।
গুণ গুণ করিতেছ গুণ বিস্তারিয়া॥
তুমি ভৃঙ্গ অতরঙ্গ বলি আমি তাই।
কণ্টকীর পঙ্ক হলে পঙ্ক মাত্র ছাই॥
অতএব মন-অলি উপদেশ ধর।
পরমার্থ-পদ্মফুলে মধুপান কর॥
সে ফুলের সবিশেষ গুণ কেবা জানে।
যাবে ধন্দ মহানন্দ মকরন্দ-পানে॥

অকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।

অনাদি অনন্ত অজ অজর অক্ষর।
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর॥
অনির্ব্বচনীয় অবয়বে অবতার।
অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার॥
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে।
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে॥
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত
অখিলের অধিপতি অতি অভিমত॥
অবিভক্ত ভক্তিযুক্ত অভক্তপ্রভৃতি।
অবগত আছে তব অদ্ভুত প্রকৃতি॥
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্য অধম।
অপার-মহিমা-সীমা করিতে অক্ষম॥
অবনীতে অবনীত করা ভব ভাব।
অধীন হইতে নাহি হয় অনুভাব॥
অনাথের নাথ ওহে অধমতারণ।
অবশ্য অতর্ক ভাব অলক্ষ্যকারণ॥
অবলীলাক্রমে বহ অবনীর ভার।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি অরার॥
অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব অতি মনোহর।
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর॥
অনুরূপ অপরূপ অরূপ স্বরূপ।
অবনতজনে অবগত কত রূপ।
অতীন্দ্রিয় অতিপ্রিয় অনন্ত ভূতলে।
অভিব্যাপ্ত অন্তরীক্ষে অতল সুতলে॥
অবিকার অখণ্ডিত অধিকার তব।
অণু মাত্র অবলম্বে অবনীসম্ভব॥
অবিজ্ঞেয় অতিধ্যেয় অমর প্রধান।
অতল-বিতল-অধিষ্ঠাতা অনুমান॥

অনন্ত সৃষ্টির কর্ত্তা অন্ত কেবা পায়।
অমরাদি অবিভূত তোমারি মায়ায়॥
অজ্ঞান অকৃতি প্রভু আমি অতি দীন।
অবেদ্য অভেদ্য ভাব ভাবি অনুদিন॥
অকিঞ্চন হয়ে তব অপ্রমিত গুণে।
অধিক কি দিব অবস্তব্ধ দেখে শুনে॥
অণু হতে অণু তুমি নাহি অনুরূপ।
অথচ অখিলব্যাপ্ত অভিব্যক্ত রূপ॥
অসাধ্য অবাধ্য মুগ্ধ অবিদ্যার বলে।
অবোধে অবেদ্য ভাব বর্ণিবে কি বলে॥
অবহিতভাবে স্তব অভিহিত ভাব।
অতি অল্প বর্ণিলাম করি অনুভাব॥
অধীনের অর্ব্বাচীন অভিপ্রায় যত।
অনুগ্রহ করি অন্ত হও অবগত॥
অবধান অনুমতি হয় এই চাই।
অন্তে যেন রাঙ্গাপায় অব্যাহতি পাই॥

আকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।

আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার।
আশু শিক্ষকারী আত্মা আপনি আমার॥
আধ্যাত্মিক আদি তাপ আশ্রয় আপদে।
আশ্চর্য্য আরাম আছে আপনার পদে॥
আশ্রিত থাকিয়া আশা নাশা রাঙ্গাপায়।
আশা নাহি পূরে আর আক্ষেপ বাড়ায়॥
আপামর যে রসের পাইয়া আস্বাদ।
আকুল হইয়া আছে আহা কি আহ্লাদ॥
আমা হতে আলোচনা হলো না তাহার।
ইহা হতে আক্ষেপ কি আছে বল আর॥
আকার স্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার।
আবার আকারে ব্যাপ্ত আছে সবাকার॥
আশ্চর্য্য আকারে আছ অখিল আকারে।
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে॥
আকার-আকর তুমি আধিপত্য কত।
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥
আশাপূরে আপনার করিতে আদর।
আঁখি-যুগে আনন্দাশ্রু ঝরে দর দর॥
আচ্ছাদিত করে ফেল আনন আমার।
আদরের কথা কিছু নাহি সরে আর॥
আপনার আদরেতে আপনি আদৃত।
হও রও আদরের আমোদে আবৃত॥
আমারে আদর কর বলিয়া আমার।
আসন্ন হইল কাল ত্রাশঙ্কা অপার॥
আপনার আসঙ্গে আসীন হয়ে রই।
আশা এই আসা-যাওয়া-হীন যেন হই॥
তুমিই আধেয় বস্তু তুমিই আধার।
তুমিই আচার্য্য সার তুমিই আচার॥
আপনি আনন্দে আছ আপ্লাবিত হয়ে।
আব্রহ্ম আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে॥
আপনিই আখণ্ডল আদি আচ্ছাদক।
আপনি আদ্যন্তকারী সাধক বাধক॥
আকীট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ করি।
আশ্চর্য্য আহ্লাদে আছ আহা মরি মরি॥
তুমি হে আশার ধন আগমাদি কয়।
দেখো হে আমার আশা যেন সিদ্ধ হয়॥
আশা নাশ না হলে সে আশা যায় দূরে।
আশার আশ্রয়ে হয় আসা ঘুরে ঘুরে॥
আশাহীন আরাধনে আশু যে আরাম।
আসানাশা আশা দেন আসি আত্মারাম॥
আশুতোষ আশুতোষ করেন বিধান।
আশার আজ্ঞার আর থাকে না নিদান॥
হে আঢ্য আশ্রয় দেহ এই আশা করি।
আশা-তরী করি ভর যেন আশা তরি॥
আপনার প্রতি আমি আস্থা করি যত।
আশ্চর্য্য আভাষ মনে আবির্ভাব তত॥
আচ্ছন্ন হইতে থাকি আপনার রসে।
আকাঙ্ক্ষা পূরাতে নারি আপনার বশে॥
আদ্যপূর্ব্ব আন্তরিক আছে যে আশ্বাস।
আত্মাতে আরম্ভ করি আমার আবাস॥

আত্যন্তিক আক্ষেপ আইসে কত মনে।
আধুনিক আবেদন এই শ্রীচরণে॥
আমরণ আত্মধন আত্মাতে সঁপিয়া।
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্মারে জপিয়া॥
আবৃত্তির আশা আর নাই আত্মনাথ।
আমার আমার ভাবে কর হে আঘাত॥
আত্মভাবে আছে মম আস্ফালন ভারী।
আজতো গেল না আমি আমার এ জারী॥
আমি কার কে আমার না পাই আভাষ।
আনন্দে আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ॥
আশীর্ব্বাদ করো নাথ আছি যত দিন।
আপনার আশ্রয়েতে থাকি হে অধীন॥
তব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত্ত রয়।
আত্মাসক্তভাবে যেন আয়ুক্ষয় হয়॥

নিদ্রাকালে শঠ উপকারী।

পরের অহিতকারী নীচ যেই খল।
নিজলাভ বিনা শুধু খুঁজে মরে ছল॥
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে।
উপকার-লাভ করে পর-অপকারে॥
সদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে।
মুষলের সাজা পায় কুশলের রবে॥
নিয়তই মনে পায় অতিশয় দুখ।
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ॥
মিছে আঁখি মুদে থাকে ঘুম যায় চড়ে।
ছট্‌ফট্‌ করে রেতে বিছানায় পড়ে॥
দৈবাধীন চোখে যদি ঘুম এসে তার।
তবেই সে খল করে পর-উপকার॥
জেগে থেকে কেবল অধর্ম্মে কাটে কাল।
যতক্ষণ নিদ্রা যায় ততক্ষণ ভাল॥

বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল।

কাজে যদি করা হয় কর তবে তাই।
মিছামিছি মুখে বলে কোন ফল নাই॥
শরদের মিছা মেঘ ডাকডোক্ সার।
ছিটে ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ফলে যদি না হইল কার্য্য হিতকর॥
তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব বিধান তার কোনমতে নয়॥
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল-সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মত॥

জীবের প্রতি।

কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি তা কও?
যে তুমি যাহার তুমি তার "তুমি" হও॥
দেহে কর আমি বোধ "দেহ" তুমি নও
অংশরূপে হংসরূপে দেহে তুমি রও॥
কে তোমার বহে ভার কার ভার বও?
আমার আমার করি কার ভার লও॥
কিরূপে সৃজিত হয় এই কলেবর॥
মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর॥
করিছ যে দেহ পেয়ে এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ মনে কর কার॥
মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাস।
মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ?
মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা।
আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা॥
দেহেতে অভেদ ভাব একি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ॥
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ হলো না তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন সখা "অবিজ্ঞাত"
কেবল দেখিছ স্থূল দ[illegible] [illegible]নে॥
পেলে ন[illegible] [illegible], ঘাড় হেঁট করি।

মুকুরে নিরখি মুখ সুখ কতরূপ।
মনে মনে অভিমান হয়েছি স্বরূপ॥
গলদেশে সূত্র দিয়া সূত্র তায় ভারী।
'ব্রাহ্মণ' হয়েছি বলে কর কত জারী॥
বেদপাঠে পূজা পাও পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে পোড়ে না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর, ভবনদী পার॥
তিন থাই "দড়া" বেঁধে আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কুহকের বলে॥
একেতো মায়ার সূত্রে পড়িয়াছ বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে লাগিয়াছে ধাঁধা॥
কোথায় সূত্রের গোড়া নিরূপণ নেই।
এক খেয়ে উঠিতেছে কত থেই থেই॥
করিয়াছ আরোহণ অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব মদে মত্ত কিসে পাবে পদ।
হারাইলে পূর্ব্বকার সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
অভিমান সারমাত্র কিছুই ত নয়॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার কেন কর ভাই?
নর নও নারী নও তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণসাগরে কেন গুণিতেছ ঢেউ?
তুমি আমি আমি তুমি জেনো এই সার।
তুমি আমি, এক হলে কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহার।
আমার এ দেহ বোলে ছাড় অহঙ্কার॥
বিচারে তোমার তনু কখনো তো নয়।
ভূতের ভবন এই ভূতে হবে লয়॥
কেবা জড়ীভূত করিল তোমারে?
আদর্শস্বরূপ হ ভূতের ব্যাপারে?
আকার-আকর তুমি অ.ভূত?
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত।
সকলি ভূতের হাট ভূতের ভবন।
ভূতাতীত ভূতনাথ কররে স্মরণ॥

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
দূরে যাবে সব দুঃখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয়, হোলা হোলো, না হয়, না হয়, হোলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ করো না।
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক্ যায় যাক্, ভেবে আর মরো না॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হ'র না।
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব, কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব
ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরো না॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংস, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কিরে, গুণনীরে, আর তুমি চোরো না॥
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভালবাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাষ ধর ভাষ, ভ্রমবাস পোরো না॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হলো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখো শেষ ভুলে দেশ আর যেন সোরো না॥
অশিবের ধন নও, আছ জীব শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বারবার দেহে আর পাপভার ভোরো না॥

সামাজিক।

বড়দিন।

খৃষ্টের জনমদিন, বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥
কেরাণী দেয়ান্ আদি, বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট ॥
ভেটকী কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম ॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে, সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালীর বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥
"কাথলিক" দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু য়ীশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥
স্বপ্নযোগে হলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥
ও গড্ ও গড্ গড্, লেখে বাইবেলে।
য়ীশু কি তোমার শিশু, ঔরসের ছেলে?
এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে ॥
নিজের বীজের ফল, য়ীশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥
দিশী কৃষ্ণ, বিলিতি কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু ॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা ভাবে ঢোলে ঢোলে।
কব তাঁর সব গুণ, অবতার বোলে ॥
কুমারীর গর্ভে শিশু, হয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার ॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে।
ভুলাদেন রোম দেশ কুহকের বলে ॥
ধর্ম্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান্, ঘুঘু আর মেষ ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগী জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে ॥
নাম জারী করিলেন, চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই ॥
পাপী-পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
জুশের ক্রুশের ঘায়ে, ত্যজিলেন প্রাণ।
তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব।
প্রভু প্রেম প্রাপ্ত হয়ে, কতরূপ ভাব ॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী-দল ॥
প্রভুর শোণিত মাংস, কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান, যত মিশনরী ॥
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদগদ।
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ ॥
ভুবন কোরেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলি হারি তোরে।
যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব্ব-প্রকরণ।
কাথলিক চর্চ্চে গিয়ে, দেখে এসো মন ॥
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে ॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ডে তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা ॥
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট, বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল ॥
মিলিটরী, সিবিল, বণিক্ আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি, আস্ফালন কত ॥
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর সনে ॥
বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান, টেষ্টমেণ্ট ধরি ॥

ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম হুট॥
আলয়েতে আগমন, মনের খুসীতে।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে কারিগুরী নানা॥
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, ফেরে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব-লাভে।
হয়ে প্রীত, নৃত্য-গীত, বিপরীত ভাবে॥
রণবেশী মিলিটরী, যত সব গোরা।
মাঠে ঘাটে, হাটে বাটে মারিতেছে হোরা॥
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিধির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া॥
চোট পাট পোট পাট, আয়োজন কোরে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধোরে॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন-যোগে॥
ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে।
লুক হয়ে মুখখানি, লুক্ করি সুখে॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ীর সহিস্।
ভাগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্॥
সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই জুড়ী হাঁকাইয়া॥
আন্দ্রুস পিন্দ্রুস আদি, ডিক্রুস মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা,ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা গন্সিস্॥
জেসু, নেসু, কেসু আর, টেসুগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে মহা জাঁকে চলে শত শত॥
পোরে ড্রেস হন ফ্রেস্ দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে॥
পুঁইখাড়া চিঙিড়ির, করে ভুষ্টিনাশ।
শ্যাম্ সজে নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ॥
চুণাগলী অধিবাস, খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয়॥
ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলী।
লিছু যাও কেলাম্যান্, নেটীব বেঙালী॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই
রুটী বিনা রুপীভাব, কড়ামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ থেই।
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই॥
তেঁতুলে বাগদী যেন, ফিরিঙ্গীর ঝাঁক।
বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের কোতো জাঁক॥
আনাক্যাষ্ট কন্‌বর্ট, গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, হুলু, হিরু।
গমু, খমু, হমু, তমু, হারু, আর ছিরু॥
এদিকে দুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাঁসী।
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়কীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহায় নাই হাতা।
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া।
যীশু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙ্গালীর, ইংলিস ফ্যাসন।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥
বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফেলা।
চুপি চুপি বহুরূপী, লুকাচুরি খেলা॥
দিশি সহ বিলাতীর, যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা॥
ফ্লেস্-ডিস্-ভরা ডিস, মধ্যে ভাতে ভাত
সে পাত সুপাত নয়, নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে করে জলসেবা।
যেতে যেতে যেতে উঠে, যেতে পারে কেবা॥

উরি মধ্যে দুঃখিতর, বঙ্গী সব ভেয়ে।
তব্বহত, মত্ত মত্ত, বড়দিন পেয়ে॥
তেড়া হয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেণোজলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্সের উপরে॥
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে, পাকায় খিচুড়ি॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হ[illegible] মনে॥
ধনের অভাবে যেই [illegible] দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয়॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস," সেলার সকলে॥
হায় রে সুখের দিন, শোভা কব কায়।
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায়॥
প্রতি গেটে গাঁদা-হার, কারিগুরী তাতে।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু-পাতে॥
হোটেল-মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানী, রাখিব না আর॥
জেতে আর কাজ নাই, যীশুগুণ গাই।
খানা খেয়ে নানা সুখে, বিবি যদি পাই॥
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানী ছেড়ে॥
ছেড়ো না ছেড়ো না আর বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু রাখ হিঁদুয়ানী॥
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে?
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে?
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে, সকলে দেখাই॥
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত।
সে কেবল [illegible], নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ।
করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ॥

বর্ষবিদায়।

ওরে ও চৌষট্টি সাল। সাল নোস্ তুই সাল।
তোরে কেটা বলে কাল্? কাল নোস্ তুই কাল॥
দেখ দেখ এই বর্ষে। কি হয়েছে এই বর্ষে॥
রাজা প্রজা তোর পার্শ্বে। কেহ আর নাহি হর্ষে
সম দশা সবাকার। ঘরে ঘরে হাহাকার॥
হয়ে গেল ছারখার। সবে দেখে অন্ধকার॥
যত সব দুরাচার। করে যত অত্যাচার॥
কাট্ কাট্ মার্ মার্। মুখে রব যার তার॥
বলহীন পরিবার। কারো নাই ঘর দ্বার॥
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার॥
শত শত সধবার। শাকা খাঁড়ু নাহি আর॥
পতিহীন হয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই॥
বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা॥
বিয়ে হলে বেঁচে যেতো। সাধ পূরে খেতে পেতো॥
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো সকল দায়॥
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া॥
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে॥
উজানেতে থাকে তারা। সেই জলের ভাঁটি ধারা॥
সাগরের লোণাজল। রাগ ডাকে কল কল॥
তত দূর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায়॥
মুক্তবেণী এ ত্রিধারা। মুক্তবেণী-পারে তারা॥
ভবিষ্যতে হতো ভালো। জলিত ভাগ্যের আলো
সদুপায়ে হলে গতি। পুনরায় পোতো পতি॥
দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে [illegible]
কার ঘাড়ে কার বোঝা। কিছু [illegible]
বিধবায় পতি পায়। [illegible]
অনুকূলা নন কালী [illegible]
বিলাতের অ[illegible]

ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার॥
প্রথমে আইন খুলে। ফের তাহা দিস তুলে॥
সাগর ডাগর হয়ে। নাগর নাগরী লয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে।
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়? ফিরে যাবে সমুদয়॥
শত্রু লোক হাসালি। আঁখি-জলে ভাসালি॥
রাগ কোরে যত রাঁড়ে। শাপ দেবে হাড়ে হাড়ে
জান না সতীর শাপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে॥
পেয়ে সাবিত্রীর শাপ। যম বলে বাপ বাপ॥
সব দিকে নষ্ট তুই। ঘাড় ভেঙ্গে পুতে থুই॥
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাহু আর কেতু পোড়ে
চিরজীবী জীব যারা। এখনিই মরে তারা॥
তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয়॥
ভাল ভাল-ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয়॥
লক্ষ্মী গিয়েছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে॥
অলক্ষ্মীর আগমনে। সবাই প্রমাদ গণে॥
জিনিষের অগ্নিদর। বাঁচে কিসে দুঃখীনর॥
কি হইল হায় হায়। অনাহারে মারা যায়॥
অকাল হইল শেষে। মহামারী দেশে দেশে॥
বিদ্রোহীরা করে পাপ। ভূপতির মনস্তাপ॥
যারে যারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর॥
মন্ত্র পোড়ে ভস্ম ছাই। তোমার বিদায় গাই॥
জড় কোরে পৃথিবীর যত ছেঁড়াচুল।
জড় কোরে পৃথিবীর যত কেশে ফুল॥
তাহাতে মাখানো গেল, ছাই আর কাদা।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই গোবরের গাদা॥
কড়ি পেয়ে নাপিত, ফিরিয়া বাড়ী বাড়ী।
কাটিয়া পায়ের নখ, করিয়াছে কাঁড়ি॥
পুকুরের পানা আছে, কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে, আনিয়াছে ডোম॥
ছেলে বুড়ো আদি করি, আয় সবে আয়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হয়ে গেল সায়॥
রাম্ বল হাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কর রে বিদায়॥

হাবাতে বছর ঐ যায় যায় যায়।
আলক্ষ্মীপিশাচী তার পাছে পাছে যায়॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে পালাও পালাও।
পাঁকাটীর আটি সব, জ্বালাও জ্বালাও॥
উড়ায়ে তুষের ধূম, নৃত্য কর সুখে।
আলাই বালাই দুর মন্ত্র পড় মুখে॥
কাপাসে তুলার বীচি দেও ছড়াইয়া।
শতমুখী-রত্নে দেও, হার গড়াইয়া॥
কাণাকড়ি যত দেও, মানা নাই তায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়॥
রাম বল হাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কররে বিদায়॥
ও পাড়াতে গাধা আছে, মরে চেঁচাইয়া।
এক পাশে দেও তারে, নজর ধরিয়া॥
সে গাধার ডাক আর, শুনা নাহি যায়।
জ্বালাতন সব লোক, গাধার জ্বালায়॥
মস্তক মুড়ায়ে দেও, কিছু নাহি গোল।
আন্ আন্ ছেঁদামালা, ঢাল ঢাল ঘোল॥
বিদায়ী দানেতে ভাই, হয়ো না কাতর।
রাস্তার নালায় আছে, গোলাপ আতর॥
বগল বাজাও সবে, হোগল্-কুড়ায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হয়ে গেল সায়॥
রাম বল, হাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কর রে বিদায়॥
নিন্দকের দাঁতঘষা, জীবঘষা জল।
খলের খলতারূপ; আধারীর স্থল॥
বিছুটীর খেৎ দেও, বিছানা করিয়া।
আলকুশী দেও তায়, বালিস ধরিয়া॥
মশারি খাটাইতে আর, হবে না জঞ্জাল।
ঝুলের ঝালর দেয়া, মাকড়সার জাল॥
বস্ত্র দেও জুতো দেও, দেও অলঙ্কার।
আস্তাকুঁড় ঘেঁটে দেও, করুক আহার॥
পড়িয়ে এড়ে নথানি ফেলে দেয় পায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হয়ে গেল সায়॥

রাম বল, বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
ফুলোর বাতাস দিয়ে, কর রে বিদায়॥

পাঁটা।

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার॥
তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান্।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ী, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ থাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ॥
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টিমাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা।
দিবানিশি পড়ে থাকি, ধরে তার গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকে বাঁধা॥
শাদা কালো কটারূপ, বলি হারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমার নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
জ্বাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হয়ে॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসী, হাড়ে হাড়ে রস॥
গিলে গিলে ঝোল খায়, [illegible]।
তাদের জীবন [illegible]॥

এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মরে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ করে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্॥
তথাচ যবন হিন্দু করে আপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম্।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম্ম মীন হয়ে॥
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে?
মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে॥
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয়॥
এক দুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচের করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটার উপরে রাখি পাটী॥
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি॥
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি॥
টুকি টাকি টুক্‌টুক্ মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু॥
সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা॥
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে॥
মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হতো আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে॥
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী॥
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে॥

পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাতা বিশ্বমাতা হয়ে॥
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হয়ে।
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে॥
প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা * * ঘরে॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলীর দেবল হয়ে কালী-গুণ গায়॥
প্রণমামি * * তোমার চরণে।
পেটভরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী॥
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ॥
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা॥
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগমালা॥
নামাবলী বহির্ব্বাস নিয়া করতলে।
ভাল করে ছোপাইব রুধিরের জলে
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশুভাব॥
ফের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামী রোগ দিয়া ছাগনাদী॥
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণে যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তিলাভ মুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥

হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গে ভরি।
শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগুণ বাজে তালে তালে॥
ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলা-প্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কণ্ঠীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধরে দুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যা
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি করে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বলে।
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চলে॥

তপসী মাছ।

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ী, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্টরস, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥

একবার রসনার, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে তার॥
দৃশ্যমাত্র সর্ব্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরী সয়, কাঁটা আঁস বাচা।
ইচ্ছা করে একবারে, গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে॥
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি, ছাঁকাতেলে ভাজা॥
না করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে, মহাসুখে বাস॥
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।
কেন কেন, কেনা কেনা কে না করে রব॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই॥
সব গুণে বদ্ধ তব, আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে॥
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে?
নুণ-পোড়া পোড়া জল, ভাল লাগে কিসে?
উলুবেড়ে আলো করে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর॥
বেগোগাঙ্গে জোর-ভাঁটা, তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বৃদ্ধি কর কোষ॥
জলধি করেছে তব, বহু উপকার।
নুণ খেয়ে গুণ গেয়ে, কাছে থাক তার॥
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব, সুধার কারণ॥
সাগর-সলিলে হয়, বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধীর সুধার॥
সে সময়ে তুমি মীন, অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল, তপস্যার ফলে॥
অমৃত ভক্ষণে তাই, এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন, হয়েছে তোমার॥
এমন অমৃত ফল, ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস্ বলে॥
ব্যয় হেতু কোনমতে, না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত, করি সমাদর॥
ডিস্ ভরে ফিস লয়, মিস বাবা যত।
পিস করে মুখে দিয়ে, কিস খায় কত॥
তাদের পবিত্র পেটে, তুমি কর বাস।
এই কয়মাস আর, নাহি খায় মাস॥
তোমায় অধরে ধরি, বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরীর গেলাসে দেয় মুখ॥
বেচিলার যারা তারা, প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে, আয়োজন করে॥
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে কাছে গিয়া বসে
পেটে হারামের ছুরী মুখভরা রসে॥
টেক ফিস বলে ডিস কাছে দেন ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ এঁটো খেতে পেলে॥
বাঙ্গালীর মত তারা রন্ধন না জানে।
আধ সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে॥
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই॥
হাদে রে নিদয় বিধি ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক হিঁদু করেছিস্ মোরে?
গোরা হলে হোরা মেরে চড়ে মনোরথে।
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের সাথে॥
প্রেমানন্দে পিস করি সুখে খায় মিস
বলিহারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাঁটি গাং ছেড়ে
উজানের পথে চল দাড়ী গোঁপ নেড়ে॥

শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব মিটে জলে এলে॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেটে ভরে খেতে যেন পাই একদিন॥
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত ঠিক যেন খড়দার প্রভু॥
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার॥
খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম॥
কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখা।
তোমায় আমায় হয়, সহজে কি দেখা?
কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে॥
গাভীন হইলে তুমি রস তায় কত।
রাঁড়া হলে রাঁড়া সুখ নাহি হয় তত॥
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ॥
প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে হবেনাকো বাঁজা॥
জন্ম-এয়ো হও তুমি রসবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী॥
কোনমতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই তবু বাড়ে লোভ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিম্বা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয় দেবামাত্র গালে॥
আচার ছাড়িয়া যদি আচার মিশাই।
সে আচারে কোনরূপে অনাচার নাই॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে হলে কুলাচার।
আচারে আচারে বাড়ে সকল আচার॥
যাতে পাই তাতে খাই করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর তপস্যার কি জোর।

ঠোঁটকাটা।

ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা, জ্ঞান করি দ্বিজে॥
ভদ্রকর্ম্ম কারে কহে, কিছু নাহি জানি
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য-পাপ, কিছু নাহি মানি॥
যেখানেতে বাস করি, নিজ আড্ডা গেড়ে।
লজ্জা ভয়ে লজ্জা পায়, সেই দেশ ছেড়ে॥
বিচার না করি কভু, মান অপমান।
সমাদর অনাদর সকল সমান॥
পিপে শুদ্ধ পার করে, শুষে খাই রস।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥
ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ, নাহি ছাড়ি।
করিয়াছি কারাগার, শ্বশুরের বাড়ী॥
ইয়ারেরভাবে যদি, তুষ্ট রহে দেল।
তুল্যরূপে জ্ঞান করি, স্বর্গ আর জেল্॥
কিছুকাল সাঁচাভাবে, খাঁচায় রহিয়া।
জাহির করিব গুণ, বাহির হইয়া॥
আমার প্রতাপে ধরা, হইবে অস্থির।
দেখা যাবে বীর হয়, কত বড় বীর॥
প্রকাশিব নিজ বিদ্যা, মেরে এক দম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥
বয়স বাড়িছে যত, পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি, নটবর-বেশ॥
গোড়িম ভাঙ্গেনি যবে, উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি, পিতৃ-ভক্তি লোপ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া, বেঙ্গা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে বেঁধে দিয়া [illegible] করে॥

কে দেখে চুপমেরে, কাষ্ঠ হল বাবা।
...টুঁ হেল্ ওল্ড ফক্স, ড্যাম্ ড্যাম্ হাম্বা॥
আমার বুদ্ধির কেউ, নাহি পায় কম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥
একেতো মোহনমূর্ত্তি, মুখে মিষ্ঠ মধু।
দম্ দিয়া বার করি, কত কুলবধূ॥
দেশে দেশে মারিয়াছি, বাহাদুরী ঢাক্।
পরযাত্রা ভঙ্গ করি, কেটে নিজ নাক্॥
তটস্থ সকল লোক, দেখে মম ক্রিয়া।
গ্রামের ভিতরে চলি, মধ্যভাগ দিয়া॥
লাগে লাগে লাগে ফের, লাগে লাগে লাগে।
শ্বশুরের বাড়ী থেকে, ফিরে আসি আগে॥
কত মিত্র ধরে মিত্র, সব হবে গম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥

কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল।
ল্যাজ নেড়ে বলে ভাড়া দেখ্ মোর বল॥
আমার নিকটে তুই নাহি পাস্ কম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্?
ফাইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
বাহাদুরী দেখালাম এক চালি চেলে।
আমি আছি ঠিক বসে তুই গেলি জেলে॥
উপশক্তি প্রসাদেতে উপ... করি।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ করি অরি॥
বিপ্রের রুধির ভাবি ব্রাণ্ডী আর রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম্?
ফাইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
হাসাইলি সব লোক ডুবাইলি নাম।
জীবন বৃথায় তার বামা যারে বাম॥
নিরুপমা মনোরমা গুণধামা বামা।
হৃদয়ে বিরাজ করে তুল্য কেবা আমা?
জয় শব্দে বাজে ভেরী ভম্ ভম্ ভম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্।
ফাইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥

কাণকাটা।

...রভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর।
...প্রমভরে যুগল-নয়নে ঝরে নীর॥
...রাসনে করে বীর মহিমা প্রকাশ।
...। টল চল চল খল খল হাস॥
...রিয়া ভক্তের ভঙ্গী ভয়ে কাঁপে যম।
...ঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্?
...ইট্ লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
...রী কোরে ছিলে তুমি ভক্ত পরিচয়।
...দফাতে কোন অংশে আমি কম নয়॥

তোষামুদে।

তোষামুদে যারা তারা সবাই অসার।
কেবল বেড়ায় খুঁজে আপন সুসার॥
তুড়ি মারে টপ্পা গায় টাকা ভেবে সার।
ঘরে ঘরে রাশি রাশি 'যে আজ্ঞার' ভার॥
মূলেতে নির্ঘাত করে পেলে পরে চারা।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাড়ায়ে গাছ তারা॥

কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু।
জেলের হাঁড়ির মত ফেরে পিছু পিছু॥
বাগানেতে শশা তোলে পাড়ে পিচ নিচু।
কথায় কথায় কহে জল উঁচু নীচু॥
তখন সেরূপ করে বুঝে অভিপ্রায়
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায়॥
যদ্যপি বলেন বাবু "কেমন গোবিন।
মানুষটা ভাল নয় বামুন নবীন?"
গোবিন বলেন "বাবু তাই বটে বটে।
গুণ জ্ঞান কিছু নাই সে বেটার ঘটে॥
ফোতোজারী করে সেটা মিছে ঘুরে মরে।
বাহিরেতে কোঁচা লম্বা অষ্টরম্ভা ঘরে॥
আপনি আসিতে দেন কে করিবে মানা?
চিরকালে পাজী তারা সব আছে জানা॥"
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন।
ভঙ্গিমা করিয়া যদি বলেন এমন॥
"গোবিন্দ কি শুন নাই এরূপ প্রকার।
নবীন বনেদী লোক বিদ্যা আছে তার॥
কহিতে বলিতে ভাল অতি সুভাজন।
আচার ব্যাভার সব হিঁদুর মতন॥"
গোবিন কহেন শুনে "হাঁ হাঁ মহাশয়।
বাবু যাহা কহিলেন সত্য সমুদয়॥
চিরকাল মান্য তারা সকলের কাছে।
পাকা ঘর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে॥
যেমন স্বরূপ নিজে গুণ সেইমত।
পারসী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত॥
গোষ্ঠীপতি বটে তারা গাঁয়ের প্রধান।
অকাতরে যারে তারে অন্ন করে দান॥
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে যাই।
ননী ক্ষীর ছানা কত পেটভোরে খাই॥"
বাবু কন "গোবিন এসেছে এক খোঁড়া।
দুই হাত উঁচু তার সঙ্গে এক ঘোড়া॥"
গোবিন কহেন "বটে দেখিয়াছি তারে।
হায় রে তপস্যা আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে॥
পাছে নাহি দয়া হয় হতেছে ভাবনা।
আমি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব না?"
এইরূপ যত আছে তোষামুদে-দল।
বাবু কাবু করিবারে করে কত ছল॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ সত্যের সহিত।
অধর্ম্মের চর হয়ে করয়ে অহিত॥

বুড়াশিবের স্তুতি।

(মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়)

বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
শ্রীধাম শ্রীরামপুর কৈলাস-শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া-শিব।
তথায় বিরাজ করি তরাতেছ জীব॥
শুভ্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর॥
কখনো প্রখর বেগে কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্ বব, বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব, বম্ বম্ বম্॥
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" বৃষভে আরোহণ।
অহঙ্কার-অলঙ্কার ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত-হাড়মালা সদা সুশোভন।
মিথ্যা, ছল, তোষামোদী ত্রিশূল ধারণ॥
ধূম্রপান ছল তব কাগজের কল।
ঊর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্ জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী নাহি থাও দম।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
টাউন্সেণ্ড রবার্টসন নন্দী ভৃঙ্গী ছুটো।
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো॥
ছাই-ভস্ম-বিভূষিত এঁটোকাঁটা খায়।
গালবাদ্য করি সদা বগল বাজায়॥
"ডেবিল" দুপাশে তারা টেবিল ধরিয়া।
"এ বিল" হতেছে সুখে তোমায় স্মরিয়া॥
কাজ ভাল, লাজহীন রাজপ্রিয়তম।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
লাঞ্ছনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলী।
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শূলী॥
তিরস্কার পুরস্কার অতুল বিভব।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে হয়ে থাক শব॥
কালারূপে কালা তব হৃদয়ে বিহরে।
সৃষ্টির মড়ার কাঁথা জমা আছে ঘরে॥
ত্রিভুবন জয় করে তব পরাক্রম।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
কাউন্সিল কোচের গৃহে বড় সমাদর।
অনুরক্ত ভক্ত তব যত গবানর॥
সিবিল শৈবের দল স্তব পাঠ করে।
হরে হরে বাবাজান বাবাজান হরে॥
যোড়শোপচারে পূজা ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বসিয়া সুখে খাও রাজভোগ॥
তোমার গুণের কেহ নাহি পায় কম্।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব বম্ বম্ বম্॥
"ধর্ম্মতলা" ধর্ম্মহীন গোহত্যার ধাম।
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি কি কহিব আর।
"ফ্রেণ্ড" হয়ে, ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি আর॥
কত ভাব ধর তুমি কত ভাব ধর।
রাজায় করিলে খুন গুণ গান কর॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে কিছু নাহি ভ্রম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম বম্।
কালো তুমি শাদা কর শাদা কর কালো॥
আলো কর অন্ধকারে অন্ধকারে আলো॥
স্থলেরে আকাশ কর আকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকা পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুঁটো ঝুটো কর সাঁচা॥
কাঙ্গালীর দুখদাতা বাঙ্গালীর যম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম ভম্।
বম বম বম বব বম্ বম্ বম্॥
শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন॥
যোড়করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে করো না গিয়া প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য টম টম টম।
বম বম বম বব বম বম বম।
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম ভম ভম।
বম বম্ বম বব বম্ বম বম॥

অনাচার।

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা ,বাসে মুর্গি মাস নিয়া॥
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা॥
ভুতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পুজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভুত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পুজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে!
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব অশুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে যীশু॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে॥
ওহে কালি কালরূপ করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত মরালবাহন॥
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার॥
কিছু বুঝি নাহি পাও চারিদিক্ চেয়ে
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর॥

বিধবাবিবাহ আইন।

হিন্দুর বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে কৃতাকৃত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তায় ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দ্দাশ নাহি শুনিলেন কাণে॥
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম্ম এই আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর?
আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।
এত কেন মাথাব্যথা হইল রাজার?
যদ্যপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক্ আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত।
দেশেতে চালত করা তাইতো উচিত॥
অনিয়মে করি একি নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল?
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে পোরে শাকা শাড়ী।
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে ব্যবহারে, বাধো বাধো করে॥
যুক্তি বোলে বিচার করুন্ শত শত।
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বোলে সম্বোধন কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত যে হয় সন্তান।
"বৈধ" বোলে কিসে তাঁরা করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয়॥

কলে আর ছলে বলে যত পার কর।
ফল্যে সে কিছুই নয়, মিছে বোকে মর॥
শ্রীমান্ ধীমান্ নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে।
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে?
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে?
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।
এখনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যদ্যপি হয় এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে কে দূষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু যাক পরে পরে॥
এখন এরূপ কবে হলে ব্যতিক্রম।
"কাটায় পোড়েছে কলা গোবিন্দায় নম।"
রাজার কর্ত্তব্য কথা করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা কহি নিশ্চয়।
এই বিষয়ে বিধি দে'য়া রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক্ মরুক্ বাদ প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়?

বিধবাবিবাহ।

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুথি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার-পথে কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর"প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ॥
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে বিবাহ-বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে?

ইঁদুর ঘরের ষাঁড়ী সিঁদুর পরিবে।
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে কোলে কোলে
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম "কোনে" সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে "খুড়ী খুড়ী খুড়ী"?
পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন্ পোড়ামুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী?
বেটা আছে যার তার বেল গাছ এঁচে।
তুড়ী মেরে খুড়ী বলে সে বসিবে কেঁচে?
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে?
যেখানে সেখ নে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব॥
সকলেই এইরূপে বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পুড়েছে ঝুলে চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সংবাপ' মায়ের কল্যাণে?

খল তবু হবে না সরল।

দিনকর যদি হয় পশ্চিমে উদয়।
অমার নিশিতে যদি শশী দৃশ্য হয়॥
বৃদ্ধের যদ্যপি হয় যৌবন-সঞ্চার।
মৃত প্রাণী প্রাণ যদি পায় পুনর্ব্বার॥
শিখরীর শিরে যদি ফুটে শতদল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
হরিদ্রার চারুরূপ যদি হয় কালো।
জোনাকী যদ্যপি ধরে চন্দ্রমার আলো॥
লোহায় যদ্যপি হয় ফুলের সৌরভ।
কুপুত্রে যদ্যপি হয় কুলের গৌরব॥
সুধাবৎ যদি হয় সাপের গরল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
নয়নের দৃষ্টি গুণ যদি পায় কাণ।
নয়ন যদ্যপি পায় নাসিকার ঘ্রাণ॥
নাসায় যদ্যপি হয় শ্রবণের যোগ।
চরণে যদ্যপি হয়, রসনার ভোগ॥
অগ্নির দাহিকা গুণ যদি পায় জল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
আকাশের মুখ ফুটে যদি স্বরে বাক।
সুমধুর মিষ্ট রব যদি পায় কাক॥
পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঘ যদি ধরে।
ভেক যদি নলিনীর মন বশ করে।
যদি হয় জলবৎ অনল শীতল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
বানরের লেজ ঘুচে যদি হয় নর।
মহীলতা যদি হয় সর্প বিষধর॥
অঙ্গারের কালো ঘুচে যদি হয় শাদা।
অশ্বসম খরগতি যদি পায় গাধা॥
অমৃত যদ্যপি হয় মাখালের ফল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
চোর যদি সাধু হয় যুধিষ্ঠির প্রায়।
শূকর ছাড়িয়া বিষ্ঠা ক্ষীর যদি খায়॥
বারবধূ যদি হয় সাবিত্রী সমান।
শৃগালে ধরিয়া যন্ত্র যদি করে গান॥
গগনে যদ্যপি উঠে ভূতল নিতল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
আমিষতক্ষণ রোগ যদি ছাড়ে বক।
দারুণ ঠকামী রোগ যদি ছাড়ে ঠক॥
ভাট যদি শ্রাদ্ধবাড়ী তষ্টি নাহি পাড়ে।
আম্‌লার মামলার ঘুস যদি ছাড়ে॥
হাকিম যদ্যপি ছাড়ে বিচারের ছল।
কখনই খল তবু হবে না সরল।

ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়ে যদি ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল।
স্বভাবেতে সৎ হয় যদ্যপি * * * ॥
ধনেতে লোভীর লোভ যদি নাহি বাড়ে।
পররাজ্যহরা-লোভ রাজা যদি ছাড়ে॥
দলচক্রী বাঙ্গালীরা যদি ছাড়ে দল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
নিশা যদি দিবা হয় দিবা হয় নিশা।
সুবর্ণ সুবর্ণসম যদি হয় সীসা॥
সুমেরু যদ্যপি উড়ে বায়ুর ব্যজনে।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয় কীটের শোষণে॥
রবি শশী খসি যদি যায় রসাতল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥
লবণ-জলধি যদি সুধাজল ধরে।
নিম্ব যদি মধুময় ফলদান করে॥
ছাতারিয়া যদি শিখে ময়ূরের নাচ।
কষিতকনককান্তি যদি হরে কাচ॥
করী যদি হরি বধে শুঁড়ে করি বল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥

চিত্রকর ও কবি।

চিত্রকর চিত্র করে কবে তুলি তুলি।
কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি॥
চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ লেখে সেই সব॥
ফলে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট॥
ভাব চিন্তা প্রেমরস আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয়॥
পটুয়ার লেখে কত হাত মুখ পদ।
কবি-চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ॥
পদে পদে সেই পদে রয় হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দুখ॥
কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাবনীরে মগ্ন করি দ্রব হয় শিলা।
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয় ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন॥
রসিকজনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যায় সুধা॥
জগতের মনোহর ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে লিখি তোর ছবি॥

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

যেমন শীতল দেশে চাঁদের কিরণে।
কোনমতে সুখলাভ নাহি হয় মনে॥
উষ্ণদেশে যে প্রকার প্রভাকর কর।
কোনমতে মনের না হয় সুখকর॥
সে প্রকার ঘরে ঘরে যতেক যুবতী।
কোনমতে তুষ্ট নয় পেয়ে বৃদ্ধপতি॥
চুলপাকা দাঁতপড়া দেখে বুড়া ধব।
তরুণীর মনে নাহি জাগে মনোভব॥
ঘৃণা করি ত্যাগ করে ঔষধের প্রায়।
বাপ বাপ বলে তার নিকটে না যায়॥
ধন আর প্রাণ লোভে সকলেই বড়।
বৃদ্ধের যুবতী দারা প্রাণ হতে বড়॥
কাছে কাছে রাখে সদা পেতে আঁখিজাল।
ক্ষণমাত্র নাহি করে চখের আড়াল॥
প্রাচীন কুকুর যথা পেলে পরে হাড়।
রসনার স্বাদ লয় নেড়ে নেড়ে ঘাড়॥
প্রাচীনের সে প্রকার রমণী যুবতী।
শুধুমাত্র সার হয় মুখের ভারতী॥
কথা কয়ে হেসে খেলে যা করিতে পারে।
নাহি ভোগ মিছে যোগ যোগ্য নহি তারে॥

পতির রতির গতি যুবতী দেখিয়া।
উপযোগে উপভোগে রত হয় গিয়া॥
সে রমণী ধর্ম্মপথে কভু নাহি রয়।
বুড়ো হলে বিয়ে করা বিধি তাই নয়॥
যগুপি বিবাহ কর কামগুণ গেয়ে।
গয়াসুরে মনে কর গঙ্গা পানে চেয়ে॥
একে ত রমণীজনে না'হিক বিশ্বাস।
তাহে কেন ডেকে আন নিজ সর্ব্বনাশ॥
নারীর কর্ত্তৃত্ব যদি হয় একবার।
তবে কি সে কোনমতে রক্ষা রাখে আর?
ছল করি কুহকেতে কত খেলা খেলে।
কোথা নারী সতী হয় বুড়ো পতি পেলে?
একে বুড়ো তাহে যদি ধন নাহি রয়।
তবে আর কিছু তার বলিবার নয়॥
জরজর করে মেরে কটু বাক্যবাণ।
নিয়ত গর্জ্জন করে নাগিনী সমান॥
বাপের বাড়ীতে থাকে স্বাধীনের প্রায়।
ইচ্ছামতে মনোরথে যথা তথা যায়॥
যার তার ঘরে করে ভোজন শয়ন।
উপবনে গিয়া করে কুসুম চয়ন॥
ঠারে ঠোরে বলে চলে হেলিয়া হেলিয়া।
সুপুরুষ দেখে থাকে নয়ন মেলিয়া॥
নূতন নূতন ভোগে নিত্য অভিলাষ।
গরু যথা ইচ্ছা করে নব নব ঘাস॥
আগে আগে হাঁটে আর পেছু পানে চায়।
নখেতে মৃত্তিকা খুঁড়ি ধরণী লুটায়॥
বালকে চুম্বন করে তুলিয়া বগোল।
আর কি অসতী নারী বাজাইবে ঢোল॥
ভাল মন্দ কুল শীল কিছুই না বাছে।
সকলেই প্রিয় হয় যারে পায় কাছে॥
পুত্রের পর্য্যায় কেহ হইলে সুন্দর।
স্বরূপ যগুপি হয় নিজ সহোদর॥
দৃষ্টিমাত্রে রমণীর * * * হয়।
ফুটিতে না পারে মুখে 'বোবা' হয়ে রয়॥
বাহিরে শীতল্ব করে নিরুপায় হলে।
মনে মনে পুড়ে মরে মদন-অনলে॥
পুরুষের ইঙ্গিত পাইলে একবার।
তখনি খুলিয়া দেয় হৃদয়-ভণ্ডার॥
জুজু করে রাখে তারে আর নাহি ছাড়ে।
পেত্নিনী হইয় তার জেঁকে বসে ঘাড়ে॥
নারীর সতীত্ব রক্ষা যে কারণে হয়।
তাহার কারণ হয় লজ্জা আর ভয়॥
পিতার অধীনে থাকে বালিকা যখন।
স্বামীর শাসনে থাকে হইলে যৌবন॥
বুড়ো হলে সন্তানের অধীনেতে থাকে।
সে সময়ে ধৈর্য্য ধরে পড়িয়ে বিপাকে॥
মনোমত স্থান আর কোথায় না পায়।
কাজে কাজে ধর্ম্ম রাখে হয়ে নিরুপায়॥
রমণী ঘৃতের ঘট পুরুষ অনল।
অতএব নারী রাখ করিয়া বিরল॥
সুরাচার্য্য শুক্রাচার্য্য এই দুই জনে।
যে শাস্ত্রের উপদেশ বিখ্যাত ভুবনে॥
সে শাস্ত্রের জ্ঞানের কৌশল সমুদয়।
নারীর মনেতে হয় স্বভাবে উদয়॥
কত ছল কত বল কত বুদ্ধি ধরে।
সবদিকে পুরুষেরে জ্ঞানহীন করে॥
কি দেখে 'অবলা' তার দিলে অভিধান।
সবলা কে আছে আর নারীর সমান?
রমণীর স্থিতি নয় বিশ্বাসের স্থানে।
যত পার তত তারে রাখ সাবধানে॥

পৌষ-পার্ব্বণ।

সুখের শিশিরকাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ॥
মকরসংক্রান্তি-স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই চল্ চল্ চল॥

সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসী।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল লয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর ঝাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক্ মন্ত্র তন্ত্র কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিছে শ্যাল শ্যাল শ্যাল্ শ্যাল্॥
খোলায় পিটুলী দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া॥
চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে নয় রেখ চেলে?
ক্ষুদ কুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥
আড় করি পার্ দিতে সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয় আধপোয়া গড়ে॥
ছাই করি রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে॥
ঝোলা গুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন॥
একমনে খায় যদি আধ মণে সারি।
একমনে না খাইলে দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামণে পূরোমণ মন যদি খোলে।
পূরোমণে কি হইবে ভাঙ্গা মন হলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে কত মন তোলা।
জান না কি ঘরে আছে কত মণ তোলা॥
কারে বা কহিব আর বোঝা হল দায়।
খুলে দিলে মন কিহে তুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা মেজোবোর বেটা।
কোনমতে শোনেনাকো ছোঁড়া বড় ঠেঁটা॥
না দিলে ধমক্ দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটী বাটি হাঁড়ি কুড়ি সব ফেলে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাই।
নারিকেল তেল গুড় ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দিই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে॥
এ বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপে মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘরকন্না নিয়ে॥
কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটীর ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি আমি যাই মেয়ে॥
এইরূপ প্রতি ঘরে দৃশ্য মনোহর।
গিন্নীর কাঁদুনি হয় কর্ত্তার উপর॥
মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে কত যায় পুড়ে।
সাদে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥

বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে॥
হ্যাঁলো বউ কি করিলি দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে?
সাতজন্ম ভাত বিনা যদি মরি দুঃখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছলছল॥
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটীতে পা নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী নথ দিয়ে নাড়া॥
হাঁগো দিদি এই শাক রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্যি বল ভাল লাগে খেতে॥
দিব্বি দিস্ কেন বোন হেন কথা কয়ে।
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক জন্ম-এয়ো হয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধূমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানামত অনুষ্ঠান আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে।

* * *

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে শয়নের ঘরে।
স্বামীর খাবার দ্রব্য আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া আসনের কাছে॥

মাথা খাও, খাও বলি পাছে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকা মুখে পিটে দেয় পিটে॥
আকুলি বিকুলি কত চুকুলীর লাগী॥
চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলীর ভাগী॥
প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।
বিষম'খা বাক্যবাণে কাণ হল কালা॥
মেজো বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোনে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়॥
মনোদুখে প্রাতে আজ কুটি নাই থোড়।
এখনে রয়েছে তাই কোন্দলের তোড়॥
শাশুড়ী আলাদা রেখে ছাঁই তিন হাঁড়ি।
চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটীর বাড়ী॥
ঠাকুর্ঝির ছেলেগুলো খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে॥
মরি মরি ষাট্ ষাট্ কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেট পূরে নাহি পায় খেতে॥
শক্তিভক্তিপরায়ণ হন যেই নর।
তখনি এ সব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর॥
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ গোটা দুই খেলে॥
কামিনী-কুহকে পড়ি খায় যেই ভাবা।
নিজে সেই হাবা নয় হাবা তার বাবা॥
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড় পিটে গড়ে।
হিঁদুর দেবতা সম ঠাট্ তায় ধড়ে॥
ভিতরে পূরিয়া ছাঁই আলু দেয় ঢাকা।

* * *

লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে॥
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটেগুলি ফোটে॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরাগে শুধু তাই চুষি॥
যুবো সব সুবো প্রায় থুবো নাহি নড়ে।
কাছে বসে খায় কোসে রোসে নাহি পড়ে॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥

প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটী নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী আসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান কোসে॥
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের যৌতুক॥

ছদ্ম মিশনরী।

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে তারে কিবা ভয়?
মণি মন্ত্র মহৌষধে প্রতীকার হয়॥
মিশনরী রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে।
একবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে॥
ব্যাঘ্র ভয়ে ব্যগ্র হই যদি পায় বাগে।
লাঠী অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাঘে?
হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙ্গা মুখ যার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তার॥
বাগ করা বাঘ আছে হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা নখে ফেলে চিরে॥
ছেলেকালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে।
এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়।
মিশনরী ছেলেধরা ছেলে ধরে খায়।
মাতৃমুখে জুজুকথা আছি অবগত।
এই বুঝি সেই জুজু রাঙ্গা মুখ যত॥
চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান।
কাণ কাটা * * * কেটে নেবে কাণ॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাক শান্তভাবে।
বাটা ভরে পান দিব গালভরে খাবে॥
চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড়পিটে।
বাপধন বাছা মোর ছেড়নারে ভিটে॥
কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয় যেয়ো না রে বাছা॥
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্ম্মপথ ধরে।
কাজ নাই ইস্কুলেতে লেখা পড়া করে॥
হাদে হে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল॥
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার মিশনরী যত।
আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া ধর্ম্মহত॥
পিতার সুখের নিধি তনয়-রতন
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন॥
শূন্য করি জননার হৃদয়ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার॥
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় বেড়ে।
বাক্যের কুহক-যোগে যীশুমন্ত্র ছেড়ে॥
কামিনীর কোলশূন্য ক্ষুণ্ণ মন তায়।
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়॥
বিদ্যাদান ছল করি মিশনরী ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব্।
যীশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পোড়ে ডুব দেয় টবে॥

ইরাংজা নববর্ষ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার॥
এই অবনীর করি কত হিতাহিত।
এবান্ন একান্নে ছিল সবার সহিত॥
নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীর শকে আসি করিল আশ্রম॥
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর॥

চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা ঘর॥

মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেরেব ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস॥

শ্বেত-পদে শিলিপর শোভা তার মাথা।
বিচিত্র বিনোদ-বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা॥

চিকন্ চিরুণী চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোহারা আসি পড়িয়াছে গালে॥

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥

সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্যভরা॥
অধরে অমৃত সুধা প্রেমক্ষুধাহরা॥

গোলাবের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা চিক্॥

মনোলোভা,কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিণ উড়িছে কত ফর্ ফর্ করি॥

ঢলঢল টলটল বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান লবেজান করে॥

ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুই মাছি।
তোর মত দুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি॥

সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি দম্পতি ঘেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন হেরিয়া॥

উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে॥

খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।
এঁটো করা সেরীর গেলাসে দিই হুল॥

কখনো টেবিলে বসি কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভজে গায় পাখা নাড়ি সুখে॥

নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরেজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়॥

শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর॥

সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরী নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা॥

বেরিবেষ্ট সেরিবেষ্ট মেরিবেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥

কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।
ঠুনো ঠুনো ঠুন্ ঠুন্ ঢক্ ঢক ঢক্॥

চুপু চুপু চুপ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্॥

ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্।
কস কস্ টস্ টস, ঘস্ ঘস্ ঘস্॥

হিপ হিপ হোরে হোরে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস॥

সুখের সখের খানা হলে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান॥

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে॥

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।
যত পার কোসে খাও টেক টেক টেক॥

সেরা চেরী বীর ব্রাণ্ডী ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি সরা॥

কারী ডিম আলুকিস ডিসপোরা মাছে।
পেট পূরে খাও লোভ যত সাধ আছে॥

গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া বিবিদের ঘেঁসে॥

রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হাম।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥

পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি যেম।
মিসে নাহি মিশ খায় কিসে হবে ফেম?

সাড়ীপরা এলো চুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডী, সেম সেম সেম!

সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, জসী, ক্ষেমো, বামা, রামী, শামী, গুল্কি॥

ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পরপুরুষের মুখ॥

এইরূপে হিন্দুরামা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডী বলি শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে ?
ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল॥
দিশী কৃষ্ণ মানিনাকো ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরী কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে খাবো থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল ন্যশ সে বরণ ভালো॥
পুরিবে সকল আশা ভেবনারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ॥

আনারস।

বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙ্গা নয়, নয়নের রাগ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গী, কথা নাহি কয়।
সৌরভ-গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয়॥

চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত॥
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে ?
লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনা রস হলে কেন জানা রস হয় ?
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পনর আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু "আনারস" বলে লোক তাকে॥
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রকাশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে ?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে॥
বেদানা তাহার নাম, দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্ব্বমনোহরা ?
রস যত, যশ তত, বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয়, ধনীদের কাছে।
এক আধসের খায়, আছে যার ধন।
কুবেরের হলে মন, নাহি পায় মণ॥
মনে মনে কত মণে, আশার উদয়।
ফলে ফলে কোন কালে, মণ নাহি হয়॥
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন্ তিনি, মঙ্গলের দেশে॥
আমাদের আনারসে, ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন বিমুখ॥
আনা দরে আনা যায়, কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ॥
ক্ষীরোদ নহ তো তুমি, নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা, তব কলেবর ?
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান ?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা ?

সে বড় দুখের কথা সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে॥
কৃপণের কর্ম্ম নয় তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার॥
ডাটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোকখেকো লোকে॥
ফলে আমি মিথ্যা কেন নিন্দা করি তায়?
সাধ পুরে বাদ দিতে বুক ফেটে হায়॥
ছাল্ ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোক্‌খেকো বলে॥
লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল॥
একবার যে জন না, পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার।
দু ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রান্তিশীল যারা।
তোমার নিগূঢ় রস নাহি পায় তারা॥
আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থাবা মেরে, নাকে মুখে গোঁজে॥
রসে রত যেই সেই, রস করে পান।
রসিক-রসনা তার যশ করে গান॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ।
দুই হলে এক যোগ ধরা করে বশ॥
তার সহ আনারস ষোল আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ॥
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার।
সে রসে যে অরসিক রস কোথা তার?
রসে রসে রস পেয়ে রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে॥
চিরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো যত সব হয়ে যাক্ শাদা॥
নন্দনবনেতে ছিলি দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে॥
বাসবের অঙ্গে সদা করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ সহস্র লোচন॥
নানারূপ নবরূপ রসালাপ-যোগে।
দেবগণে ফাঁকি দিয়া ছিলে ইন্দ্রভোগে॥
দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ।
কোনমতে না হইল সেই যোগাযোগ॥
সুরকুল প্রতিকূল পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হয়ে শেষে দিলে অভিশাপ॥
সেই উপসর্গে তুমি, ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ বনে কর বাস॥
আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি॥
সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হলো আমাদের বর॥
গোপন হইলে কিসে বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস॥
বাস পেয়ে পূর্ব্বকার বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা॥
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম।
জানা রস হয়ে পেলে আনারস নাম॥
শচীর সপত্নী হয়ে সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক্ গন্ধে হয় রুচি॥
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর।
সাধ করে নিত্য খায়, বেচে বাড়ী-ঘর॥
তিনলোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন॥
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে।
যুবতী-অধরামৃত যুবকের কাছে॥
হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট-বদনে হাসি দেখিতে বিকট॥
ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব॥
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস করো মরণের কালে॥

কৌলীন্য।

'মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি ?
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আটি ॥
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে ?
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে ?
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে কুল হলে টোপা ?
আদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় রুচি ॥
অতএব বৃথা এই কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায় কুলের আচার ॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে ?
শতেক বিধবা হয় একের মরণে !
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়া করে সেই !
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার !
নব নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে ?
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই দুষ দোষে ॥
কুলকল্পে নব রূপ সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা ॥
নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন করিছ ধারণ ?
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার ॥

স্নানযাত্রা।

গুণে বলি হারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধুতিপরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ-রসভরা ॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সবে খেলা ॥
কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে ॥
বদ্ধ হয়ে আশাফাঁদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষত ছোটলোক যত ॥
চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপ্ ধুতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
ঘস্ ঘস্ ঘসর্ ঘসর্ ॥
ঘাটে গিয়া কত চোট, সুখেতে সাজান্ বোট,
বাঁধে কোট তাহার ভিতর।
দলে দলে গলাগলি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর ॥
ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
রোগোখেকো রোগো সব সাজে।
চুল কোরে প্যান্‌চিট, হয় ফিট্ কত ডিট্,
মাঝে মাঝে চিট তার মাঝে ॥
একমাত্র, * * জলধর প্রেমছাত্র,
শত শত আছে তাই ঘেরে।
রঙ্গিনীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী যায় হেরে ॥
চোপার কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় হেন কাঠ।
কত হাসে কত ভাষে, ঘুরে ঘুরে চারি পাশে,
একা মাগী লাগেয়েছে হাট ॥
রঙ্গরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টিপোড়া বিষে।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে।

যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
আবার কে ভূমে দেয় পদ ।
আত্র তুলে কত গণ্ডা, কেহ আনে লুচি মণ্ডা,
মণ্ডা সব ভাবে গদগদ ॥
'নোচন্ গিয়াছে বর, নক্ষ্মীর হয়েছে জ্বর,
নৈকা চড়ি আমরা সবাই ।
লিস্তাই লারাণ ওই, লৈতুন্ ইয়ার সই,
লললসিন্ লবীন্ লবাই ॥'
এ ওরে ফর্ম্মাস্ করে, এক জন রাগভরে,
কহিতেছে করি খচো মচো ।
বোতলের করি নাম, 'লড়ওম্ মোড় লাম,
লল বওয়া লৈবচো লৈবচো ॥'
খুলে তরী কত ধূম, ধূম কোরে উঠে ধূম,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি ।
কেহ বলে 'বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
লাচ তোরা লাগর লাগরী ॥'
আর আর নীচজাতি, বাবু হয়ে রতারাতি,
মাতামাতি করে কত রূপ ।
ফুলায়ে বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,
হাতী কিনে হয়ে বসে ভূপ ॥
সম্ভব যেমন যার, ব্যয় করে সে প্রকার,
কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধারে ।
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়,
ভাড়া দিয়া সব কর্ম্ম সারে ॥
মাতুল-নন্দন যারা, ধনের কুবের তারা,
জলে স্থলে, জলে শোভা পায় ।
জলে উপার্জ্জন কত, সাহা নয় সাহা যত,
সাহালম বাদশার প্রায় ॥
হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেকের পোলা,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে ।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে ॥

স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মদ্দ কত মেয়ে
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায় ।
আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি তাকাতা
ঝাঁকা ঝাঁকি স্থান নাহি পায় ॥
এলে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাঁকে করি কেলে হাঁণি
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায় ।
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিনি
গাল বয়ে পিক পড়ে গায় ॥
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদ
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া ।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর
গরবেতে গোঁপে দেন চাড়া ॥
যথাশক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেব
শক্তি-ভক্তি সকলের সার ।
ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তি-যোগে হন শি
শিব-শক্তি পূজে কেবা আর ?
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভক্ত
সেইরূপ আচার ব্যভার ।
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ
আত্ম ঔর করে সহকার ॥
* * গায়ে গাটী, তবলার মুখে চাট
পরিপাটী খান কোসে কোসে ।
পূর্ণ হলো ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কে
স্নান পান এক ঠাঁই বোসে ॥
লম্পট যুবক যারা, বাচ কোরে ফেরে তারা
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে ॥
যেখানে * *, সেই থানে গায় সারি,
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে ।
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি,
কোন কালে মাহেশ না যাই ।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই ॥

রসাত্মক কবিতা।

প্রেম-নৈরাশ্য।

যার তরে আকিঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব-প্রেমরেখা,
হেট করে বিনোদ-বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর,
গুরুপরিবাদ-রাহুভয়ে॥
হবে না হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা-ভ্রমে।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানে না কোন ক্রমে॥

প্রেম।

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায় স্নিগ্ধ তায় মন॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ॥
রসের রসিক সেই পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
চিত্ররূপ চিত্র করে হৃদয়ের পটে।
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা।
মানস-বৃক্ষেতে তার মনোহর বসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ অনুরাগ ফলে।
পড়া-পাখী না পড়াতে কত বুলী বলে॥
আঁখির উপরে পাখী পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে হৃদয়-সদনে॥
পোষমানা পড়া-পাখী দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে দেখাব না কারে॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

প্রণয়-সুখের সার প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ প্রেমিকের ধন॥
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
প্রমোদিত করে যাহে যত সব সুরে॥
উথলয় সুখসিন্ধু পানে এক বিন্দু।
তার আশে গ্রাসে রাহু পূর্ণিমার ইন্দু॥
সে ক্ষুধার ক্ষুধা মাত্র নাহি এক্ক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
অসুরের প্রিয় পেয় সুরারস মাত্র।
রসনা সরস গাত্র পরশিলে পাত্র॥
যার লাগি হলো ধ্বংস যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা রেবতীরমণ॥
অদ্যাবধি মদ্যমাত্র পানীয় প্রধান।
বিদ্বজ্জন-খাদ্য-মাঝে সদা বিদ্যমান॥
এমন মধুরা সুরা নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
অমল কমল সম কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে মত্ত মধুলোভা॥

দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা বালকের মন।
কবিতায় তৃপ্ত তথা হয় সর্ব্বজন॥
যাহার প্রসাদে পরিহত পুত্রশোক।
পুলক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক॥
হেন কবিতার শক্তি নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
গলকুণ্ড দেশে আছে হীরক-আকর।
রজত-কাঞ্চনময় সুমেরু-শেখর॥
নানা রত্ন পরিপূর্ণ রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মূলামুক্তা অনেক সিংহলে॥
কুবের লইয়া যদি এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে হইয়া সদয়॥
ক্ষেপণ করিব দূরে প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
তন্ত্র-মন্ত্র-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্যে কহে যত মুনি॥
ইহধরা দুখভরা অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ সুধার সঞ্চার॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে।
নতুবা অযুক্তি হেন কি কারণ ঘটে॥
দেখাইব কত সুখ এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥
নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ॥
হৃদয়ে আনন্দ-প্রভা হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ প্রাপ্ত হয় মন॥
রসনায় রসবারি খরস্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয়॥
এইরূপ স্বর্গভোগ লভি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

প্রণয়।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অনুরাগী,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা॥
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গী,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাববশে, যশোযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ॥
ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি-বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে॥
বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে।
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জরজর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে॥
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে,আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধফোটা পদ্মফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে॥
তুলনা তুল না তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃত-বাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ॥
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণনীয়,
রতির সে রমণীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
ব্রিয় হেরে ব্রিয়মাণ রয়॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা॥

বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দুষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
তুষিয়াছে সন্তোষের সুখে॥
আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ-রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম-ডুরী দিয়া॥
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে॥
আমারে বিনয় করি, দুটী হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চোলে।
রাহু স্বার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বোলে॥
হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আঁখি-জলে,
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি॥
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে?
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে॥
সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।
উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে
আশাপথ চেয়ে আছি তার॥
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র,
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি॥
সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এধার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
রেখা দিয়া একা কোরে রাখি॥

প্রণয়ের আশা

কত আর রব তার আসা আশা লয়ে?
দিন দিন তনু ক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে॥
সদা যার স্নেহভার শিরে মরি বয়ে।
আমারে কি ভুলাবে সে মিছে কথা কয়ে?
একাকী রোদন করি এক স্থানে রয়ে।
বিরহ-যাতনা আর কত রব সয়ে?
বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে নিরাশার দুখ॥
এমন না হলে পরে দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন নিরাশার নীরে?
প্রণয়ের লক্ষ্য সেই করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়াছে তারে হৃদয়েতে বাসা॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে রাখিয়াছে বেঁধে।
আমার ভাবিয়া আমি বৃথা মরি কেঁদে॥
বুঝে না অবোধ মন প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে নিতান্ত সে জানে॥
সবে তার এক মন এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাঁধা।
হোক্ হোক্ তার হোক্ সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন নিরাশার হাতে॥
যদি না আসিবে সেই বাঁধাপ্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে?
যখন বিরলে সেই বোসে রবে একা।
এই কথা বোলো তারে হলে পরে দেখা॥
বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো নয়॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়ামন ফিরে পেলে বাঁচি॥
বুঝায়ে বলিও তারে অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে মন দেয় ফিরে॥

যৌবন।

সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটিকল্পে নাহি মিলে,
কালকূট কালের কৌতুক॥
জিনিয়া স্যমন্ত মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণী তুলিতে তেজ যায়।
খরতর কর ভরে, হৃদয়-রাজীববরে,
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার॥
আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস তায় মকরন্দ,
টলটল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্লকায়,
রস খায় মন-মধুকর॥
নৃত্য নবরস রঙ্গে, নিত্য নবরসে মজে,
নৃত্য কক্ষে পশিয়া নীরজে।
কভু পরিহাস-লাস্য, হাস্যে বিকশিত আস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে॥
কখন করুণ-রসে, নয়ন নীরদ রসে,
হরিষে বরিষে বারিধারা।
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপহরা যেন ধারা॥
কখন ঘৃণার বশে, বিফল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি।
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি॥
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষ।
ভাল বাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভাল বাসা,
আনন্দের নাহি থাকে শেষ॥
হুতাশে হুতাশ বাড়ে, বিলাপ প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা প্রেমিক-মন ঘেরে।
শ্রান্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভরে অবিরত,
সকল স্বপন সম হেরে॥
পরেতে প্রবোধ লয়ে. প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
অনুরূপ ভাব-পথে ধায়।
প্রণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায়॥
হেরিয়া যৌবন অন্ত, মন সদা দুঃখগ্রস্ত,
নিরন্তর আনন্দবিহীন।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ণ, শতদল শোভাশূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

বৃন্দাবন হরি হরি দ্বারকায় আসি।
সুখের সম্ভোগ ভোগ সিংহাসনবাসী॥
শর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগে সুখদ শয়নে।
ব্রজের মধুর ভাব পড়িয়াছে মনে॥
বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন কোথা কুঞ্জবন॥
কোথা কদম্বের তরু কোথা বংশীবট।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা কালিন্দীর তট॥
কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥
কদম্ব কুসুম অনু তনু অনুরাগে।
পূর্ব্বভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে॥
কেন বা এলেম আমি যমুনার পার।
সম্পদ হইল সব বিপদ আমার॥
পিয়ালী শ্যামলী আদি কাছে কাছে রাখি।
আবা আবা ধবলী ধবলী বোলে ডাকি॥
ধীরি ধীরি ফিরি গিরি গহনের গোঠে।
বেণু-রবে ধেনু সবে পাছু পাছু ছোটে॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা নীচে কুতূহলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥
কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই।
পিয়ালী শ্যামলী আদি দেখিতে না পাই॥
সঙ্কেতে না বাজাতেম মধুর মুরলী।
তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী॥

দিতেম সুখের সহ মুখের অদন।
নাচিয়া খাইত কত নাড়িয়া বদন॥
নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধারা।
এমন ধবলী আমি হইলাম হারা!
ব্রজের রাখাল আমি রাখালের দাস।
কোন কার্য্যে কোন রাজ্যে ভ্রমে করি বাস?
কোথায় প্রাণের ভাই শ্রীদাম সুবল।
ক্ষুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল॥
হারে রে রে রব শুনে হই জ্ঞানহত।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত॥
পরস্পর সখ্যভাব সরস অন্তরে।
দিবা নিশি সুখে ভাসি রস-রত্নাকরে।
ভুলিতে কি পারি কভু ব্রজের রাখালী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥
বিষাদে বিদরে বুক খেদে প্রাণ কাঁদে।
কোথা মম প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী রাধে॥
এখন সে চারুচূড়া নাহি আর মাথে।
সুধামাখা রাধা নাম লেখা আছে যাতে॥
ব্রজে যার প্রেমডোরে সদা হয়ে বাঁধা।
বোয়েছি মস্তকে সুখে শ্রীনন্দের বাধা॥
যার মানে শরীরে মাখিয়া ভস্মরাশি।
হইলাম কাশীবাসী ভিখারী সন্ন্যাসী॥
পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করেছি কোটালী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সুখ অহরহ।
কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ॥
বাজাইয়া বাঁশী হাসি আসি কুঞ্জবনে।
নিত্য-রস-রাসলীলা রস-আলাপনে॥
কোথা রাসময়ী রাধা রসিকা রমণী।
মনসী মহিষী শশী মম শিরোমণি॥
কোথায় বিশাখা বৃন্দা কোথা চন্দ্রাবলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা।

হে নটবর সর হে সর।
ছি ছি কি কর বসন ধর॥
আমি অবলা গোপের বালা।
হলো কি জ্বালা, ছুঁয়ো না কালা॥
করিলে ভারী বিষম জারী।
নয়ন ঠারি বধিছ নারী॥
তুমি হে শঠ দারুণ নট।
কুরব রট রসিক বট॥
কি হাস হাস কি ভাষ ভাষ।
লাজ না বাস ভাব প্রকাশ॥
গোপী-সমাজে ব্রজের মাঝে।
এমন কাজে মরি হে লাজে॥
আসিয়া জলে হৃদয় জলে।
কপাল ফলে কি ফল ফলে॥
চল হে চল লইব জল।
কি ছল ছল কি বল বল॥
আমি হে সতী নব যুবতী।
আয়ান পতি দুর্জ্জন অতি॥
না জানে প্রেম মনের ভ্রম!
ননদী মম সাপিনী সম।
ননদী-ডরে শরীর জরে।
থাকিতে ঘরে পাগল করে॥
সরল নহে স্বভাবে রহে।
কুকথা কহে জীবন দহে॥
আপন বলে কুপথে চলে।
কথার ছলে অসতী বলে॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গ কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ॥
তব বচনে প্রেম রচনে।
গোপিনীগণে হাসিছে মনে॥
মিনতি করি চরণে ধরি।
কি কর হরি সরমে মরি॥

পাপ আয়ানে শুনিলে কাণে।
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে॥
তুমি গোপাল পাল-গোপাল।
প্রণয় আল কেন হে জ্বাল॥
গোকুলে থাক গোধন রাখ।
কি হাঁক হাঁক কেন হে ডাক॥
সুখ আধার প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার কি জান্ তার?
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী।
আমি রমণী প্রমাদ গণি॥
নিদয় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী।
করে উদাসী ছুটিয়া আসি॥

সখীর প্রতি রাধিকা।

নিরুপম অপরূপ নিবিড় নীরদ রূপ,
নিয়ত নিরখি সখি নয়ন-নিকটে গো।
লোকে বলে কালো, আমি বলি ভালো,
করিয়া অন্তর আলো পীরিতি প্রকটে গো॥
সখি সবে যাই জলে, শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে,
কত ছলে কত বলে যমুনারি তটে গো।
শ্যামচাঁদ নবঘন, আমার চাতক মন,
যদি করে বরিষণ তবে সুখ বটে গো।
এ কি জ্বালা আমি বালা, ভাবিলে চিকণ কালা,
কুটীলে কণ্টকমালা বদন-বিকটে গো।
ভয় করি প্রতিক্ষণ, প্রতিকুল পরিজন,
শ্যামের সরল মন ভাঙ্গে পাছে শঠে গো॥
পড়েছি প্রণয়ফাঁদে, দিবানিশি প্রাণ কাঁদে,
না হেরিলে কালাচাঁদে কত জ্বালা ঘটে গো,
মরি কিবা ভঙ্গী বাঁকা, চূড়াতে ময়ুরপাখা,
বাঁশীতে অমৃতমাখা রাধানাম রটে গো।
আমি হে গোপের বধূ, বচনে নাহিক মধু,
রসিক নাগর বঁধূ পাছে সই চটে গো।
ফলে এই অনুপম, পুরুষ পরশ সম,
পরশে হইবে সোনা, বটে কিনা বটে গো।
ভালবাসে সেবা খাবে, যতনে গোপনে রাখে,
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো।
আর কি শ্যামেরি তুলি, তুলিয়া প্রণয় তুলি,
লিখিয়াছি কালোরূপ মম মন-পটে গো॥

মানভঞ্জন।

মাধবী নিশীথকালে, যুবক যুবতী।
উপবনে উপনীত হরষিত অতি॥
পবিত্র গগনক্ষেত্র, শোভা সুবিমল।
সুচারু শশীর কর করে ঝলমল॥
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার।
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভার॥
বনে বনে করিতেছে, বাস-বিতরণ।
রজনীগন্ধের গন্ধে, আমোদিত মন॥
কামিনীর সুবাসে কামিনীমন হরে।
কামিনী কামিনী আশা আপনিই করে॥
উভয়ে উভয় কর, করি প্রসারণ।
হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ॥
ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায়।
রজনী হইল শেষ কথায় কথায়॥
উঠিয়াছে সুখতারা তারার মণ্ডলে।
বিধু করি মৃদুকর, অস্তাচলে চলে॥
পাখীতে প্রভাতী গায় সুললিত রবে।
সে রবে কে রবে স্থির, ব্যাকুলিত সবে॥
প্রিয় কহে, প্রেয়সী কি কব হায় হায়।
এমন সুখের নিশি, বিফলে পোহায়॥
নিশি কিছু হয় নাই, একেবারে শেষ।
এখনো পুরাতে পারি, মনের আবেশ॥
কুলবান্ কহে চল, চারু তরুমূলে।
কুলবতী বলে বসি, কূলবতী কূলে॥
উভয় বিবাদে নাই শালিসী তথায়।
দম্পতী কলহ বাড়ে কথায় কথায়॥
কুলবতী কূলবতী কূলেতে বসিয়া।
রহিল পতির প্রতি, মানিনী হইয়া॥

বসনে বদন ঢাকি, হেঁট হয়ে রয়।
কত সাধে সাধে তারে কথা নাহি কয়॥
কান্তার দারুণ মান কান্তারে আসিয়া।
কাতরে কহিছে কান্ত কথা কও প্রিয়া॥
একান্তে, এ কান্তে কহে পরিহর রোষ।
করে থাকি অপরাধ, ক্ষমা কর দোষ॥
কত কহে কত সাধে নাহি হয় ভঙ্গ।
ক্রমে আরো বাড়িতেছে মানের তরঙ্গ॥
প্রণয়ী প্রণয়ভাবে, নাহি পেয়ে মান।
বিবিধ কৌশলে ছলে ভাঙ্গিতেছে মান॥
দম্পতী দেখিয়া বনে, সম্প্রীতি পাইয়া মনে,
বিহঙ্গ কি রঙ্গরস করে।
শুন শুন শুন ধনি, কেমন সুখের ধ্বনি,
ভাসিতেছে সুমধুর স্বরে॥
মধু পেয়ে মধুফুলে, মধু খেয়ে মন খুলে,
মধুরবে করে এই গান।
মধুর মধুর কাল, মধুর প্রণয় ভাল,
বধুমুখে মধু কর পান॥
বধূ-নিজ বঁধু লও, মধুরসে কথা কও,
বঁধু-মুখে মধু কর পান।
দুই দেহ এক হয়ে, একভাবে ভাবে রয়ে
এক প্রাণে রাখ দুই প্রাণ॥
তোমায় আমায় দেখে, গাছের উপরে থেকে,
সঙ্কেত করিছে কত ছলে॥
"গৃহস্থের খোকা হোক, গৃহস্থের খোকা হোক্
গৃহস্থের খোকা হোক্" বলে॥
মান কর তুমি যত, কাতর হতেছে তত,
তার মনে বিলম্ব না সয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্, গৃহস্থের খোকা হোক্,
গৃহস্থের খোকা হোক্" কয়॥
বসনে বদন ঢাকি, মুদিয়াছ দুই আঁখি,
পাখীর মনেতে তাই ধোঁকা।
মানে হয়ে হেঁটমুখী, তুমি যদি হও খুকী,
কেমনে হইবে তবে খোকা॥

কেমনে পাখীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ,
অনুরোধ রাখ তুমি তার।
বলে পাখী খোকা হোক্ খোকা হোক্ খোকা হোক্,
তুমি তো সে খোকার আধার॥
তুমি লো গৃহিনী হয়ে, গৃহস্থের গৃহে রয়ে
কুল-কল্পে প্রতিকূল ভাব।
কুলবতী নাম লও, কুলে অনুকূল নও,
সমুদয় স্বভাবে অভাব॥
অদূরে উদয় রবি, এখনি উঠিবে ছবি
শশী করে স্বস্থানে প্রয়াণ।
উপবনে উপবাসে, প্রাণ যায় উপবাসে,
প্রেম সুধা না করিলে দান॥
যামিনী থাকিতে হায়, যামিনী বিফলে যায়,
কামিনী কোমল কেবা কহে
নিদয় হৃদয় যার, কোমলতা কোথা তার,
বিপুল বিষাদে বপু দহে॥
অতি কান্ত কান্ত কাল, তুমি ভাব কান্ত কাল,
কি করি কপাল ভাল নহে।
নিশাকান্ত কান্ত কর, কান্ত সুত হানে শর,
পুরুষের প্রাণে এ কি সহে॥
একান্ত কি মনে লয়, একান্ত তোমার নয়,
ভাব যদি কি করিব আমি।
প্রাণকান্তে প্রাণকান্তে, ত্যজিছ মনের ভ্রান্তে,
আমি যাই ধর ধর স্বামী॥
দেখিয়া আমার দুখ, কারো মনে নাহি সুখ,
বনচর অসুখী সবাই।
ব্যাকুল হইয়া অতি, বায়ু করে মৃদুগতি,
খেদ ছলে রব সাঁই সাঁই॥
আমার নয়নতারা, তারাকান্না ফেলে ধারা,
হেরি যত গগনের তারা।
আর না প্রকাশে জ্যোতি, লয়ে প্রিয় তারাপতি,
একে একে লুকাইল তারা।
দেখিয়া তোমার মান, ক্রোধে হয়ে কম্পমান,
এলো থেলো কেতকীর পাত।

বুকের বসন হরি, বদন বিকট করি,
বিস্তার করিছে নিজ দাঁত ॥
গুণ গুণ করে অলি, সে গুণের গুণবলি
কহিতেছে করি গুণ গুণ।
মধুগুণে হর দুখ, প্রকাশিয়া পদ্মমুখ,
গুণবতি ধর নিজ গুণ ॥
অথবা এ মধুকর, শুনিয়া তোমার স্বর,
মধুরব শুনিতে বাসনা।
সঙ্গে করি মধুকরী, গুণ গুণ গান করি,
করিছে তোমার উপাসনা ॥
কোকিল কোকিলা যত, সকলেই সুখহত,
ছট্‌ফট্‌ কোরে সব মরে।
তোমায় মানিনী দেখে, মনোদুখে থেকে থেকে,
কুহু ছলে উহু উহু করে ॥
লোকে কহে কলরব, করিতেছে কলরব,
কলরব কলরব ভান।
কুহু কুহু কুহু নয়, উহু উহু মুখে কয়,
হুহু করে কোকিলের প্রাণ ॥
পিকবর করে কুহু, প্রথমে কু শেষেতে হু,
কি কু কি হু সু কিছুই নয়।
এই হেতু প্রাণধনি, শিখিতে তোমার ধ্বনি,
তার মনে আশা অতিশয় ॥
স্বভাবে ভাবিয়া ভাষা, এখনি পূরাও আশা
সুখী হোক্ ভ্রমর কোকিল।
শুনিয়া মধুর ভাষ, দেখিয়া মধুর হাস,
প্রেমরসে জুড়াক অখিল ॥
শ্যামায় ছাড়িছে সিটি, ভাব কি বুঝেছ সি টি
পিটিমিটী কত কথা কয়।
শুনিতে তোমার বোল, চেঁচায়ে করিছে গোল
না শুনিলে ছাড়িবার নয় ॥
তার পাশে বুলবুল্‌, করিতেছে চুলবুল্‌
ডালে বোসে যায় লুটালুটি।
ডাক পাড়ে হাঁক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝুটি নাড়ে
করে কত মাথা-কুটাকুটী।
পাপিয়া খাঁপিয়া পড়ে, কাঁপিয়া শরীর নড়ে,
হাঁপিয়া হাঁপিয়া ছাড়ে ডাক্।
'প্রিয় কই প্রিয় কহ', কহে শুধু 'প্রিয় কহ',
মুখে তার নাহি আর বাক্ ॥
এ সব পাখীর হয়ে, এক পাখী কথা কয়ে,
হয়েছে তোমার উমেদার।
মরি মরি কিবা রঙ্গী, দেখ তার ভাব-ভঙ্গী
প্রকাশিয়া নয়নের দ্বার ॥
শ্রবণে তাহার রব, মহীতে মোহিত সব,
আমার নয়নে শতধার।
পাখী 'বউ কথা কও' কহে 'বউ কথা কও'?
'বউ কথা কও' একবার ॥
বলে 'বউ কথা কও', কাঁদে 'বউ কথা কও',
'ওলো বউ কথা কও' মুখে।
নারীর কি এই কর্ম্ম, নাহি দয়া নাহি ধর্ম্ম,
পাষাণ বেঁধেছ বুঝি বুকে ॥
বারে বারে 'বউ কথা', কহে 'বউ কও কথা',
বউ, কথা তবু নাহি কও।
কে বলে তোমায় শীলা, আমার কপালে শিলা
শিলা বটে, শীলা কভু নও ॥
মানময়ি, ওলো প্রিয়া, মান নিয়া গৃহে গিয়া,
বাস কর হরষিত মনে।
দুখে ভাসি আঁখি জলে বসে এই শাখিতলে,
পাখী সহ থাকি আমি বনে ॥
দারুণ মানের ভরে, নেত্র-নীল ইন্দীবরে,
অরুণের করেছ অধীন।
কর্ম্ম এ কি মিত্রতার, মিত্র নহে, মিত্র তার,
কুমুদের শত্রু চিরদিন ॥
শীতল শীতল করে, যাহারে শীতল করে,
তারে কর অনলে পূরিত।
কেমন মানের ভাব, শত্রু সহ মিত্রভাব,
সমুদয় দেখি বিপরীত ॥
নয়ন-মুকুন্দ পরে, রাগ-রবি কোপ ধরে,
খরতর করযোগে দহে।

তাই পাখী 'চোখ গেল', 'চোক গেল চোক গেল,
'চোক গেল' 'চোক গেল' কহে ॥
কাতরে কহিছে পাখী, বিনোদী বাঁচাও আঁখি,
'চোক্ গেল' 'চোক্ গেল' তোর।
মানে এক খেলা খেলে, চোকের মাথাটী খেলে,
দশা দেখে বুক্ ফাটে মোর ॥
এত মান মলো মলো,ওলো ওলো চোক খোলো
তোলো তোলো কমল-বদন।
নিকটে দাঁড়িয়ে নাথ, ধর ধর ধর হাত,
কর তার দুঃখনিবারণ ॥

'চোক গেল' 'চোক গেল' চোক গেল' কয়।
এ রব শুনিয়া পুন পাখী সমুদয় ।
একে একে হেসে কয় প্রিয় সম্ভাষণে।
কি হোল কি লো,ছি, লো, ছি লো, এত ছিল মনে?
শারী-মুখে মুখ দিয়া শুক করে গান।
মানিনী কামিনী তোর কত দূর মান ॥
করি মান পরিমাণ না রাখিলে তার।
মানে, হরি মান, মান, রাখ আপনার ॥
অতিশয় ভাল নয় শুন শুন সতি।
অতীত করিছ কাল পতিত কি পতি?
শারী কয়, নারী নয়, ও যে, নিশাচরী।
নরে কেন দুঃখ দেবে যদি হবে নারী ॥
এ কথা শুনিয়া পাখী "দেশের কি হলো ॥"
কাতর হইয়া কহে "দেশের কি হলো।"
রমণী রমণ ছাড়ে, গোলো মোলো মোলো।
"দেশের কি হোল' হায়! 'দেশের কি হোল' ॥
পুনরায় ডেকে কয় 'বউ কথা কও।'
বার বার এইবার, 'বউ কথা কও।'
'বউ কথা" রবে বউ কথা নাহি কোলো।
"দেশের কি হলো" কয় "দেশের কি হলো ॥"
"গৃহস্থের খোকা হোক্" স্থির নাহি রয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্" পুনঃ পুনঃ কয় ॥
মানিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলো।
"দেশের কি হলো" কয় "দেশের কি হলো ॥"
কঠোরতা দেখে তব কোটরে ঢুকিয়া।
পেঁচায় চেঁচায় কত গালাগালি দিয়া ॥
কাকা কাকা কাকা ভাব ভাবিতেছে কাকে।
এ ভাবের আভাস কহিব আমি কাকে ॥
কাকা কয় কতক্ষণ দিবে আর ফাঁকি!
কাকা কাকা মার কাকা কথা কও কাকি ॥
আমায় ছলেতে কাকা, কাকা কাকা বলে।
তোমায় বলিছে কাকী, কাকী রব ছলে ॥
বকাবকি করিতেছে যত বকা-বকী।
বকী বলে বকা বৃথা বকা বলে বকি ॥
বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে।
বকা-বকী, বকাবকি, করিতেছে জোরে ॥
আমি যত বকি, বকা, বলে মিছে বকা।
ওলো বকী হলে এ কি সখী ছাড়ে সখা ॥
হায় হায় প্রাণ যায় কি কহিব প্রিয়া।
ধার্ম্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়া ॥
তথাচ নিদয়া তুমি ওলো প্রাণসখি!
খেদে তাই বকাবকী করে বকাবকি ॥
মানেতে তোমায় প্রাণ দেখিয়া নীরব।
কুঁকুড়ায়, কুকু ছলে করিছে 'কু' রব ॥
চিঁচিঁ চিঁচি চুঁচি চুঁচি চড়া চড়ী বলে।
প্রেমরস শিক্ষা দেয়, চড়াচড়ি ছলে ॥
চড়া বলে, চড়া চড়া চড় বলে চড়ী।
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়া চড়ী ॥
নদীর এ পারে চকা, ও পারেতে চকী।
চকা বলে পারে এসো, চকি প্রাণসখি ॥
নর নারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠাঁই।
এসো এসো, দম্পতীরে, মিলন শিখাই ॥
চকী বলে আমাদের বিধাতা বিমুখ।
কখনই নাহি জানি রজনীর সুখ ॥
এমন সুখের নিশি পেয়ে ভাগ্যফলে।
যে রমণী মান করে কাটায় বিফলে ॥

তার মুখ-পানে আমি চাব না চাব না।
তাহার নিকটে আমি যাব না যাব না॥
কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ॥
কাহারো স্বভাব দেখি কাহারো ভেঙ্গানী।
মান ভাঙ্গিবারে করে, সবাই ... ন।।
অপরূপ! এতরূপে না ভাঙ্গিল মান
জানিলাম প্রাণ তব হৃদয় পাষাণ॥
এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি।
কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি॥
এত সাধা এত কাঁদা বিফল হইল।
বৃথায় সাধনা করি সাধ না পূরিল॥
মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ।
অমৃতে উঠিল বিষ কিসে বাঁচে প্রাণ॥
অকারণ মিছা এক অভিমান লয়ে
সুখরসে ভঙ্গ দিলে রসবতী হয়ে।
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্ল-মধুভরে।
বঞ্চিত করিছ কেন ক্ষুধিত ভ্রমরে।
কখনো দেখিনি তব এমন প্রকৃতি।
পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্রকৃতি॥
আমায় সুকৃতিহীন ভাবিয়া অকৃতি।
প্রকৃতি প্রকৃতি তাই করেছে বিকৃতি॥
প্রকৃতি বিকৃতি করি ঢেকেছ আকৃতি।
তোমার প্রকৃতি দেখে হাসিছে প্রকৃতি॥
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ।
স্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ॥
চরাচরে চরে যত ভূচর খেচর।
তরু, ফুল, ফল আদি বস্তু বহুতর॥
বনে বসে যত দেখি অচল সচল।
সবাই আমার লাগি হয়েছে চঞ্চল॥
মানভরে, প্রাণ তব, ফিরেছে স্বভাব।
তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব॥
বেশ করি, বেশ করি, দ্বেষ করি শেষ।
বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে কেশ॥

কি হার দিলায় গেঁথে বিহার-কারণ।
নীহার সে হার পরে করে আরোহণ॥
হেলে হেলে হেলেহার করেছিল শোভা।
কি কব তাহার দ্যুতি মুনি-মনোলোভা॥
চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে কিবা তার ছটা।
কোথা নাগকেশর বেশর চারু ঘটা॥
বিনোদ বেশর চারু নাসিকায় দোলে।
চকোর শোভিত যেন পূর্ণশশী কোলে॥
অপরূপ বালা বালা ধরেছিলে করে।
হীরকের বাজু পোরেছিলে তার পরে॥
সহজে কনককান্তি কমনীয় কর।
হয়েছিল সার ভাতি অতি মনোহর॥
উষসীসময়ে যেন হরিৎ আকাশে।
আধখানি চাঁদখানি তাহাতে প্রকাশে।
দোথরি মুকুতা-হার পোরেছিলে ভালে।
পেলেম কতই সুখ দরশনকালে॥
নয়নে নিরখি শোভা জুড়ালো হৃদয়।
চাঁদ-বেড়া তারা যেন ভূতলে উদয়॥
মরি সে মনের দুখে হরিষে বিষাদ।
প্রেম দে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ॥
খোঁপায় বিরাজে চাঁপা কোথা সেই কেশ।
কোথা সেই ভাবভঙ্গী কোথা সেই বেশ।
কোথা সে ফুলের মালা কোথা সেই হেলে।
নিকট দেখিয়া উষা ভুষা দিলে ফেলে॥
কোথায় মধুর হাসি কোথা সেই ভাষা।
এখন কোথায় গেল সেই ভালবাসা॥
কোথায় সে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন।
এখন লুকালে কোথা নলিন-নয়ন॥
কোথা সে সুধার খনি বিমল-বদন।
মদন যাহাতে এসে করেছে সদন॥
এখন কি আমি আর সেই আমি আছি।
রসালাপ দূরে থাকু কথা কোলে বাঁচি॥
দ্বিজরাজে দয়া কর দ্বিজরাজমুখী।
একবার মুখ তুলে কর প্রাণ সুখী॥

না কও না কও কথা তাহে নাহি খেদ।
লোকেতে না জানে যেন ঘটেছে বিচ্ছেদ ॥
দিলে ব্যথা খাও মাথা এই কথা রাখ।
প্রাণপ্রিয়া গৃহে গিয়া মান নিয়া থাক ॥
অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি।
এখন এখানে আর থাকা নয় বিধি ॥
বাড়ায়ে মানের মান বাসে গিয়া রহ।
আমি করি বনবাস বনবাসী সহ ॥
প্রভাতে করিতে স্নান কুলবতী কূলে।
এখনি আসিবে এই কুলবতো কূলে ॥
সুরতরঙ্গিনী তীরে তোমারে দেখিয়া।
সুরত-রঙ্গিণী সব উঠিবে হাসিয়া ॥
আমিও পাইব লাজ তুমি পাবে লাজ।
অতএব মানের মাথায় হানো বাজ ॥
পতির বচনে সতী না করে উত্তর।
অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর ॥
মজিয়া দুর্জ্জয় মানে না মানে প্রবোধ।
নিশি হয় অবসান কিছু নাই বোধ ॥
নীল অম্বরেতে ধনী ঢেকেছে বদন।
তাহার ভিতরে আছে মুদিয়া নয়ন ॥
লোচন মোচন করি আর নাহি চায়।
নিশা কৃশা দিবাগম দেখিতে না পায় ॥
কিরূপে ভাঙ্গিব মান ভবিছে নাগর।
আধার অপেক্ষা হলো আধেয় ডাগর ॥
পুন কয় সরসে রসিক রসময়।
রসিকা এমন কেন হলে অসময় ॥
প্রেমিকে পণ্ডিতে তুমি কর অবিচার।
খণ্ডিতে না পারি মান খণ্ডিতে তোমার ॥
এখনি খণ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে।
তোমার মানের মান খণ্ডে প্রাণ পাছে ॥
যে হয় উচিত মনে সুবিহিত কর।
নিজে রেখ নিজ মান মান পরিহর ॥
মানিনি জানিনি এ মান কিসে।
আমারে দহিছ বিরহ-বিষে ॥

ইহার উপায় বল কি করি।
সমুখে থাকিয়া বিরহে মরি ॥
প্রণয় কারণে কাননে আসা।
এসে না পূরিল মনের আশা ॥
পুলকে তোমাকে রাখিয়া বুকে।
অধর-অমৃত খাইব সুখে ॥
বসন কষণ তোমার মুখে।
যামিনী যাপন দারুণ দুখে ॥
ভূতলে পোড়েছ কনকলতা।
কাতর দেখিয়া না কহ কথা ॥
বলনা ললনা ছলনা ছেড়ে।
মধুর কলনা কে নিলে কেড়ে ॥
এ ভাব দেখিয়া সকলে হাসে।
আভাসে কুভাষ সুভাষ ভাষে।
বিফল হইবে কহিব যত।
কত বা দহিব সহিব কত ॥
এ ভাবে কতই রবে নীরবে।
শুনলো শুনলো কি কহে সবে ॥
সকলে গরবী, তোমার মানে।
তাদের গরব সহে না প্রাণে ॥
গরবিনী নিজ গরব ধর।
বিপক্ষ গরব বিনাশ কর ॥
তথাচ মানিনী রহিল মানে।
মানের নিষেধ মানে না মানে ॥
রসের সাগর নাগর পরে।
ললনা ছলিতে ছলনা করে ॥
"মানময়ি, তোলো মুখ" কহিছে খঞ্জন।
"দেখিব কেমন তোর নয়ন-রঞ্জন ॥
এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন।
কালো কোরে রাখিয়াছে মাখিয়া অঞ্জন ॥"
খঞ্জন হইয়া পাখী এত বল ধরে।
দুষিয়া তোমার আঁখি অহঙ্কার করে ॥
একবার খোলো প্রাণ রঞ্জন নয়ন।
খঞ্জন গঞ্জন পেয়ে করুক্ গমন।

কুরঙ্গের কুরঙ্গ দেখিয়া হাসি পায়।
তোমার কেমন আঁখি দেখিতে সে চায়॥
মান রঙ্গে কুরঙ্গিনী তোমায় সে বলে।
কি কব দুঃখের কথা শুনে প্রাণ জ্বলে॥
দূষিয়া তোমার আঁখি হয়ে অভিমানী।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ-করি বলে কুরঙ্গিণী॥
আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ কর সুরঙ্গে সংহার॥
বুক্ ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে।
ডাক্ ছেড়ে দুষিতেছে তোমার শ্রবণে॥
কাণ পেতে কথা শুনে দেখাইয়া কাণ।
তার কাণ্ কেটে নিয়া ভাঙ্গ অভিমান॥
আর এক পাখী এসে নেড়ে নেড়ে ঠোঁট।
তোমার নাসার প্রতি করিতেছে চোট॥
বারবার ভাষিতেছে বিষম কুভাষা
কহিছে কাপড় খোলো দেখি তোর নাসা॥
পাখা ঝেড়ে গলা ছেড়ে বলে থেকে থেকে।
নাসা যদি খাসা হবে কেন বাখ ঢেকে ?
ঠোঁট নাক কাটো তার দেখাইয়া নাক।
নাকে খৎ দিয়া পাখী দূর হয়ে যাক্॥
নিকটে আসিয়া কত নাচিয়া চামরী।
"কেমন তোমার কেশ দেখাও সুন্দরি"॥
তার রবে ঘন দিয়া ঘন ঘন সায়।
গর্জ্জন করিছে কত চড়িয়া মাথায়॥
ঘোরতর নাদে বলে, দেখাও চিকুর।
চিকুর দেখাও বোলে হানিছে চিকুর॥
হায় হায় কব কায় আ মরি আ মরি।
চুলের গৌরব করে পাপিনী চামরী॥
বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই।
ত্রিভুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই॥
জিনি রতি রূপবতী আমার ঘরণী।
লম্বিত চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী॥
এখন করিছে ঘন ঘন ঘন নাদ।
এখনি হইবে তার হরিবে বিষাদ॥

দেখিলে তোমায় কেশ দর্প যাবে সব।
ডাক ছেড়ে কেঁদে শেষ হইবে নীরব॥
মাথা খুলে হাত দেও চাঁচর চিকুরে।
যাক্ যাক্ জলদের জাঁক যাক্ দূরে॥
তোমার মধুর হাসি দেখিবে বলিয়া।
চঞ্চলা কাঁপিয়া উঠে চঞ্চলা হইয়া॥
ভামিনি কামিনি মম হৃদয়-আগারে।
হাসিয়া সুধার হাসি দাসী কর তারে॥
ডালিম জিনিতে কুচ, অভিমান করে।
অহঙ্কারে দেখ প্রাণ ফেটে ওই মরে॥
তার সহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল।
শিহরে শিহরে উঠে কদম্বের ফুল॥
একবার কুচযুগ দেখাইয়া প্রাণ।
নাশ কর উভয়ের ঘোর অভিমান॥
উভয় মিলন করি এই কথা কয়।
"ওলো ধনি দেখাও দেখাও স্তনদ্বয়।
দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণ যাক্ মরে।
কদম্বের শোভা হের ঝুরি যাক্ ঝোরে"॥
তব ক্ষীণ কটির গরিমা লয়ে হরি
কোটি করী অদূরে দাঁড়ায়ে আছে হরি॥
হরি লও হরি-দর্প কটি দেখাইয়া।
জপুক্ সে হরি হরি বিবরে ঢুকিয়া।
ভয়ানক যত পশু এই বনে আছে।
করিয়া রূপের দ্বেষ দ্বেষ ছাড়িয়াছে॥
হায় হায় হাসি পায় কব আর কারে।
হরি কাছ করী নাচে গতি জিনিবারে॥
কহিছে কয়াল ভাষে মরাল আসিয়া।
ওলো সতি কর গতি হাসিয়া হাসিয়া॥
গমনের গরিম হারাবে তুমি জানি।
কেমন চলিতে জান দেখিব এখনি॥
তাই বলি হেমলতা হাঁটো একবার।
হাঁস হাঁসী দাস দাসী হইবে তোমার॥
পুন আর লোকালয়ে আসিবে না প্রিয়া।
পলাইবে হস্তী মূর্খ শুঁড় গুড়াইয়া॥

যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলী দেখিয়া।
কটু গন্ধ সার করে নীরস হইয়া॥
চোপা করে সেই চাঁপা করে অহঙ্কার।
অঙ্গুলীর শোভা প্রাণ হরিবে তোমার॥
হর তার অহঙ্কার আঙ্গুল নাড়িয়া।
মরুক্ ঝরুক্ দল পড়ুক খসিয়া॥
রম্ভাতরু উরু-শোভা হরিবারে চায়।
আপনার গুরুভাব ভাবেতে জানায়॥
একবার সুনয়নে চাহ মুখ তুলে।
হর তার গুরুবেশ উরুদেশ খুলে॥
খোলা উরু দেখে তার সার হবে খোলা।
বাসনা রহিবে তার বাসনায় তোলা॥
দেখে তব মুখরূপ অমল কমল।
কমলে লুকায়েছিল সকল কমল।
এতদিন ওঠেনিকো ফোটেনিকো মুখ।
কাঁটা সার করেছিল পেয়ে ঘোর দুখ॥
তোমার বদন আজ দেখিয়া গোপন।
জল ফুঁড়ে বল করি তুলিছে লপন॥
মুখ তোলে মুখ তোলোমুখ তোলো বলে।
আপন গৌরব করে সৌরভের ছলে॥
কেন লো হারাও মান মোজে ছার মানে।
কমলের অহঙ্কার নাহি সহে প্রাণে॥
তোলো তোলো ২ মুখ খোলো খোলো বাস।
কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস॥
নলিনী মলিনী হয়ে আর না ফুটিবে।
নিশাযোগে কৃশা হয়ে মুখ লুকাইবে॥
বাড়তেছে প্রাণ তব অধর অধর।
ফাটিতেছে বিম্ব ফল রাগে করি ভর॥
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি।
রাগে রাগে গোলে খসে মরিবে অমনি॥
প্রাণেশ্বরি পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান।
অপমান হয়ে কেন কর অপমান॥
মনের কুভাব যত অভাব করিয়া।
এখন প্রকাশ কর স্বভাব ধরিয়া॥

শিষ্টজনে তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে।
দুষ্টজনে কষ্ট দেহ বিহিত শাসনে॥
এখানেতে অনুগত যত আছে বনে।
সন্তোষ প্রদান কর সকলের মনে॥
এই বনে হয় যারা তোমায় বিরূপ।
তাদের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ॥
দেখাইয়া শরীরের বাহ্য অবয়ব।
একে একে বিপক্ষেরে কর পরাভব॥
ভাবিতে তোমার মান শুনিতে বচন।
সুনীতে রয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ॥
অমৃত-পূরিত ভাষ করিয়া ঘোষণা।
বচনে পূরাও প্রাণ তাদের বাসনা॥
যে জন যে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার।
সেরূপ করিয়া তার কর উপকার॥
কৌশল করিল ভাল রমণীরমণ।
গোপনে গলিয়া গেল, রমণীর মন॥

পতির সুভাবে, সতী মনে হাসে,
ভাব না প্রকাশে মুখে।
ভাবিয়া নাগরে, প্রণয়-সাগরে,
ভাসিছে অশেষ সুখে॥
আপনা আপনি, কহিছে কামিনী,
সুখের ভাগিনী আমি।
কপালেরি ফলে, এসে ধরাতলে,
পেয়েছি এমন স্বামী॥
এ ভাব স্মরণে, নাথের চরণে,
বিনা মূলে দাসী হব।
সুধারব শুনে, গুণের এ গুণে,
চিরকাল বাঁধা রব॥
ভাবিক প্রেমিক, সুরসে রসিক,
চতুর সুজন বটে।
করিলে যতন, এমন রতন,
আর কি কাহারে ঘটে?
এরূপ আধারে, শোভার আগারে,
পড়িবে যাহার আঁখি।

জীবন যৌবন, করি সমাপন,
আমারে সে দিবে ফাঁকি॥
গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি নয়,
গোপনে গহনে থাকি।
বিপক্ষে দূষিব, প্রণয়ে তুষিব,
পুষিব প্রেমিক-পাখী॥
রূপের রঞ্জন, করিয়া অঞ্জন,
নিয়ত নয়নে মাখি।
হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া,
ভিতরে লুকায়ে রাখি॥
মনে মনে কয়, ওহে রসময়,
থাক থাক চুপে চুপে।
আমারে ছাড়িয়া, কর্পূর হইয়া,
বঁধু হে, যেয়ো না উপে॥
রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান,
স্থির নহি কোনরূপে।
ভাবেতে ভজেছি, রসেতে মজেছি,
ডুবেছি পীরিতি-কূপে॥
করি জাগরণ, যামিনী-যাপন,
কাতর হয়েছ ঘুমে।
স্বভাবে অমল, শ্রীপদ-কমল,
ও পদ রেখ না ভূমে॥
পেতেছি হৃদয়, হইয়া সদয়,
বসো হে তাহার পরে।
লয়েছি শরণ, চালাও চরণ,
যেমন বাসনা ধরে॥
পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রসিক,
কি কর অধিক মুখে।
হইয়া বণিক, চরণ-মাণিক,
খানিক রাখহ বুকে॥
তুমি মহাজন, প্রেম-মহাজন,
সুজন সুধীর বট।
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া,
লাভে কেন প্রাণ হট॥

শরীর আমার, বিভব তোমা
যৌবন সঁপেছি হাতে।
বুঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপা
লাভ হয় ভাল যাতে॥
তুমি প্রাণপতি, আমি কুলবত
সহজে অবলা নারী।
বাঁচি যত দিন, প্রাণ তব খ
আমি কি সুধিতে পারি॥
তোমারে চিনেছি, ত্রিলোক জিনেছি
আপনা কিনেছি আমি।
কোথাও যাব না, কোথাও পাব ন
তোমার সমান স্বামী॥
তুমি প্রাণধন, মাথার ভূষ
হয়ে কেন পায় ধর?
এ কি দেখি সাধ, তুমি কেন সা
অপরাধ ক্ষমা কর॥
ওহে গুণরাশি, চরণের দাসী
চিরদিন আছি বাঁধা।
বলিবে যেরূপ, করিব সেরূ
সাধ কোরে কেন সাধা॥
শয়নে স্বপনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষ
তোমারি ভজনা করি।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি ধন প্রা
তোমারি ধারণা ধরি॥
তোমা বিনা আর, কে আছে আমা
আর কার আমি হব?
আমা বিনা আর, এরূপ প্রকার
শত শত আছে তব॥
ওহে রসময়, ত্যজিয়া আমা
শত শত পাবে নারী।
সেরূপ প্রকারে, সখা হে তোমারে
আমি কি ত্যজিতে পারি?
বঁধু তোমা বই, আমি কারো নই
কেনা আমি কে না জানে

বিধি-বিধিমতে, সতী পূজে সতে,
সুখ দুখ নাহি মানে ॥

বিশেষ কি কব, জান তুমি সব,
জগতে যে নারী সতী।

পতি বিনা তার, গতি নাই আর,
যেমন কামের রতি ॥

দক্ষের তনয়া, অম্বিকা অভয়া,
প্রধানা-প্রকৃতি সতী।

শিব শিবকয়, হর দুখহর,
পশুপতি যাঁর পতি ॥

সেই মহামায়া, মহাদেব-জায়া,
জীবনে না করি স্নেহ।

পতি-নিন্দা শুনে, জলে কোপাগুনে,
ত্যজিলেন নিজ দেহ ॥

এক সুধাকর, অতি মনোহর,
শোভা করে নভোপরে।

সুধার আধার, ভবের আঁধার,
নাশ করে চারু করে ॥

চকোরীর মত, কত শত শত,
নিয়ত ভজিছে তাঁরে।

বিনা এক চাঁদ, চকোরীর সাধ,
আর কে পূরাতে পারে ?

তাই প্রাণনাথ, ধরি দুটী হাত,
প্রণিপাত করি পদে।

অধীনী বলিয়া, করুণা করিয়া,
আমারে রাখ হে পদে ॥

আমি হই সতী, তুমি হও পতি,
তোমা বিনা গতি নাই।

কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে,
সদা মনে ভাবি তাই ॥

সুরসিক-বর, দেহ দেহ বর,
এই অভিলাষ করি।

তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া,
আমি যেন আগে মরি ॥

আমার অভাবে, স্বরূপ স্বভাবে,
মিশাইয়া পাঁচ পাঁচে।

তব উপকারে, হিত ব্যবহারে,
থাকে যেন তারা কাছে ॥

যেই জলে প্রাণ, তুমি কর স্নান,
সেই জলে মিশিবে জল।

এই মনে আশ, যথা কর বাস,
স্থল পাবে তথা স্থল ॥

বাতাসে বাতাস, হইয়া প্রকাশ,
লাগে যেন তব গায়।

রূপের যে ভাগ, করি অনুরাগ,
আঁখি-পথে যেন ধায় ॥

গগনে গগন, হইয়া মগন,
চারি দিক্ রবে ছেয়ে।

চালিয়া চরণ, করিবে গমন,
সতত দেখিবে চেয়ে ॥

তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া।
না পারে রাখিতে ভাব গোপন করিয়া ॥
হরিয়া মানের মান অপমান করে।
রাখিতে পতির মান চারুভাব ধরে ॥
ধীরে ধীরে পাশ ফিরে উঠিয়া বসিল।
ক্রমে ক্রমে বদনের বসন খুলিল ॥
ভাবুকের মনে তায় ভাব এই স্থির।
ঘন হতে শশী যেন হতেছে বাহির ॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে করে বিলোকন।
পূর্ণ নহে প্রকটিত নলিনী-নয়ন ॥
নয়নের ভাব দেখে বোধ হয় হেন।
অর্দ্ধ-ফোটা পদ্মফুল দুলিতেছে যেন ॥
সমুদয় মুখখানি হইলে প্রকাশ।
হলো তায় অপরূপ রূপের বিভাস ॥
তরুণী এরূপ ভাব ধরিল তরুণ।
ঘনাচ্ছন্ন প্রাতে যেন উদয় অরুণ ॥
মুখচাঁদে বিন্দু বিন্দু ঘামবারি ক্ষরে।
যেন বিধু মৃদু মৃদু সুধাবৃষ্টি করে ॥

অধরেতে মৃদু হাসি কিবে শোভা তায়।
সিঁদুরে-মেঘেতে যেন তড়িত খেলায়॥
কপোলের কনকীয় কমনীয় ভাস।
নিরখিয়া গোলাপের হলো সর্ব্বনাশ॥
গোলাপ বিলাপ করি, ভেবে ভেবে মনে।
কাঠ হয়ে কাঁটা নিয়ে বাস করে বনে॥
স্মেরমুখী সুমধুর হাসিতে হাসিতে।
মধুর বিনয়-ভাব ভাবিতে ভাবিতে॥
নীলবাস গলে দিয়া পোড়ে বরাসনে।
প্রণয়িনী প্রণমিল পতির চরণে॥
দেখিয়া সুরূপ গুণ শুনিয়া সুরব।
যেন শব শত্রু সব মানে পরাভব।
অনুকূল যারা তারা ভাবেতেই সুখী।
কেবল পেচক বেটা ঘোরতর দুখী॥
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি সম্ভাষণ।
প্রকাশ করিছে সব মনের বচন॥
শ্রুতিমূলে তার তার এমনি মধুর।
সুধা-মাখা বচনেতে ক্ষুধা হয় দূর॥
শিখিতে না পেরে পিক, মধুর সে রব।
বরষায় থাকে দুখে হইয়া নীরব॥
হয় নি অলির গলা সেরূপ মধুর।
অদ্যাপিও ভোঁ ভোঁ কোরে সাধিতেছে সুর॥
ভামায় কি দিবে সিটি সিটি তার স্বরে।
না শিখিয়া মিছামিছি কিচিমিচি করে॥
মানিনী ত্যজিয়া মান হেসে কথা কয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্" শুনে সুখী হয়॥
তদবধি তার মুখে, কিছু নাই আর।
"গৃহস্থের খোকা হক" এই রব সার॥
হইয়া বণিক, "চোক গেল" বলে থেকে থেকে।
পানিক্ক্ গেল রূপ দেখে দেখে॥
তুমি মহাজন, না করে প্রয়োগ।
সুজন সুধীর বট। ... এহ যোগ॥
ব্যাপারী হইয়া, হা...থাকে।
লাভে কেন প্রাণ হট ...য় আঁখে॥

যুবকে বলিয়া কাকা মান ভাঙ্গিবারে।
অদ্যাবধি কাকা রব ভুলিতে না পারে॥
ছলেতে ভাঙ্গিতে মান বউ কথা কও।
ডালে বসে বলেছিল বউ কথা কও॥
শুনিয়া মধুর কথা মধু-রস পেয়ে।
"বউ কথা কও" এই গীত দিলে গেয়ে॥
তদবধি পেলে নাম "বউ-কথা-কও"।
অদ্যাবধি বলে তাই "বউ কথা কও"॥
বকা বকী করেছিল বকাবকি সার।
"বকা বকী" নাম তাই হইল প্রচার॥
মানিনীর মানেতে মিলন ভাব ধোরে।
"চড়াচড়ী" পেলে নাম চড়াচড়ি কোরে
নাগরের কোলে বোলে রসিকা নাগরী
বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহা মরি মরি॥
ছিলেম বাড়াতে মান মিছে মান নিয়া।
বাড়িল তোমার মান সে মান ভাঙ্গিয়া॥
ছলেছি বলেছি কত কথায় জলেছি।
অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি॥
চঞ্চল হয়েছে আঁখি তোমায় না হেরে।
মনেতে কেঁদেছি শুধু ফুটিতে না পেরে॥
তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর।
আমার কে আছে আর তোমার উপর॥
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই।
মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই॥
তোমার সুখেতে সুখ দুখে দুখ পাই।
তোমা ছাড়া দুখিনীর কেহ আর নাই॥
তুমি হে বাড়াও মান তাই মান করি।
রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি॥
প্রাণ তব গুপ্তভাব জানিব বলিয়া।
ছিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া॥
জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি।
চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী॥
ভাবের ভাণ্ডার তুমি প্রধান প্রেমেশ।
চতুরের চূড়ামণি রসিকের শেষ॥

দোষ যদি করে থাকি ছার অভিমানে।
করুণা-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে॥
ছাড় ছাড় ছাড় রোষ কর পরিতোষ।
নিজ গুণে ক্ষমা কর সমুদয় দোষ॥
বেশ করি বেশ করি দেহ পুনর্ব্বার।
খোঁপায় চাঁপার কলি পরাও আমার॥
যেরূপ মনের ভাব বনের ভিতর।
সেইরূপ নাট কর নব নটবর॥
সাজিব তোমার সাজে কি করে হে লাজে।
আপনি সাজায়ে দেও যেখানে যা সাজে॥
তোমার মনের সাধে সাজাও আমারে।
তোমার সাজাব শুধু প্রেম-হেমহারে॥
অপমান অঙ্গের পরালে অলঙ্কার।
উপমেয় কিছু নাই রূপের তোমার॥
যে দেহে ফুলের ভার সহনীয় নয়।
রতনের আভরণ সে দেহে কি সয়?
ক্ষণকাল প্রাণনাথ স্থির হও হও।
আমার নয়ন-পথে স্থিরভাবে রও॥
কিছুকাল তোমারে হে হৃদয়ে ধরিয়া।
দেখি আজ নয়নের নিমেষ হরিয়া॥
কোনখানে যেয়ো না হে আমায় ছাড়িয়া।
যদি যাও লও তবে সঙ্গিনী করিয়া॥
এই অভিলাষ নাথ আমার অন্তরে।
বাস কর অধীনীর নয়ন-নগরে॥
যথা যাবে তথা যাব ওহে রসরায়।
দাসী হয়ে মেগে মেগে খাওয়াব তোমায়॥
পান-খয়েরের প্রায় তোমার আমায়।
উভয় একত্র যোগ কত ভোগ তায়॥
কোটি ভাগে কুটিকুটি যদি করে তায়ে।
তথাচ প্রভেদ কেহ করিতে না পারে॥
কেমন প্রেমের ভাব ভেদ নাহি হয়।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া রয়॥
তুমি আমি সেইরূপ প্রেমনিধি নিয়া।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আছি মিশাইয়া॥
মানের নিগূঢ়ভাব কিছু নাহি লয়ে।
তুমি বল রব আমি তোমা ছাড়া হয়ে॥
তোমা ছাড়া আমি হব ভেবনাকো মনে।
যুগের মিলন ছেড়ে বাঁচিব কেমনে?
এখনি প্রমাণ দেখ রঙ্গে খেলে পাশা।
তুমিতো পণ্ডিত বট প্রেমে নও চাষা॥
দেখ হে কাঠের বল যুগে যদি রয়।
কোটি যুগে তার আর নাশ নাহি হয়॥
প্রণয়ের কার্য্য করে যুগে যুগে রয়ে।
ক্ষণকাল নাহি বাঁচে যুগছাড়া হয়ে॥
যুগ ছেড়ে কাটি যদি মরে এইরূপে।
প্রেমের বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব কিরূপে?
অতএব হৃদয়েশ আর কেন ছল?
রজনী প্রভাত হয় গৃহে চল চল॥
আঁখি দুটী ঢুলু ঢুলু নিদ্রার আবেশ।
তোমারে ঘুমায়ে আগে ঘুমাইব শেষ॥
গৃহকার্য্য পূজা স্নান করি সমাপন।
তোমার মনের সাধে করাব ভোজন॥
নায়িকার মুখে শুনি পীযুষবচন।
সন্তোষ পাইয়া সুখী নায়কের মন॥
আদরে প্রিয়ার দেহে হাত দিতে যায়।
রমণী অমনি হেসে ঢলে পড়ে গায়॥
উভয়েই টলটল ঢলঢল কায়।
টলাটলি ঢলাঢলি হইল তথায়॥
কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা।
টলাটলি ঢলাঢলি বাকী নাহি তথা॥
হাত মুখ ধুয়ে দোঁহে তটিনীর জলে।
সম্ভ্রমে বসন পরি নিকেতনে চলে॥
করিতে করিতে জপ মহেশী মহেশ।
আলয় আলয় করে আলয়প্রবেশ॥
গৃহিণী আসিয়া ছিল গৃহকাজে মন।
গৃহী আসি করিলেন সুখেতে শয়ন॥
এইরূপ প্রেমালাপে প্রেমিকা প্রেমিক।
হরিষে হরিল কাল কি কব অধিক॥

মাধবী মানের পালা অন্ত হল সায়।
বরষায় লেখনী ধরিব পুনরায়॥
সকলি রহিল গুপ্ত গুপ্তের ভবনে।
হবে তাহা আছে যাহা ঈশ্বরের মনে॥
এ রসে যদ্যপি শুনি বিরসের ধ্বনি।
শোব না এ ভাবগৃহে ছোঁবো না লেখনী॥

ভালবাসা।

(বহুদিন পরে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ)

প্রথমে যখন হয় প্রেমের মিলন।
মনে কর কি বলিয়া তুষিয়াছ মন?
সেই তুমি সেই আমি সেই এই স্থান।
সুখ যথা করিয়াছে সুখে অবস্থান॥
সেই, সেই, এই সেই, সব বর্ত্তমান।
সেই প্রেম কোথা তবে বল দেখি প্রাণ?
একদিন আশাহীন, হয় নাই আসা।
পুরাতে আশার আশা, সদা ছিল আসা॥
জানায়েছ ভালবাসা মুখের বচনে।
আমি সেই ভালবাসা ভালবাসি মনে॥
আমার বচন মন উভয় সমান।
পরীক্ষায় পাইয়াছ প্রচুর প্রমাণ॥
ভঙ্গীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ।
আমি তাই ভাবিতাম সুখের সোহাগ॥
কোথা সেই ভাব-ভঙ্গী কোথা অনুরাগ।
ললনা তাদের প্রতি এত কেন রাগ?
ভিন্নভাব ভাবি প্রাণ প্রেমাধীনী-জনে।
রাগ করে ভাগ কেন বসায়েছ মনে?
ভাল ভাল সেও ভাল আমি পড়ি রাগে।
প্রেমের মাথায় বাজ কাজ নাই ভাগে॥
যেমন মনের সাধ কর সেই ক্রিয়া।
মিছে কেন রাগারাগি ভাগাভাগি নিয়া?
প্রলাপের উদয় অন্তরে অহরহ।
আলাপ কেবল করি বিলাপের সহ॥
দুঃখভোগে শ্রান্ত হয়ে ঘুমায়েছে মন।
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন॥
বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে সুখে প্রাণ আছি।
চোখে মাত্র দেখি শুধু যতদিন বাঁচি॥
বিনিময় বিনা তুমি প্রাণ মন দিয়া।
ভ্রমে আর নাহি হাঁটো এই পথ দিয়া॥
কেমনে হইবে দৃষ্টি আমার উপর।
দণ্ডিরূপে বাঁধা আছ গণ্ডীর ভিতর॥
সাক্ষাৎ পাইব কিসে নাহি পূর্ব্বমত।
আমি কোথা দূরে আছি ভুলিয়াছ পথ॥
বিরহে বিরলে বসি কাঁদি আমি একা।
স্বপনে তোমার সহ শুধু হয় দেখা॥
তাহাতে যেরূপ হয় জানে মাত্র মন।
তুমিও জানিতে পার দেখিলে স্বপন॥
সেরূপ তোমার নয় প্রণয় কপট।
স্বপন গোপন তাই তোমার নিকট।
স্বভাবে আমার ভাবে দেখিলে স্বপন।
প্রেম-সুধাদানে কেন হইবে কৃপণ?
ভাল ভাল, থাক ভাল আমি তাই চাই।
ভাল ভাল, দেখা হলো, বেঁচে আছি যাই॥
দুখের উপরে দুখ সুখ পুন দুখে।
কি বলে আদর করি বাক্য নাহি মুখে॥
অকস্মাৎ এ কি ভাব চারু দরশন।
বল দেখি এখানেতে কেন আগমন?
বিপরীত দেখে আজ মোহিত হৃদয়।
অপরূপ দিনমণি পশ্চিমে উদয়॥
ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে হতেছি বিস্ময়।
তুমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয়॥
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি সেই আমি নই।
ভাবিহে তোমায় তাই সেই তুমি কই॥
এসো এসো এসো প্রাণ যে হও সে হও।
আমি কিন্তু সেই আমি তুমি সেই নও॥
এ ভাবে কি হবে আর মিছে মন ছোলে।
গোলে যেতো মম মন সেই তুমি হলে॥

হও যদি সেই 'তুমি' তুমি বটে সেই।
ফলত তোমাতে আর সেই তুমি নেই॥
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়ব।
পূর্ব্বকার আকার রয়েছে বটে সব॥
স্বরূপে স্বভাবে আছে সমুদয় ভাগ।
আকৃতির অঙ্গে শুধু দেখি এক দাগ॥
এখন তোমায় প্রাণ দেখে মরি রেগে।
সত্য করি বল প্রাণ কে দিয়েছে দেগে?
আছে সর্ব্ব পূর্ব্ববৎ আকার প্রকার।
একমাত্র ভাবান্তর হয়েছে তোমার॥
গেলে গেলে যাও যাও একেবারে গেলে।
পুনরায় কেন প্রাণ দাগা হয়ে এলে?
বেঁধেছি মনের হাতে প্রতিজ্ঞার তাগা।
করিয়াছি এই পণ পুঁষিব না দাগা॥
এখন কি অন্ধকারে জ্বলে আর আলো?
কাড়াকাড়ি ভালো নয় ছাড়াছাড়ি ভালো॥

প্রীতিবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।

বলনা বলনা প্রাণ ললিত-নয়নি।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী?

উত্তর।

যেরূপ স্বভাব যার সে চায় সে রূপ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ॥
তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ, পূর্ণ করে যেই।
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই॥

প্রশ্ন।

অবলা অসিতবর্ণা নিশা যদি করে।
তবে যে কুমুদী রাজে রজত-নিকরে?

উত্তর।

সময়েতে হয় যারে বন্ধু অনুকূল।
কি করিতে পারে তারে শত্রু প্রতিকূল?
কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময়।
তিমিরারি আশ্রিত তিমিরে নাহি ভয়॥

প্রশ্ন।

কোথা সেই ইন্দু-বন্ধু দিবা আগমনে।
মুদিত কুমুদী-ছবি রবির কিরণে॥

উত্তর।

উপযুক্ত প্রতিযোগী মান যদি হরে।
মানী তাহে মনে মনে ক্ষোভ নাহি করে॥
শশী, সূর্য্যে ভেদ বহু, ভাবি মনে মনে।
কুমুদী মুদিত হয়ে দুখ নাহি গণে॥

প্রশ্ন।

কুমুদিনী, কমলিনী, নায়ক বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য?

উত্তর।

শ্রেষ্ঠ গুণ তার, যার, স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম যার হৃদয়ে গরল॥
সুশীতল সুধাকর নায়ক-প্রধান।
কৃষাণু পূরিত ভানু কৃতান্ত সমান॥

প্রশ্ন।

নলিনীনায়ক যদি, নায়ক অধম।
পদ্ম তবে কেন তারে ভাবে প্রিয়তম?

উত্তর।

সমানে সমানে যদি মিলন উপজে।
উভয়ের মন তবে প্রেমরসে মজে॥
লজ্জাহানা কমলিনী পূর্ণ অহঙ্কারে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর ভাল লাগে তারে॥

প্রশ্ন।

নলিনীর লজ্জা নাই কিরূপে জানিলে।
রূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিত সে কিরূপে মানিলে?

উত্তর।

মুখের ভঙ্গিমা দেখি মন জানা যায়।
কে ভাল কে মন্দ লোক পরিচিত তায়॥
বিশেষ পদ্মিনী ফুটে প্রভাত-প্রহরে।
পতি চক্ষে ধূলি দিয়া উপপতি করে॥

প্রশ্ন।

কলানাথ কুমুদের প্রেম কি কারণ ?
উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কারণ ?

উত্তর।

উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ-ক্লেশ নাহি হয় যারে॥
অমা-আগমনে সুধাকর না প্রকাশে।
তথাপিও কুমুদিনী সুখরসে ভাসে॥

প্রশ্ন।

শশী অনুদয়ে বল নিশি কি কারণ।
কুমুদীর ক্লেশকরী না হয় কখন ?

উত্তর।

প্রবল বিপক্ষ যদি স্থানান্তর হয়।
কার সাধ্য তাহার অধীনে করে জয় ?
কল্লান্তর কলানাথ হইলে অস্তর।
নিত্য কুমুদীর হবে প্রফুল্ল অন্তর॥

প্রশ্ন।

বল দেখি প্রিয়তমে করিয়া বিচার।
নায়িকার শ্রেষ্ঠগুণ কাহাতে সঞ্চার ?

উত্তর।

লজ্জাবতী যে যুবতী উত্তমা সে হয়।
সেইমাত্র জানে সত্য কিরূপ প্রণয়॥
লজ্জিতা প্রেমদা সহ কুমুদী উপমা।
লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী নায়িকা-অধমা।

প্রণয়-গর্ভ মান।

এসো এসো এসো প্রাণ বসো এইখানে।
'ভাল আছি' বল মুখে শুনি তাই কাণে॥
ভাল ভাল ভালবাসো না বাসো আমায়।
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তায়॥
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত।
কেমনে সে ভাব তব হব অবগত ?
ফলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব ?
ভাবেতেই বুঝা যায় ভিতরের ভাব॥
অন্তর হয়েছে তুমি অন্তরেতে থেকে।
সকলি বুঝিতে পারি মুখখানি দেখে॥
হাসি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাট।
হাসির ভিতরে আছে ফাঁকির কপাট॥
আছ তুমি বদি সেই প্রেমছাঁদ ছেঁদে।
থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কেঁদে
রাখিব তোমায় আর কেমন করিয়া ?
বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া॥
এত কোরে পুষিলাম না মানিলে পোষ।
জানিলাম সে আমার কপালের দোষ॥

হাসি হাসি মুখ।

(নায়িকার উক্তি)

আপন মনের ভাব গোপন করিয়া।
প্রতিদিন থাক তুমি মলিন হইয়া॥
একবার মুখখানি না হয় সরস।
যখন চাহিয়া দেখি তখনি বিরস॥
এইরূপ ভাবভরে থাক প্রতিক্ষণ।
কে যেন সর্ব্বস্ব ধন করেছে হরণ॥
সুধাইলে কোন কথা সদয় না হও।
আপনার ভাবে তুমি নীরবেই রও॥
অকস্মাৎ এ কি দেখি সবিশেষ কও।
আর যেন সেই তুমি সেই তুমি নও॥
এই ছিলে অধোমুখে পেয়ে ঘোর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ॥
কি ভাব কি ভাব মনে ভেবে বোঝা ভার।
ছিল না স্বভাব তব স্বভাবে সঞ্চার॥
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতাম মনে।
এ ভাবের ভাবান্তর হইবে কেমনে ?
আচম্বিতে দেখি প্রাণ সে ভাবে অভাব।
আর এক অপরূপ ভাবের প্রভাব॥
তব ভাব, নব ভাব ভাবিবার নয়।
অনুভাব করে ভাব সাধ্য কার হয় ?

ভাবের ভাবুক তুমি বুঝিয়াছি ভাবে।
যে ভাবে এ ভাব তব সে ভাব কে পাবে ?
কি ভাব উঠেছে মনে কিসে এত সুখ ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
ছিলাম চোখের বালি আমি হে তোমার
আমায় দেখিতে হতো মুখ ভার ভার॥
একবার সুনয়নে দেখনি আমায়।
ফুলিয়া উঠিতে রাগে আমার কথায়॥
কহিতাম যত কথা হইয়া সরল।
গুমুরে গুমুরে তুমি কাঁপিতে কেবল॥
বিষ্ বিষ্ বোধ হতো হাত দিতে কাণে।
ফুটে কিছু বলিতে না জ্বলিতে হে প্রাণে॥
হঠাৎ যে সে ভাবে কেন হলো ভাবান্তর ?
গদগদ ভাব যেন মনের ভিতর॥
কিসে মন খুলিয়াছে ফুলিয়াছে বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
সাধিতাম, কাঁদিতাম পড়িয়া ধূলায়।
কতরূপ করিতাম ধরিতাম পায়॥
প্রেমের প্রমোদে তুমি ভাবিতে প্রমাদ।
রিষ্ কোরে বিষ্ খেতে মনে হতো সাধ॥
ছোঁও না আমায় তুমি কাছে যাই যদি।
ভাবিয়াছ আমি যেন কর্ম্মনাশা নদী॥
চোখোচোখি হলে পরে মুখে দিয়ে বাড়্।
চোখ্ বুজে থাকিতে হে নোয়াইয়ে ঘাড়্॥
কাছ থেকে সোরে গেলে ফেলিতে নিশ্বাস।
লাগিত তোমার যেন হাড়েতে বাতাস॥
এখন্ দেখিনে কেন সে সব অসুখ ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
বিরলে একেলা যদি দেখিতে আমায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায়॥
দিশেহারা হয়ে যেতে চলিত না রথ।
খুঁজে আর নাহি পেতে পালাবার পথ॥
মনোদুখে কিছুদিন দূরে গেলে পর।
রাম বোলে বাম দিয়ে ছেড়ে যেতো জ্বর॥
হইতে তোমার তুমি যেন যেতে ভুলে।
উঠিত সুখের সিন্ধু আপনি উথুলে॥
পাপ ভেবে, শাপ দিতে সকল সময়।
আমি পাছে, আসি কাছে হতো এই ভয়॥
ভয়েতে করিত সদা প্রাণ ধুক্ ধুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
আজ আমি কোন্ ঘাটে ধুয়েছি হে মুখ ?
দূরে গেল এতদিনে চিরকেলে দুখ॥
প্রভাতে পশ্চিমে হলো রবির প্রকাশ।
শীতকালে আচম্বিতে দক্ষিণে বাতাস॥
অঘট ঘটনা, এ যে যা হবার নয়।
আমার নিশিতে হলো শশীর উদয়॥
এখনো মনের ভাব করনি প্রকাশ।
ভঙ্গীভাবে দেখাতেছ মুখের আভাস॥
হাসি হাসি দেখিলাম বদন তোমার।
সাপের মুখেতে যেন সুধার ভাণ্ডার॥
হইল আমার তায় পাঁচ হাত বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
তোমার মনের নদী ছিল একটান্।
আজ কেন তার ঢেউ বহিছে উজান ?
খাঁটি হয়ে, ভাঁটি স্রোত খেলিত স্বভাবে।
সে টান কি ফিরে গেল বায়ুর প্রভাবে ?
বল বল, কার কাছে শিখে এলে রস।
বিরস বদন কেন হইল সরস ?
কি টানে হইল প্রাণ এ টান তোমার ?
কি রসে হইল এই রসের সঞ্চার ?
টানাটানি ঘোচে যদি তবে বুঝি টান।
স্বরসের রসে জানি রসিক-প্রধান॥
বিনা মেঘে পড়ে জল এ বড় কৌতুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
কে বলে রসিক নও ? রসের সাগর।
জানিলাম তুমি প্রাণ রসিক নাগর।
আমি তার পরিচয় পাইলাম সবে।
রসবোধ না থাকিলে এত কেন হবে ?

ঘরে এলে মুখ যেন সেই মুখ নয়।
বাহিরেতে কত রস ছড়াছড়ি হয়॥
বাঁকামুখ নহে আজ সরস অন্তর।
এনেছ পরের রস ঘরের ভিতর॥
সময়েতে "সাজো রস" করিয়া গোপন।
কার "এঁটো" রস এনে দেখাও এখন ?
"এঁটোরসে, চেটো" নই দেব না চুমুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
জানাতেছ, অযাচক ভিখারীর ভাব।
হাটে পোড়ে, লুটে খাও এমনি স্বভাব॥
ঠাট্ দেখে, কাট্ হয়ে আছি আমি একা।
রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা॥
হয়েছ হাটের নেড়া হুজুকতো চাই।
ঠাটের ঠাকুর বট নাটের গোঁসাই॥
বজায় রেখেছ ঠাট্ হয়ে ছাড়াছাড়ি।
আছ ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভেঙে হাঁড়ি॥
আগে যদি জানিতাম এত বাড়াবাড়ি।
তবে কি তোমারে আর কোনমতে ছাড়ি ?
করি নাই আত্মসার আমারি সে চুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
প্রাণ তুমি আপনি হে নহ আপনার।
কেমন করিয়া তুমি হইবে আমার ?
পররসে পরবসে সদা পরাধীন।
তবে তো আমার হতে হইলে স্বাধীন॥
তোমা হতে দুখিনীর সুখ যা হবার।
সমুদয় হয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার॥
সময়েতে এক দিন না হইলে বশ।
রসময় অসময় দেখাতেছ রস॥
আমাতে কি আমি আছ আমি হে কি আছি।
এখনি কি ভুলি ঠাটে ঘাটে গেলে বাঁচি॥
বাঁচিবার সাধ আর নাহি এক্‌টুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
ঠিক যেন ধর্ম্মশীল বকের মতন।
কত দিন প্রাণ তুমি হয়েছ এমন ?

বাহিরের ভাব যেন নব-ভেকধারী।
ভিতরের ভাব কিছু বুঝিতে না পারি॥
কপটে কৌশল হেন করেছ ধারণ।
ভোলা ভোলা ভাব যেন খোলা খোলা মন॥
এখন কি করে আর হলে মন-খোলা।
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা॥
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা হয়েছি খালাস।
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
পায়ে কষ্ট পড়িয়াছি দাঁতে কোরে কুটে
সাঁচ্চা-ধন লুকাইয়ে দেখাইলে ঝুঁটো॥
কাঁচাকালে কচি ফল হয়ে গেল সুটো।
মনের আগুনে জ্বলি বলি অই ছুটো॥
দেখাতেছ নবরাগ বিরাগে কি রাগে ?
দিতেছ আগায় জল গোড়া কেটে আগে॥
রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে ?
কাটা গাছে জল দিয়ে ফল কিবা আছে ?
আপনি ভেঙেছ মন উপায় কি তার।
ভাঙামন কখনো কি গোড়ে থাকে আর ?
কাটা গোড়া দিবে জোড়া কে শিখালে তুক্ ?
বড় সে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?
কিছুতে না হয় আর মানের বিকার।
মান আর অপমান সমান আমার॥
আছে দেহ নাহি প্রাণ হয়ে আছি শব।
যত তুমি জ্বালাইবে শবে সবে সব॥
সবিশেষ পেয়েছি হে প্রেম পরিচয়।
প্রাণ আমি বিষকৃমি বিষে নাই ভয়॥
হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে বিচ্ছেদের বাণ॥
সমুদয় সহ্য করে হয়েছি পাষাণ॥
ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময়।
জাগাঘরে চুরি আর এখন কি হয় ?
সমভাবে ভোগ করি সুখ আর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

নিবেছে আমার প্রাণ অদৃষ্টের আলো।
তুমি যাতে ভাল থাকো সেই ভালো ভালো॥
তোমারে বিশেষরূপে বুঝাব কি বোলে?
স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় মোলে॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ।
তথাচ যাবে না প্রাণ তুম্বনাড়া রোগ॥
কোন্‌খানে মন রেখে এখানেতে এলে?
কাঁচেতে যতন কেন কাঁচাসোণা ফেলে?
যাও যাও তার কাছে বাঁধা যার ভাবে।
সে ধনী এ ধ্বনি শুনে প্রমাদ ঘটাবে॥
দেখিবে না ও মুখ সে তোমার "ওমুক"
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?
ছমাসে নমাসে নাহি পাই দরশন।
হলে তুমি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন॥
বলিবার কথা নয় হায় হায় হায়!
সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী করেছে তোমায়॥
কেমন গ্রহণ এই একভাবে রও।
রাহুমুখে যুক্ত সদা মুক্ত নাহি হও॥
আমি আছি দিবা-নিশি এক ধ্যান ধোরে।
মুক্তি দেখে মুক্তি পাই মুক্তিস্নান কোরে॥
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিষে।
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিসে?
কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

নায়কের উত্তর।

(বাঁকা মুখ কবে?)

বড় যে মধুর ধ্বনি শুনি আজ ধনি!
একেবারে খুলিয়াছ অমৃতের খনি॥
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব।
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ অভাব॥
সেই আমি সেই আছি আছে সেই ভাব।
একদিন নাহি হয় ভাবের অভাব॥
যখন তোমার দেখে যে ভাবের ভাব
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার স্বভাব॥
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয়।
পুরাতন এক ভাব নূতনতো নয়॥
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
রসবতী নাম ধর কোথা সেই রস?
বুঝিতে না পারি প্রাণ সরস বিরস॥
রসের আকরে এসে পাই নাই রস।
সাধ কোরে এতদিন ছিলাম বিরস॥
কৃপণ তোমার মত কেবা আছে আর?
গোপন করিয়াছিলে, আপন ভাণ্ডার॥
সময়েতে এক ফোঁটা কর নাই দান।
বক্ষে কোরে, রক্ষে কর যক্ষের সমান॥
হয় নি তোমার কাছে রসের ব্যাপার।
কি রসে রসিক হব কি আছে আমার?
নূতন রসের কথা শুনিতেছি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকা মুখ কবে?
যাহার যেমন ভাব লাভ সে প্রকার।
সেই সব বাঁকা দেখে বাঁকা মন যার॥
নিজ ভাবে তুমি প্রাণ সোজা যদি হতে।
সোজা-পথে চোলে তবে সোজা কথা কোতে॥
সোজা-ভাব, বোঝা প্রাণ সহজেই হয়।
বাঁকা ভাব, বাঁকা বড় বুঝিবার নয়॥
ভিতরের ভাব কিছু নাহি যায় বোঝা।
অথচ জানাও তুমি যেন কত সোজা॥
ললনা তোমার কাছে ছলনা কি খাটে?
আমি খাই ভাঁড়ে জল তুমি খাও ঘাটে॥
ছল্ কোরে, বল্ কোরে দুটো কথা কবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
ভিতর বাহির সদা সমান আমার।
মুখে এক, মনে আর স্বভাব তোমার॥
দিয়েছ কথার ভাগা বদনের হাটে।
মুখোমুখি কোরে প্রাণ ও মুখে কে আঁটে॥

বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে।
সমুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে ?
আমার হয়েছে প্রাণ হিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া, সেধে কেঁদে কর জিত ?
তোমার কলের আঁখি জলের আধার।
সে জলের মধ্যে কত ছলের ব্যাপার॥
কেঁদে যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
সকলি আমার দোষ দোষী আমি একা।
তুমি কিছু জাননাকো হতে চাও নেকা॥
ভাজা ভাজা করিতেছে হাড় হলো কালী।
এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি ?
ভালরূপে জানিয়াছি ভাল ব্যবহার।
মিছে তুমি সতীপানা জানায়ো না আর॥
আমায় কিনেছি আমি চিনেছি তোমারে।
ব্যবহার শিখাইলে বিনা ব্যবহারে॥
মনের গোচর সব যার যত পাপ।
যার মনে যত ছল তার তত তাপ॥
এখন সে সব কথা লুকালে কি হবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
কিছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ।
রমণীর কাছে নাই পুরুষের যশ॥
আপনি করিয়া চুরি সাধু হয়ে রও।
তোমার জেতের দোষ তুমি বোলে নও॥
সব দিকে বড় নারী স্বভাবে সবলা।
হায় হায়! কামিনীরে কে বলে অবলা ?
মাখিয়া মধুর ছিটে মুখের উপরে।
নাকে কেঁদে কথা কোয়ে মাথা খুঁড়ে মরে॥
পেটের ভিতরে বিষ নাহি জানে কেউ।
নিরন্তর খেলিতেছে সাগরের ঢেউ॥
দেখে দেখে ঠেকে শিখে রয়েছি নীরবে
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
যদি কেউ গুণে থাকে সাগরের ঢেউ।
পৃথিবীর সীমা যদি পেয়ে থাকে কেউ॥
যদি কেউ কোরে থাকে বাতাস বন্ধন।
যদি কেউ কোরে থাকে আকাশ খণ্ডন॥
নিরূপণ যদি করে আকাশের তারা।
নিরূপণ যদি করে জলদের ধারা॥
এইরূপে যার চেয়ে যোগ্য আর নেই।
নারীভাব-নিরূপণে পরাভব সেই॥
এমন কি আছে কেউ রমণীরমণ ?
স্থিরভাবে সে পেয়েছে রমণীর মন ?
তোমার ও রবে প্রাণ নিকটে কে রবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
মনের ভিতরে যার গরিমা-গরল।
সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে সরল ?
দাসখত লিখে দিয়া পড়ে যদি পায়।
তথাচ নারীর মন পুরুষে কি পায় ?
শিকের উপরে কোথা মন আছে তোলা।
কৌশলে কহিছ কথা মনতোলা তোলা॥
তোলামনে কহিতেছে কত মনভোলা।
কিসে হবে খোলা মন কিসে হব ভোলা ?
খোলাখুলি কোরে কত লুটিয়াছি তুমি।
একদিন খোলাখুলি করিলে না তুমি॥
অধর্ম্মের কথা কোলে ধর্ম্মে নাহি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?
রাগ, দ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
এখনো রয়েছে যারা শরীরে তোমার॥
সকলেই বলবান্ খাটো কেহ নয়।
সকল সময়ে তারা করিছে প্রলয়॥
ছলনা, চাতুরী, আর কপটতা ভাব।
প্রকাশে তোমার মনে প্রবল প্রভাব॥
যদ্যপি যৌবনকাল বিদায় হয়েছে।
তথাচ সে ঠাটখানি বজায় রয়েছে॥
আছে সেই সমুদয় পূর্ব্বকার ভাব।
ফেরেনি ঠমক্-ঠাট ফেরেনি স্বভাব॥
তাদের জিজ্ঞাসা কর সাক্ষী দেবে সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ করে ?

এখন এ অহঙ্কার দেখাতেছ কারে ?
আপনার দোষে তুমি গেলে ছারেখারে ॥
মনে কর কি করেছ যৌবনসময় ?
সে দিনের কথা সেতো বহুদিন নয় ॥
যৌবনের গরবেতে গরবিণী হয়ে।
সাপিনীর সম ছিলে ফোঁস্-ফাঁস্ লয়ে ॥
ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে।
কতদিন কত কথা বলেছ আমারে ॥
মধুমুখে বঁধু বোলে তোষ নি আমায়।
রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদায় ॥
মরি কিছু জাননাকো তবে তবে তবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?
ছুতো-নতা খুঁজে খুঁজে কাল হলো গত।
একখানা নিয়ে কর ব্যাক্‌খানা কত ॥
না এলেতো রক্ষা নাই কত কথা ওঠে।
মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে ॥
বকুনী তখুনি গেলে পেতাম নিস্তার।
মুখ দিয়ে পোকা পড়ে থামেনাকো আর ॥
সাতপাড়া ছুটে ছুটে কর তোলপাড়্।
পোড়াও আপন দোষে আপনার হাড় ॥
যামিনীতে যে সময়ে নিদ্রা যাও প্রিয়ে।
তখন কোঁদল রাখো ধামা-চাপা দিয়ে ॥
উচ্চ হয়ে কুচ্ছ গেয়ে তুচ্ছ কর ধবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?
এলে পরে ঘর হতে আমায় দেখিয়া।
ঢুকিয়া ঘরের কোণে বোসে থাকো গিয়া ॥
সাধ কোরে কর তুমি মিছে অভিমান।
বসনেতে ঢেকে রাখো কৃত্রিম-বয়ান ॥
আশা কোরে আসি আমি তুমি মর রিষে।
এসে যদি আশা যায় আসা যায় কিসে ?
কলহের কল্পতরু বটে তুমি বটে।
পেয়েছি কুফল কত তোমার নিকটে ॥
ছাঁদো ছাঁদো কথা শুনে মনের অসুখে।
কেবল গিয়েছি ফিরে কাঁদো কাঁদো-মুখে ॥
কথার ধমকে প্রাণ কেঁপে ওঠে শবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?
মুখের বচন নয় সুখের প্রণয়।
সুজন সুজন হলে তবে প্রেম হয় ॥
প্রণয়িনী নাম নাই প্রণয় তোমার।
পরিহার করিয়াছ প্রেম-হেমহার ॥
আপনি বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে প্রণয়।
এখন দেখাও কারে বিচ্ছেদের ভয় ?
আমার স্বভাব নয় তোমার মতন।
কেনা হয়ে থাকি তার যে করে যতন ॥
সরল হইলে সাপ বুকে তারে ধরি।
তার মুখে মুখ দিয়া বিষ পান করি ॥
যে হয় দুখের দুখী দুখ সেই লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে ?
হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ আমার।
হাসির ভিতরে আছে হাসির ব্যাপার ॥
মনেতে রোদন কোরে দুঃখনীরে ভাসি।
এ যে হাসি হাস নয় চড়কীর হাসি ॥
নবভাবে কেন দিব নব পরিচয় ?
এই ভাব তব ভাব নবভাব নয় ॥
গরবের ধন ছিল যৌবন তোমার।
সে ধন ফুরায়ে গেল কিছু নাই আর ॥
সময়েতে কহিলে না প্রিয় ব্যবহার।
এখন ধরেছ ভাব কিরূপ প্রকার ?
মন তার সমুদয় পরিচয় লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?
হাতে কোরে একদিন করিলে না দান।
বচনেতে একদিন রাখিলে না মান ॥
বিফলে বৃথায় গেল সাধের যৌবন।
এইরূপে নষ্ট হয় কৃপণের ধন ॥
এলো না যৌবন-ধন আমার ব্যাভারে।
চুপি চুপি যদি কিছু দিয়ে থাকো কারে ॥
সে বিষয় নহে প্রাণ আমার গোচর।
তুমি জান ধর্ম্ম জানে জানেন ঈশ্বর ॥

আমার ভোগের ধন হলো না আমার।
এর চেয়ে মনোদুখ কিছু নাই আর॥
সুধা দিয়ে সুধালে না ক্ষুধা ছিল যবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?
মাথার ঘায়েতে তুমি হয়েছ পাগল।
দায়ে পোড়ে গায়ে পোড়ে করিছ কোঁদল॥
ঢোল্ মেরে গোল কোরে ছাড়িতেছ বোল।
গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল?
হরিবোল বলিবার সময় এ বটে।
পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এই রটে॥
সেতো বড় সোজা নয় কঠিন ব্যাপার।
মোচন করিতে হয় মনের বিকার॥
পর-প্রেম-পীযূষের স্বাদ যেই পায়।
সার ফেলে ছার প্রেমে সে কি আর চায়?
হাবাতের কপালেতে সে সুখ কি হবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে?

(মনের খেদ মনেই আমার)

হরি হরি মরি মরি করি বিবেচনা।
হায় হায় বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা॥
সুধাময় সরলতা ভাব নাহি ধরে।
যুবতী যৌবন-মদে অভিমানে মরে॥
ভাবে মনে যৌবনের হবে না সংহার।
কালের কর্ত্তব্য যাহা করে না বিচার॥
আহা আহা কারে কব মনের এ ধোঁকা।
গাছ পাকা থাম্ আঁবে ধরিয়াছে পোকা॥
সাট্ মেরে কাট্ হোয়ে করে কত ঠাট।
ভোলে না প্রেমীর প্রেমে খোলে না কপাট॥
সময়েতে নাহি করে প্রিয় ব্যবহার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
যতদিন থাকে তার যৌবনের রস।
ততদিন নাহি হয় পুরুষের বশ॥
রসবোধ নাহি হয় রসের সময়।
সরস অন্তরে কভু করে না প্রণয়॥
তখন তাহার মন এমনি কঠিন।
কোনমতে নাহি হয় প্রেমের অধীন॥
যুবতী যৌবনে যদি পীরিতি জানিতো?
পুরুষের মনে তবে কি সুখ হইতো?
সে সুখ কেমন সুখ জানাব কি বোলে?
যেতেম আপনভাবে আপনিই গোলে॥
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
যৌবন-জলধি-জল শুকায় যখন।
তখন সরল হয় রমণীর মন॥
সময়ে এ ভাব হলে হইত যেমন।
অসময়ে ততখানি হয় কি তেমন?
স্বভাবের দোষ এই দোষ দিব কার?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কহিলাম যত কথা হয় কি না হয়॥
মনে মনে বুঝে দেখ মিছে কিছু নয়॥
বল বল যত পারো বোলে লও রাগে।
তোমার ভূতের ঢেলা গায়ে নাহি লাগে॥
আমার সকল কথা ফুরাইল প্রিয়ে!
মিছে কেন চড় খাই রাড় ঘেঁটাইয়ে?
এখনো হলো না প্রাণ সরল প্রণয়।
সমান স্বভাবে গেল সকল সময়॥
আর ছার পীরিতের সাধ কিছু নাই।
ঈশ্বর জুড়ান যদি তবেই জুড়াই।
গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাক ফুটিব না আর।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

বিবিধ।

ঝড়।

(২ রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৯ সাল।)

জগতের আয়ু তুমি, বায়ু নাম ধর।
বায়ু রোধ করি শেষ, আয়ু-বায়ু হর॥
ভূতের প্রধান তুমি ভূতরাজ নাম।
জল স্থল অনল, আকাশ তব ধাম॥
জলের জীবন নাম, নাম মাত্র সার।
তুমি কর জীবনের জীবন-সঞ্চার॥
আগুনে কি গুণ আছে দীপ্তি কোথা তার?
তুমি তার সখা বলে করে অহঙ্কার॥
প্রতিভা প্রকাশ তার, তোমায় পাইলে।
অনল সলিল হতো, তুমি না থাকিলে॥
ক্ষিতির যে খ্যাতি কিছু সুযশ সৌরভ।
সে কেবল আপনার গুণের গৌরব॥
ধরা ধরে হৃদয়েতে, বস্তু যত যত।
তোমার করুণা বিনা, সব হয় হত॥
স্থাবর জঙ্গম, জীব জন্তু সমুদয়।
তোমার চালন বিনা পালন কি হয়?
একবার ধর যদি বিপরীত রীতি॥
কোথা থাকে ক্ষিতি তার, কোথা থাকে স্থিতি?
আকাশের শোভা শুধু তোমার কারণ
যতনে তোমারে তাই করেছে ধারণ॥
স্থলে জলে ঘটে ঘটে থাকিয়া আকাশ।
তোমারে হৃদয়ে ধরি বাড়ায় উল্লাস॥
মৃত্তিকার গন্ধ গুণ তোমার কৃপায়।
ভাল মন্দ গন্ধ সব নাসাপথে ধায়॥
পদার্থের দোষ-গুণ ঘ্রাণেতে জানিয়া।
উত্তম গ্রহণ করি অধম ছাড়িয়া॥
আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ।
বিচিত্র বায়ুর গতি অতি অপরূপ॥
নিরাকারে চলিতেছ ভয়ঙ্কর চেলে।
না জানি কি হতো আর হস্ত পদ পেলে॥
এই চলি এই বলি চলাবলা যত।
কল বল সকল তোমার হস্তগত।
তুমি না চালালে নাই চলিবার কল।
তুমি না বলালে নাই বলিবার বল॥
কলেরে বিকল করি দেহ কর মাটী।
সকল কলের কল তুমি কলকাঠী॥
এ কলে এ কলকাঠী যে জন চালায়।
সাধু সাধু সাধু রে প্রণাম তাঁর পায়॥
প্রণিপাত তোমারে হে প্রতাপী পবন।
ভবমাঝে তব সম আছে কোন্ জন?
কখন্ কি ভাবে থাক বুঝে উঠা ভার।
ত্রিভুবন জয় করে বিক্রম তোমার॥
বানরের পিতে তুমি অনলের মিতে।
ক্ষণমাত্রে পার সব রসাতলে দিতে॥
উগ্রভাবে একবার হইলে উদয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ঠেকাঠেকি হয়॥
ত্রিভুবন রেখে দেও এক ঠাঁই করে।
রবি শশী পড়ে খ'সে তারা যায় ঝোরে॥
আকাশের চাল ভেঙ্গে পাতালেতে চালো।
পাতালের জল তুলে আকাশেতে ঢালো॥
ইন্দ্রধাম উপাড়িয়া ফেলো নাগপুরে।
নাগপুর ইন্দ্রধামে শূন্যে উঠে ঘুরে॥
নীচু গিয়ে উঁচু উঠে উঁচু পড়ে নীচে।
মাঝে থেকে মাঝখান সরে আগে পিছে॥
স্থিরমূর্ত্তি ধরি তুমি থাক যে সময়।
সে সময়ে স্থিরভাবে থাকে সমুদয়॥
চরাচরে স্বভাব স্বভাব ভাল ধরে।
পেলে শিব যত জীব গুণগান করে॥
মনে কর কি করেছ গত শুক্রবারে।
হুলস্থূল বাধায়েছ অখিল সংসারে॥

একে সবে বায়ু বোলে হারায়েছে দিশে।
তাহে বায়ু বায়ুগ্রস্ত রক্ষা আর কিসে ?
কাণ পেতে সমীরণ শুন শুন সব।
চারিদিকে হইতেছে কত কলরব ॥
বাগানেতে দেখিয়াছি গাছে নিচু নিচু।
এখন সে নিচু মাঠ নাহি আর কিছু ॥
পুত্র তব লঙ্কাপুরে বিস্তারিয়া গ্রাস।
রাবণের মধুবন করেছিল নাশ ॥
তুমি তার বাপ বটে ধর বহু বল ॥
কটাক্ষে করিলে শেষ সব মধুফল ॥
তোমারে সাবাসি আছে গুণে নাই ঘাটি।
এত খেয়ে গলদেশে বাধে নাই আটি ॥
খেলে খেলে আর খেলে ক্ষুধা ছিল যেন।
ছোট বড় গাছ সব পেটে দিলে কেন ?
বংশ সহ বংশনাশ করিয়াছ তুমি।
বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া করেছ সমভূমি ॥
উদরে পূরেছ কত সাই সাই হাঁকে।
কাকের করেছ শেষ বাকী আর কাকে ?
মেষ খেলে অজা খেলে মজা দেখি এতো।
কেমনে খাইলে কাক সে যে বড় তেতো ?
পেটের জ্বালায় খেলে হাতী ঘোড়া সাপ।
হারায়েছ হিঁদুয়ানী ছুলে হয় পাপী ॥
ঘর খাও দ্বার খাও খাও তরী তরু।
পবন যবন হলে খাইয়াছ গরু ॥
এ পাপে তোমার কি হে জাতি আর আছে ?
গঙ্গনা খাইতে হবে অঙ্গনার কাছে ॥
যখন হেদোর জলে করিয়াছ স্নান।
কুইন্স কালেজে গিয়া পাইয়াছ স্থান ॥
ইস্কুলের ঘরে ঢুকে করেছ ভ্রমণ।
ছুঁয়েছিলে ওগেল্‌বীর খানার বাসন ॥
তখনি জেনেছি মনে ঘটিয়াছে দায়।
বাতাস লেগেছে তার বাতাসের গায় ॥
সে বাতাসে বাতাসের ধর্ম্ম হলো নাশ।
খ্রীষ্টান হইয়া বায়ু খাইলে গোমাস ॥

এই ভয় বানরী সে নেবে কি না ঘরে।
ফলে তুমি তেজীয়ান্ দোষ কেবা ধরে ?
জগতের প্রাণ হয়ে প্রাণের বাতাস।
জগতের করিয়াছ কত সর্ব্বনাশ ॥
সমভূমি করিয়াছ গোলাগঞ্জ গ্রাম।
গ্রাম নাই ধাম নাই আছে মাত্র নাম ॥
হাহাকার পড়িয়াছে প্রতি ঘরে ঘরে।
বাস্তু গেল বৃক্ষ গেল কোথা বাস করে ?
অনাহারে সূর্য্যকরে প্রাণে মারা যায়।
দেশে আর তরু নাই কোথায় দাঁড়ায় ?
গৃহ আর বৃক্ষাঘাতে মলো কত লোক।
পরিবার কাঁদে পেয়ে ঘোরতর শোক ॥
কারো দাদা কারো পুত্র কারো বন্ধু ভাই।
কারো কারো সংসারেতে কেহ আর নাই ॥
পতি-শোকে সত্মী কাঁদে সতী-শোকে পতি
সুত-শোকে প্রসূতির দারুণ দুর্গতি ॥
সমীরণ এ সকল তব অত্যাচার।
হাহারবে ভরিয়াছে অখিল সংসার ॥
যা খাবার খাইয়াছ দোহাই দোহাই।
আর তুমি খেয়োনাকো খেয়োনাকো ভাই ॥
সারিয়াছ মারিয়াছ বটে সমুদায়।
তুমিও ত মোরেছিলে পেটের জ্বালায় ॥
হয়েছিল যে প্রকার ওলাউঠা জোর।
টেনেছিল যমরাজ মরণের ডোর ॥
ভাগ্যে কাছে অহিফেন মদ্য ছিল যাই।
লাডেনম পেটে দিয়ে বাঁচিয়াছে তাই ॥
অনেক দেখিতে পাই আরোগ্য-লক্ষণ
ঘুমাও ঘুমাও এখন ঘুমাও এখন ॥
ঘোটেছিল কি প্রমাদ দেখ দেখি বুঝে।
কুপথ্য কারো না আর থাক চোক বুজে ॥

ছুটী।

শুনিয়া ছুটীর কথা কুঠিয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥

বিশেষতঃ দূরবাসী পাড়াগেঁয়ে যারা।
দমফেটে সারা হয় মারা যায় তারা॥
ধরিয়াছে ছটাফট যায় মাত্র কুঠী।
বারমাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটী॥
বাটী আসা আশা মনে কত দিন জাগে।
পুরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে॥
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব।
আট দিন ছুটী শুনে কাঠ হলো সব॥
পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ীর ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ী নাই কশী একেবারে॥
চোকে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে॥
যাব বটে রবনাকো পূরিবে না আশা।
শ্রীপদে প্রণামী দিয়া শুধুমুখে আসা॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী॥
নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি।
কুঠী গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি॥
একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া॥
কেহ বলে বাপ্ কত করিয়াছি পাপ।
সর্ব্বনাশ হোক্ বলে কেহ দেয় শাপ॥
কলমের সহ নাহি যোগ করে কালী।
ভেবে ভেবে কালী হয় বলে কোথা কালী॥
হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার।
ওমা দুর্গে. ঘোর দুর্গে ফেলিলে এবার॥
তোমার পূজার কালে ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের সাধ॥
তবে বল দয়াময়ি বেঁচে কিবা সুখ?
দেখিতে পাব না আর স্ত্রী-পুত্রের মুখ॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন?

বিলাতী বণিক্ যত এতে নয় মেল।
মেল মেল বলে সবে করেছে বেমেল॥
সে মেলে সে মেলে কি না আসে যে ফিমেল
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার?
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে।
পড়েছে রাজ্যের ভার পিসীমার হাতে॥
সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নর।
কোনদিকে ছোট নন্, ছোট গবানর॥
ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয় লঘু।
একজন বনবিবী আর জন ঘুঘু॥
কেহ কয় শুন ভাই আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি আছে যত জন॥
তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন।
তবেই হইবে গ্রাহ্য এই আবেদন॥
চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত॥
আর জন বলে ভাই এরূপে কি পারিবি?
যেওনা রে বাপ বাপ সেখানেতে হার্‌বি॥
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মার্‌বি।
চাকরীর দফাটি কি একেবারে সার্‌বি?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে নার্‌বি
হার্‌বিরে হারবিরে, হারবিরে হার্‌বি॥
কেহ বলে হারবি কি হারবি ধরিনে।
"ডরিনে" ডরিনে আমি "ডরিনে" ডরিনে॥
ডালহৌসী তারে বলে ডালে হৌস্ যার।
কতদিকে কত আছে ডালপালা তার॥
এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র মূল রাখে গাছে॥
অমূল বুঝিয়া যদি মূল যায় ধরা।
ধরা বাৎ বাজামাৎ ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত এরূপ প্রকার।
হেনকালে পাইল সঠিক সমাচার॥

শ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ লক্ষ করি।
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ ধরি॥
এক পক্ষ ছুটী পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অভীষ্ট লাভ এমন কি হয়।
হয় নাই হইবে না হইবার নয়॥
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের জয়॥

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য

শরদের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয়।
কু-আশার ধ্বজা তুলে করিলেন জয়॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে করি আরোহণ।
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন॥
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন, দীন দিনপতি॥
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে হয়ে জরজর।
শাতভয়ে অগ্নিকোণে গেল দিবাকর॥
হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করের দুঃখ।
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।
তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে অভিমানে মরে॥
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাক।
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক॥
কিছুমাত্র দুঃখ নাই মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে॥
দ্বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি॥
শূন্যচর সহচর সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে॥
রাজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী।
চঞ্চু পূরে শস্য খায় দস্যুবৃত্তি করি॥
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পূরে খায়।
[illegible] বাসা ভালবাসা আশামাত্র তার॥

স্বভাবে অভাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব নিজ নিজ দলে॥
পেয়ে শীত বিকশিত বাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত বিহঙ্গের কুল॥
পরস্পর লাগে যদি বিবাদের চোট।
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ঘোঁট॥
দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে আহার বিহার
ক্ষেতে পড়ে খেতে পায় কত তায় সুখ
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দুঃখ॥
অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে সুকৃতি-সাধন॥
পাখী, পশু, কীট আদি যত যত প্রাণী
মানুষের চেয়ে সবে ভাল বোলে জানি॥
বড় বোলে অভিমান কিসে করে নর?
নানারূপ দুঃখ যার মনের ভিতর॥
একেতো অভাব তায় রিপু বলবান্।
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান?
স্বভাবে শোভিত সব অনুকূল ধাতা।
নানা শস্য পরিপূর্ণ বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যূহ পরিপক হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির
ঋষির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে মস্তক দুলায়॥
ফুর ফুর বাজে বাদ্য বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর ঝুর রবে॥
কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার।
শস্য শিরে দৃশ্য ভাল ঊষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায়, পরিপূর্ণ আশা।
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা।
জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু।
রত্নগর্ভা বসুমতী শস্য তার বসু॥

রিল ধরণারে ধনের ভাণ্ডার।
মূল শাক আদি শস্যের আধার॥
ধারণা গুণ কত ভাব তায়।
রে ধরা ধরে যাহার কৃপায়॥
এই ধরাধামে যে দিয়েছেন ধান।
পদে নত হয়ে কর গুণগান॥
(সূর্য্য) যদি না করিত অন্নের সৃজন।
পে বাঁচিত তবে জীবের জীবন?
তে হয়েছে এই শরীর-ধারণ।
কিছু করিতেছি অন্নের কারণ॥
তে অন্নের দাস হয়েছে সকল।
বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল॥
ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে।
াব জঠর-জ্বালা কে জুড়াতে পারে?
ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম এই জেনো সার।
বে করেন বিভু অন্নেতে বিহার॥
র যে কত গুণ নাহি তার সীমা।
মুখে কত কব অন্নের মহিমা?
নাই তুমি নাই উনি আর ইনি।
তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি॥
দায়েতে দেখ হইয়া কাতর।
জলধিজলে ডুবিতেছে নর॥
মুখেতে হায় ভয় নাই মনে।
সে হাত দেয় সাপের বদনে॥
ধনের সার অন্ন মহামণি।
ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি॥
যে অনুরাগ সর্ব্বে মনে রাখো।
লে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থেকো॥
ম পেকেছে মাঠে নাম যার গম।
তণ্ডুলের কাছে নন কম॥
গুণময় শস্যের প্রধান।
রসাল" হয়েছে অভিধান॥
ম্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে।
(গম) প্রিয়তম সকলের কাছে॥

দেবতার প্রিয় খাদ্য সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে॥
দুধেগমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি।
ছেলে বুড়া সকলেরি ভোজনেতে রুচি॥
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে॥
যত খায় তত মন থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে অন্ধ হয়ে লোভে॥
পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।
দড়ী ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার?
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।
বিশেষতঃ রাজপুরে বৈদিকের দল॥
যত পায় তত খায় তত লয় তুলে।
কর্ম্মীর কুলায় কিসে ভাবেনাকো ভুলে॥
আচার বিচার আর কিছুই না করে।
দইমাখা লুচিগুলা নিয়া যায় ঘরে॥
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁচড় পূরণ করে হাঁড়ি থেকে কেড়ে॥
রবাহুত রেয়ো-ভাট শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে উদরপালন॥
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।
কে দিলে "রাঘব" নাম রাঘব রাঘব॥
খাজা গজা আদি করি সুখের মিঠাই
এই গমে জন্মলাভ করেছে সবাই॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার।
যে না পায় তার তার বৃথা জন্ম তার॥
ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে।
খোট্টারা কেবল বাঁচে পুরী রুটী খেয়ে॥
সেট আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যারা।
রুটী ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাঁরা॥
রুটী আর বিসকুট সাহেবের খানা।
কেক নামে সুজিতে মেঠাই করে নানা॥
ভুমিতলে না হইলে যবনের চাষা।
যবনের দেশে সবে প্রাণে যেতো মারা॥

একবার দেখে এসো পৃথিবী ঘুরিয়া।
কতলোক বেঁচে আছে গোধুম খাইয়া॥
অন্নরূপে যে বাঁচায় জীবের জীবন।
"ব্রহ্ম" বোলে সম্বোধন কর তারে মন॥
কি একের প্রভাকরে প্রেমভাব ধর।
অবনীরে একবার প্রণিপাত কর॥
গুণ দেখে বুঝে লও গোধূমের গোড়া।
নিদানে লিখিছে দেয় ভাঙ্গা হাড়
যোড়া॥

বলবীর্য্যরুচিকর দেহ-হিতকর।
স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর॥
শীতল অথচ স্বাদু মন স্থির করে।
গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে॥
ভোগীর ভোগের ধন সুখের আহার।
রোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার॥
শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর।
ধান্যরাজ নাম তার দেখিতে সুন্দর॥
বাতাসে দুলিছে ডগা করি ঝরঝর।
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর॥
চুমকিজড়িত চারু পিতাম্বর চেলি।
কেলি (পৃথিবী) যেন তাই পোরে
করিতেছে কেলি॥

এ যব দোষের নয় গুণের কেবল।
মেহ পিত্ত কফ হরে মধুর শীতল।
নানা কর্ম্মে হিতকর নানা গুণনিধি
নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে।
বঙ্গদেশে বাড়ে মান চড়কের দিনে॥
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান।
যে তারে পোষণ করে রাখে তার প্রাণ॥
এখন তখন নয় বুঝে যদি খায়।
যবে বল যবে বল চিরকাল পায়॥
সুখের শিশিরকালে কৃষীর কৃপায়।
অড়হির তরু চারু কিবা শোভা পায়॥

শাখা নেড়ে দুলিতেছে বায়ুর বিক্রমে।
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে॥
আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীর উদর।
কতরূপ ঘোর ঘটা জটার ভিতর॥
মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম।
সকলের বলদাতা অবলের যম॥
কাছে যেন নাহি আনে পেটরোগা দলে
খেতে সুখ কিন্তু দুখ বুক বড় জ্বলে॥
এ প্রকার মুখপ্রিয় ডাল নাই আর।
নিত্য যেন খায় সেই অগ্নি আছে যার।
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥
ভীমের সমান তারা বলে ও আহারে।
ডাল রুটী যত পারে কোসে কোসে ম
কফ পিত্ত বাত শ্লেষ্মা যে করে সংহার।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার॥
এ দোষ দোষের মাঝে করিনে গ্রহণ।
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন॥
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত।
অবশ্যই তাতে আছে নানারূপ হিত।
ক্ষেত-ভরা খেঁসারী পেকেছে এই
কাটিছে ছাঁটিছে সব হাসিতে হাসি
মাড়িছে ঝাড়িছে ধুলা ঝাড়িছে গোল
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলা
গরিবের গুণনিধি অশেষ বিশেষে।
অতিশয় সমাদর বাঙ্গালের দেশে॥
পূর্ব্বদেশী বড় বড় যত জমীদার।
কেবল খেঁসারী ডাল করেন আহার
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে
সে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে ত
আস্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে
মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে
কনকের নিভা হরে চণকের ফুলে

ফুলেতে ধরেছে ফল গুটী গুটী সুঁটী।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই।
এমনি মুখের স্বাদ আর নাহি পাই॥
কাঁচার খিচুড়ী তার সুধার অধিক।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক॥
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার।
বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা ভার॥
অগ্নির দীপন করে ভিজে হলে পর।
বল-বর্ণ-রুচিকর বাতপিত্তহর॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত পিত্তরোগহারী॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা দাঁত আছে যার॥
ঘোড়ারা এ ছোলা লয় পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য বহুগুণ ধরে।
অগ্নিজোর না থাকিলে বিপরীত করে॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া যে করে আহার।
সে ছোলো আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার॥
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয়॥
ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর।
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাস-কাসহর॥
বলবৃদ্ধি করে করি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্যবিধি পীনসে বিশেষ॥
শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।
ফলের আদর ভারী ঠাকুরের ঘরে॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর।
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর॥
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায়॥

আর কেন ? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ।
খোয়া খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ॥
'রাজমাষ' নাম তাঁর বরবটি যিনি।
ছোলা আর মটরের গোষ্ঠীপতি তিনি॥
সারক যে রুচিকর অতি মনোহর।
কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর॥
পূজার নৈবেদ্যে তাঁর আগে আগমন।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন॥
ইথে যদি না হইত কুশল সাধন।
কখনই হইত না বীজের সৃজন॥
মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার।
শরীর হয়েছে কিবা শোভা'র ভাণ্ডার॥
জটিল সে তরু বটে কুটিল তো নয়।
এমন সরল বীজ আর নাকি হয়॥
সুপশ্রেষ্ঠ ভক্তিপ্রদ রসোত্তম আর।
সুফল বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য মুগের অঙ্কুর।
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর॥
ঔষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান।
জ্বরহর শুভকর বল করে দান॥
সকলেরি শোনা আছে সোণামুগ ভাই।
এ সোণার নিকটেতে সোণা হয় ছাই॥
মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর ?
সর্ব্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার॥
স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয়।
সদাকাল সমভাবে রুচিকর হয়॥
লাউ দেও মূলা দেও থোড় দেও ফেলে।
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে॥
এই শীতে মুগের খিচুড়ী যেই খায়।
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায়॥
মুগের মগধ লাড়ু মেঠায়ের রাজা।
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা॥
এ মুগের ভাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ।
বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ॥

ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ নাম।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহুগুণধাম॥
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব।
মনে জ্ঞান যোগ কর ভোগ কর সব॥
কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে।
তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে॥
চাষার আশার ধন তেমন কি আছে?
অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাছে॥
সুচারু শ্যামল রূপ ধরিয়া কলাই।
দূর করে উদরের সকল বালাই॥
আদা দিয়া হিঙ দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল॥
গরীবের গুণনিধি মধুর ভোজন।
মুখে দিতে উলে যায় খুলে যায় মন॥
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার।
কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর?
কাঁচা খায় ভাজা খায় রুচি যার যাতে।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে॥
গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো।
সমভাবে সকলেই কলায়ের ভেড়ো॥
অতিশয় দুঃখ সয় বায়ু বাড়ে টানে।
কলাই না খেলে তারা মারা যায় প্রাণে॥
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই।
পাকে লঘু সমুদয় পেটভোরে খাই॥
সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ী।
কুমড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি॥
সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে মেহ হরে বৃদ্ধি করে বল॥
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোসাভরা ভিতরেতে দানা॥
সেইরূপ ভাব ধর সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও বাহিরে কি করে?
মসূর অসুরভোগী সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে নাহি তার সম॥
গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা।
তরুণ অরুণ তনু টুক্‌টুক্ রাঙ্গা॥
ভাতে দেও ডাল রাঁধো ব্যয়ের সুসার
খাঁড়ির খিচুড়ী খেলে ভুলিব না আর।
যূষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।
কফ পিত্ত জ্বর নাশে নাশে অতিসার।
কর ভাই মসূরীর গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার।
সরু সরু তরু সব চারুকলেবর।
নবঘন শ্যামরূপ দৃশ্য মনোহর॥
জটিল রামের ন্যায়, শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা পেটে যায় যটা॥
নিজে বটে ছোট কিন্তু দানাদার ছেলে
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম ঘণ্ট কোরে খেলে।
আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই দুটী।
বলি হারি যাই তোরে মটরের সুঁটি॥
সুঁটির খিচুড়ী করি খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন
কাঁচার নিকটে নয়, পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম পেয়েছে মটর॥
ভাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা
পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা
মেঠো গাঁয়ে চলে যারা কাঙালের ছেলে
অনেকেই পেট পালে মটরের ডেলে॥
কষা আর রুক্ষ বটে ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দূর॥
পীড়িতের পক্ষে যদি শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের উপকারী হয়॥
শিশিরসময়ে দেখ কৃষীর কুশল।
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল॥
অতসীর ফুলশোভা যাই বলিহারি।
হেরিলে নয়ন আর ফিরুতে না পারি॥
ফলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার।
হেরে হয় সুখোদয় আলোয় আঁধার॥

বীজের নিজের গুণ উষ্ণভাব ধরে।
কফ-পিত্তকারী বটে বায়ু নাশ করে॥
মদগন্ধী, মধু স্বাদু পাকে কটু খেলে।
বায়ু, কফ, কাসদোষ নাশে এর তেলে॥
কত মতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন॥
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাঁই।
দিশা হয়ে তিসি আর আমরা না পাই॥
মসিনার ক্ষুদ্র বীজে যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তকণ্ঠে গাও তার যশ॥
যে বীজের তরু এই অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ কিরূপ প্রকার॥
বসুমতী রসবতী যাঁহার কৃপায়।
হায় হায়, কি কহিব কত রস তায়?
সে বীজের তেলগুণ কহে সাধ্য কার?
রবি, শশী, তারা আদি আলো হয় যার॥
নয়ন প্রফুল্ল হয় গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবের হাটে॥
শরদ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে॥
মনোলোভা কিবা শোভা ছটা তার জ্বলে।
দামিনীর হার যেন জলদের গলে॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক দিয়া রখিয়াছে যশ॥
সরিষার সার অংশে ব্যঞ্জনের তার।
অসারে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার॥
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কৃপায়॥
শাদা, কালো আদি করি নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের উপকার করে॥
বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ।
কফ, বাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ করে নাশ॥
গুল্ম আর কণ্ডুরোগ দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ?

বীচির ভিতরে রস আলোর আধার।
"তেল" নামে নাম যার হয়েছে প্রচার॥
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে॥
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে সকলের প্রাণ॥
যোগী, ভোগী, রোগী রাজা দীন হীন জন
সকলেরই করিতেছে মঙ্গলসাধন॥
বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব নাহি বুঝে কেহ॥
ওরে নর! পাইয়াছ মনোহর দেহ।
মনেরে পাষাণ করি বার কর স্নেহ॥
সরিষার স্নেহ দেখে দ্রব্য হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল মিছে দেহ তবে॥
কর কর প্রণিধান মানব-সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কৌশল॥
পরস্পর স্নেহ-রসে সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই স্নেহরূপ রস॥
ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়াছে তিল।
হেরে আঁখি ফিরাতে না পারি একতিল॥
অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন।
বাত অর্শ হরে করে বল-বিতরণ॥
সৌরভের দুলোল ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার॥
বায়ুহর হিতকর ত্বকে আর চুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে মরে সেই ফুলে॥
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন সে করে না আর॥
হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ?
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস॥
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাঠ ফেটে উঠে রস, যত কাঠ কাটে॥

দেবের দুর্লভ ধন জীরণের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া॥
না থাকে বিরসভাব রস পেটে পড়ে।
বিন্দু পান, যদি পান প্রাণ পান ধড়ে॥
সে জলের ভাল ধর্ম্ম মর্ম্ম তায় গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়া-জালে জালে হয় গুড়॥
আমাদের ভাগ্যদোষে মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ॥
লোভ ভারী আবকারী যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর-রসে বসাইল কর॥
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে॥
মূল্য দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে।
একচেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে॥
মাদকতা-শক্তি নাই পেটভরে খেলে।
বিবাদী হইল তায় ফলনার ছেলে॥
গুণ দেখে অভিধানকর্ত্তা গুণধাম।
খেজুর গাছের দিলে, 'হরিপ্রিয়া' নাম॥
রসের যশের কথা না হয় প্রকাশ।
দেহ করে বলবান্ মেহ করে নাশ॥
বায়ু হরে, মল-মূত্র করে পরিষ্কার।
রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার॥
গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর?
সুবাসে আমোদ করে মধুর আগার॥
নূতন খেজুরে গুড়ে দেবতার সক।
নাম শুনে জল সরে নোলা লকলক্॥
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাকি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে?
যাতে মন সুখদ 'পয়ড়া' গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে॥
'ভোজালের পাটালি' যে খায় একবার।
কখনো সে ভুলিতে পারে না তার তার॥
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম অতি প্রেমকর॥

এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের আহার॥
বায়ু পিত্ত হরে করে মূত্রের শোধন।
চিনি আর মিছরীর করিছে সৃজন॥
মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদিত।
বিশেষেতে লেখা তাই না হয় উচিত॥
দেখহ খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে॥
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় প্রাণ।
খেজুরের মাথি নানা গুণের নিধান॥
কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল।
মানবে শিখান প্রভু রুণা-কৌশল॥
শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাস।
অবনীতে অধিষ্ঠিত, এই কয় মাস॥
ফল মূল রস খান সাধ যত আছে।
নিশাযোগে নিদ্রা যান, শ্রীফলের গাছে॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি তাহে স্নান করি।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু বস্ত্র পরিহরি॥
স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার।
পাপে পাপে রস ভরা মিষ্ট তার তার॥
খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ।
বাহু তুলে স্বর্গপুরে নাচে তার বাপ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর মনে ভালবাসি।
আকেরে দিলেন স্থান পুণ্যধাম কাশী॥
কি বুঝিবে মর্ম্ম গূঢ় যত সব মূঢ়।
বানে ঢুকে বৃষারূঢ় জ্বাল দেন গুড়॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে শোভা বাড়ে তার।
কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার॥
শিবের সৃজিত বস্তু নাম হলো চিনি।
সাহেবেরা শিরে ধরে ভালরূপে চিনি॥
মহৎ কে আছে আর আঁকের মতন?
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পাড়ন॥
যত পার তত খাও দেও দেও পেটে।
সুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে॥

গেঁটে গেঁটে রস ভরা রসের আধার।
'মধুতৃণ' 'মহারস' নাম হলো তার॥
গোড়া আর মাঝখানে সুধা আস্বাদন।
গেঁটেতে লবণরস মাথায় লবণ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই মধুময় ঘাসে।
বপুবাসে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে॥
গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান।
'শিশুপ্রিয়' অভিধান দিলে অভিধান॥
কি চিনি? কি চিনি আমি কি কব বিশেষ।
সবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ।
ভাতে খাও যাতে খাও দুধে আর জলে।
চিনি বিনা মানুষের আহার না চলে॥
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময়।
ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয়॥
আহার ঔষধ চিনি অতি হিতকর।
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর॥
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন কোথা পাব আর?
আকের মিছরী হয় অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি কিছু নাহি দোষ॥
আখে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায় মিছরীতে লয়॥
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব সার উপদেশ॥
কর্ম্ম হতে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম হতে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান॥
কামনার রস গুড় দিওনাকো মুখে।
পরম পীযূষরস পান কর সুখে॥
চারু তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে।
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে॥
শাদা কালো নানা রূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম॥
বোঁটা-রূপ চারু চূড়া কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে॥

পতিতপাবন নাম মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে॥
চড়্‌চড়ি সড়্‌সড়ি পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা॥
অল্প দরে বহু মিলে গোষ্ঠী শুদ্ধ বাঁচে।
গরীব নোয়াজ নাম গরীবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে।
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে॥
বেগুণ সগুণ ইথে অগুণতো নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভোরে খাই॥
যে করেছে বেগুণে এ গুণের নিধান।
নিতে নিতে তার তার গুণ কর গান॥
গোড়া সরু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥
মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলো।
রোগাপেটে গে[illegible]লে যেতে হয় চুলো॥
একদিন বাবাজীরে করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয় সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তাঁর সমাদর বাড়ে।
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে॥
দুইমাস সাহেবেরা সুখে পেট পালে।
নিয়ত হাজির করে হাজিরের কালে॥
জলপানে সমাদর সকলের স্থানে।
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে॥
গোষ্ঠীপোষা ব্যঞ্জনেতে বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
রুচি মূলা রুচিকর ত্রিদোষ-নাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু পিত্তের জনক॥
শোথ বাত শ্লেষ্মা নাশে শুকাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে॥
মূলাতে হিঙের গুণ আছে অবিকল।
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল॥
মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার মূল পরিচয়॥

মূলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল ॥
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে মূল রাখ ভাই ॥

প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ ॥
কখনো মাচায় বাস কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে ॥
বড় বড় ধনীলোক জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন তেতালার ছাতে ॥
পড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তাই মাটীতে শয়ন ॥
সীতার শ্বশুর যিনি দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ ॥
চিঙ্গড়ীর সহ যোগ লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে ॥
মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে বাসবের শচী ॥
কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেলা।
ডাঁটা খোসা আদি কিছু নাহি যায় ফেলা ॥
ভাতে কিম্বা ঝোলে ডাঁটা যুক্ত হলে মাছে।
তেমন সুখাদ্য আর জগতে কি আছে?
নিরামিষ লাউ লাগে সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ অতিশয় মান ॥
ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে ॥
একমুখে কি কহিব কত গুণ ধরে?
শুকাইয়া 'বচ' হয়ে কাস নাশ করে ॥
যোগী ঋষি সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান তুম্ব করি সার ॥
জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে জীবিকা-সাধন ॥
তানপূরা বীণাযন্ত্র মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে সর্ব্বমূলাধার ॥
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য বীণার সাধনে ॥
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার সকলি সফল ॥

মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা ॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হলে কই?
যত পাই তত খাই আরো বলি কই?
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি ॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে যেরূপেতে খাই ॥

বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন মছলন্দ পাতা ॥
পেটে দেয়া দূরে থাক্ দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি ॥
অল্প ভাগ কটু আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল ॥
বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি ॥

চুখায় চুখায় মুখ সুখ কব কত?
হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত ॥
অতি অম্ল উদ্দ করে অগ্নির প্রকাশ।
শূল গুল্ম আম বাত শ্লেষ্মা করে নাশ ॥

অপরূপ বস্তু এক মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে ॥
কচুর সমাজে তার অতিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান ॥
মানদাস বাবাজার অভিমান নাই।
পরিমাণে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই ॥
মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হলে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে?

ঝোলের সহিত দেখে মানের এ মান।
পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান ॥
মানের মানের কথা কি কহিব আর?
আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
শোথহর পিত্তহর পাকে স্বাদু লঘু।
এ মানে যে নিন্দা করে তারে বলি 'রঘু' ॥
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে মানে দেও ছাই ॥
দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মত উঠনাকো ফুলে ॥
এই মান মানে করে আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে তখনি নিপাত ॥
মৃত্তিকায় জন্ম লয় গাছ যেন লতা।
একমুখে কত কব মহিমার কথা?
পূর্ব্বে তার বাস ছিল ইংরাজের দেশে।
'গোল-আলু' নাম হলো বাঙ্গালায় এসে ॥
সাহেবেরা 'পটাটস্' নামে নাম ধরি।
খানায় আনায় তারে সমাদর করি ॥
মটনের অগ্রভাগে ধরে তার ডিস্।
সুখে দিয়ে বুকে কাঁটা মুখে করে পিস্ ॥
কাঙালের ত্রাণকর্ত্তা অধমতারণ।
অনেকের হয় তাহে জীবন-ধারণ ॥
কিছু যদি নাহি পাই মরিনেকো দুখে।
গোটা দুই ভাতে দিয়া ভাত মারি সুখে ॥
ভাতে দিই যাতে দিই তাতে হয় রস।
গুণভরা দোষ নয় আলু 'পটাটস্' ॥
ইউরোপে কোটি কোটি শ্বেতাকার নর।
কেবল নির্ভর করে আলুর উপর ॥
মাস রুটী নাহি পায় দীন হীন জন।
আলু খেয়ে করে শুধু জীবন-ধারণ ॥
গুণে লঘু সুধাস্বাদু বলে করে দান।
অবিকল গুণ ধরে অন্নের সমান ॥
শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লতায় ॥

শরীরে সংলগ্ন শির অসির আকার।
শুক্তরসে যুক্ত হলে সমাদর তাঁর ॥
শীতল অথচ রুক্ষ পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয় ॥
ভুঁই ফুঁড়ে 'পুঁই গাছ' হইয়াছে খাড়া
অধমতারণ নাম ধরে তার খাড়া ॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিংড়ীর সহ হলে যোগ।
সুধার আস্বাদ হয় সুখের সুভোগ ॥
ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয় স্নিগ্ধগুণ ধরে ॥
পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপ'র ॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত মনোহর কলি।
তিন যুগ জয় করি ধ্বজা তুলে কলি ॥
যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা।
তাঁহার সংযোগ বিনা, জাঁকেনাকো খানা ॥
লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে ॥
পাকে আর রসে প্যাঁজ উষ্ণ নাহি হয়।
বল-বীর্য্য করে আর বায়ু করে ক্ষয় ॥
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার ॥
প্যাঁজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ ॥
শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্।
মনোহর বৈকুণ্ঠ ভবন যাঁর স্থান ॥
বিষ্ণুর করেতে থাকি, না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত ॥
চক্র করি চক্র তার কেটে দিলে নাক।
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাঁক ॥
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার দুঃখিত অন্তর।
লজ্জায় লুকায় মুখ মাটীর ভিতর

সুধাময় রসে করে, ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন?
বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন যাঁর সহোদর দাদা॥
বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠ গুণ তার।
কাঁচা পাকা দিই মুখে সুখের আহার॥
ভাজা পোড়া ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে খাব তাতে পাব সুখের সুভোগ॥
পাকে লঘু গুণকর দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই॥
কমলা কমলারূপে অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই ছিলেটের নাম॥
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ টুপিধারী যারা।
টেবিলেতে বেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তাঁরা॥
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে।
অন্য ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে॥
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর মুখের সম্বল॥
আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কথা কয় বোবা॥
সুমধুর মিষ্ট তার গুণ কব কত?
রসনা রসিক হয় রস পায় যত॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবের ছাইপেড়ে কাটি।
এমন আমড়া ফলে কেন দিলে আঁটি॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ-দোষ আম্রাতক ধরে।
বল করে তৃপ্তি করে পিত্ত কফ হরে॥
চালতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস॥
আমাদের নিকটে আদর অতিশয়।
পূর্ব্বদেশী লোকে করে যম বোলে ভয়॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ-সুখ মুখে কব কত?

নূতন নোলেন গুড়ে অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায়॥
তারে তারে টেঁক্ গিলে খেতে লাগে খাসা।
রসনা রসিক হয় গন্ধে মাতে নাসা॥
টক বটে কষা বটে অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দূর॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধিকর অতি স্বাদু কল্পতরু॥
চালিতার অম্বল যে জন নাহি খায়।
ধিক ধিক ধিক তার ধিক রসনায়॥
পেকে হলো কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয় পাকার সময়॥
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ॥
শ্রমজাত তৃষা ক্লশা হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয় তারে তাবে খেলে॥
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর?
পাতাপোড়া বদে নাশে রক্ত-অতিসার॥
বৃক্ষের উপরে হেরে নানা কুল কুল॥
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কুল॥
পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা।
কুলেতে অকুল লোভ বীচি নাই বাছা॥
পবনের পুত্র প্রায় অভিলাষ ভোগে।
উদর ভবনে ছাড়ে লবণের যোগে॥
রিপুর পঞ্চমে যার নারিকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই নারিকুলে কুল॥
বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার।
কোন ক্রমে নাহি থাকে কুলের আচার॥
গুণেতে বদর বায়ু পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর মলের রেচক॥
কুলের মহিমা কথা কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে করে বলক্ষয়।

রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার-ধর্ম্ম যেন রয় ॥
এ কুলের কর্ত্তা যিনি তাঁর নাই কুল।
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল ॥
কুল দিয়ে কুল দিয়ে, যে ধরে না কুল।
অকুলসাগরে কর, তারে অনুকূল ॥
অকূলে যে কূল দিলে সেই দেবে কুল।
কুল কুল কোরে কেন হতেছ ব্যাকুল ?
যাঁহার কৃপায় তুমি খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর এ কুল ও কুল ॥
প্রতিকূলে প্রীতি তার নহে প্রতিকূল।
সকল কুলের পতি স্বভাব অকুল ॥
মনে যেন অভিমান আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু তাহে কর লয় ॥
সকলের সার মেয়া ফল অতি খাসা।
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ডাঁসা ॥
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি ॥
সাঁস বীচি দূরে থাক খেলে পরে ছ
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল ॥
পাকা ফল পেয়ে পরে বৃদ্ধ লোক যত।
চুষে চুষে রস খায় যশ গায় কত ॥
বালকেতে যাহা পায় তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাত লয় মাতৃস্তন ছেড়ে ॥
ডাঁসার আদর অতি যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি বোসে থাকে গাছে ॥
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্ব্বণের কালে।
কোরে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গালে ॥
কিন্তু পায় তার তার রদনবদন।
আপনার অন্তহীন হইলে মদন ॥
এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞানলোপ।
মদন হারায়ে অস্ত্র প্রকাশে প্রকোপ ॥
নপাঠ, নপাঠ হলে, মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ কত রঙ্গ বাড়ে ॥

এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই দ্বেষে।
পেয়ারা পেয়ারা হলো, বেয়ারার দেশে ॥
সে দেশের খোট্টালোক খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে ?
ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।
তোমার আদর বল কি জানিবে তারা ?
বাঙ্গালী আছেন যাঁরা তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গ-দোষে অঙ্গহীন হয়েছে বিরূপ ॥
স্বদেশের প্রতি আর স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন, বাই যার বাই ॥
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের জলে।
আধা ভেরি মেরি বাৎ খোট্টাচেলে চলে ॥
মাছ ভাত খায় যারা তারা চলে বেঁকে।
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে ?
এদেশে বাঙ্গালী বাবু ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড় ॥
সেখানে তোমায় কেহ জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে সোণার থালে বালাখানা ঘরে ॥
আমরা গরীব অতি সোণা রূপা নাই।
ফলত সুফল তুমি তোমারেই চাই ॥
আস্বাদন এক রূপ সম সুখ খেতে।
তোমারে ধরিব বুকে ছেঁড়াচট পেতে ॥
নিয়ত হাজির আমি আঁজির তলায়।
ইচ্ছা করে কোসে খাই গলায় গলায় ॥
ডাঁসা খেতে খাসা লাগে কত তায় সুখ।
এখন পড়েছে দাঁত এই বড় দুখ ॥
চর্ব্বণের সুখ যত করিলে সংহার।
হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমার ?
যে মুখে পাতর কেটে করিয়াছি চূর।
এখন হইল তার অহঙ্কার দূর ॥
বদন বৃথায় হয় রদন বিহনে।
অদনের সুখ আর হইবে কেমনে ?
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা।
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা ॥

এ দাঁতে বিশ্বাস কিছু নাহি করি আর।
ভাঙন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার?
এ কটা যদিন আছে যেরূপেতে পারি।
কত চেবা কত গোলেমালে সারি॥
একেবারে হইব না এই সুখহত।
আদ্‌বুড়া-কালে খাব আদ্‌পাকা যত॥
শীতল সুস্বাদু অতি ফল অগ্নিকর।
মুখের বৈরস্য হবে বহুগুণধর॥
নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ক্রিমি শূল।
হৃদয়ের পীড়া নাশে হয়ে অনুকূল॥
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম।
তার লয়ে তার পায় করহ প্রণাম॥
দুই কন্যা অরূপ রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে বেদানা সুন্দরী॥
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে॥
স্থিরচক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে।
এমন মধুর ফল আর নাকি আছে॥
[illegible]ত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বীচি যায় বাদ॥
ক বলে রসিক বিধি অতি রসময়?
[illegible]সময় হলে পরে হেন কেন হয়?
সবোধ নাই তোর তাই বলি ছি ছি।
[illegible]ধাতা এমন ফলে কেন দিল বীচি?
উদর পবিত্র হয় যার রস খেলে।
খতে খেতে তার বীচি দিতে হয় ফেলে!
ভাবের অস্ত্রযোগে অপরূপ কাঁটা।
[illegible]রু বর্ণে বিভূষিত চউচির কাটা॥
ষ্টমাত্র বোধ হয় কে দিয়াছে কেটে।
মন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে?
রসিক লোক সব করে অনুমান।
শ-দোষে দাড়িমের নাহি থাকে মান॥
নাদার নহে যত খোট্টা তালকাণা।
[illegible]ভিমানে ফেটে তাই দেখাতেছে দানা॥

পুনর্ব্বার ভাবি আর এ প্রকার নয়।
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয়॥
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কাঁটাময়॥
মানিনী রূপসী রামা আপনার দুঃখে।
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে॥
দান করি ভাণ্ডারের সকল রতন।
একেবারে করিতেছে শরীর পতন॥
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে করে "আয় আয়॥
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর প্রসূতির স্তন?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু সুধাসিন্ধু একবিন্দু রসে?
আমার মধুর রস একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেকো জননীর ছেলে॥"
শুন রে দালিম এই করি নিবেদন।
আমাদের প্রতি কর প্রীতি-বিতরণ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদের ফল।
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল॥
বড় বড় বাঙ্গালীরা যত বাবু ভেয়ে।
গাহিবে তোমার যশ গাছপাকা খেয়ে॥
সেইতো শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও॥
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ।
পচা বোলে ঘৃণা করে নাহি খায় কেহ॥
'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।
মণিবীজ রক্তবীজ আর বৃত্তফল॥
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম॥
সকল রোগের পথ্য পাকা হলে পর।
ত্রিদোষ বিনাশ করে হরে দাহ-জ্বর॥
শুক্র বল বুদ্ধি করে তারে সুমধুর।
হৃৎ-কণ্ঠ মুখরোগ সব করে দূর॥

শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হয়।
কাস কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয়॥
শ্রম হরে রুচি করে অগ্নি করে পাকে।
দাড়িমের মহিমা জানাব আর কাকে॥
কেবল মধুর হলে হিত করে কিছু।
হইলে অম্বলমধু পিত্ত করে কিছু॥
পিত্তের জনক হয় হলে পরে টক।
ফলত সে ফল বাত-কফের নাশক॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন।
তাকায় সেদিকে কেটা পাকায় যখন॥
ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়॥
দিশীতেই খুসী কত্ত দেখি যথা তথা।
পাপমুখে কি কহিব "বেদানার" কথা?
সাধুরে "কাবেল" তোর সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই অঙ্গলের ফল॥
বেদানীর দানারস পেটে যায় যার।
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার॥
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ।
পাতা ছাল শিকড় ঔষধে প্রয়োজন॥
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর ফলের বিচার॥
চাকো চাকো রস লও ফল হাতে লয়ে।
ভলে আর বেড়ায়ো না "ফলচাকা" হয়ে॥
তবেই সফল সব যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল॥
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে।
দেখিতে না পাই গাছ, কত দূরে আছে॥
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে?
ফল ধোরে ফল পাবে, ফল নাই গাছে॥
অনেক যতনে তোরে রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণ সুশোভিত পাতা
মনোহর কলেবর অতি সুখদাতা॥

হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছ তাঁরে কোরে হেঁট মাথা॥
থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা, সকল শরীরে
কেমকের ছাতা যেন, প্রকৃতির শিরে॥
থাকে না রসের লেশ, নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হয়ে যাও পাকিবার আগে॥
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখা॥
যার বাড়ী বাস কর সিদ্ধ যার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই তোর মত মিটে॥
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথা গুড়পিটে?
ছোট ছোট কুঁষ চুসি মুখে দিয়ে ছিটে॥
যত খাই তত আরো সাধ নাই মিটে।
বীচিভরা সমুদয় কত পাব সিটে?
মনে মনে অতিশয় খেদ আছে ভাই।
পাখীর দৌরাত্ম্যে নাহি গাছপাকা পাই॥
এমন বজ্জাৎ চোর আর নাকি আছে।
উড়ে এসে জুড়ে বসে সমুদয় গাছে॥
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।
ভোজ্‌পুর কোথা আছে তাদের নিকট?
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পায়।
যোগেযাগে জাগ দিয়া তোমায় পাকায়॥
যেরূপেতে পাক তুমি ক্ষতি তাহে নাই।
আশার সময়ে তোরে খেতে যেন পাই॥
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কফোধেতো যত॥
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে।
বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে॥
পবনের প্রবলতা আমাদের খেতে।
কোনরূপে ভয় নাই কত সুখ খেতে॥
শিশিরে দোফলা তুমি অতি সুমধুর।
মুখে গিয়ে অরুচির রুচি করে দূর॥
এসেছে কাবেল হতে সুধার আঙ্গুর।
মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙ্গুর॥

সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর।
তুলার তোষক গদী করে থর থর ॥
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল।
রুচির রজতরূপ করে ঝলমল ॥
বহুমূল্য ফল এই তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে স্বাদ লয় ভাগ্যধর যেই ॥
গরীবে জানে না নাম দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে রাম বলে উঠে দেয় ছুট ॥
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে ?
সুরসের উপমেয় হবে এর কাছে ?
মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোষ ॥
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার।
দেহ যার সুস্থ তার সুখের আহার ॥
গালে দিয়ে স্থির হবে যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার ॥
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর ॥
সুখের সুফল পেস্তা বীচি নাই বাছা।
কুট্ কুট্ দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে ॥
পেস্তার মেঠাই অতি, উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম আর কিছু নয় ॥
পাকে গুরু, গুণেতে গরম অতিশয়।
বল-বীর্য্য বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয় ॥
আর আর যত মেয়া পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে ॥
কত তরী সুখভোগ যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার ॥
'কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে মানস সফল ॥
তাম্রকুট তরু চারু দৃশ্য সুখ তায়।
সার সারি বাতাসের সুরে সারি গায় ॥

এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা ভার।
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার ॥
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক্ ফুড়ুক টানি গুড়ুকে করিয়া ॥
কত কত মহীপাল উজীর নবাব।
তামাকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব ॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি, উস্কিবার কাঠী ॥
বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া ॥
ধূম্রপান আস্বাদান যে জন না পান ॥
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুরঞ্জিত অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করি, সঙ্গে লন তাঁরা ॥
না লইলে সর্ব্বনাশ নাম তার 'নাস।
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি নাশ ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্যগুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে ॥
বিশেষত ধনীলোকে সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল মাসে পেঁচোয়ার টানে ॥
আল্‌বোলা বোল্‌বোলা বৃদ্ধি খুব পায়।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকুট ভায়া॥
মোটাবুদ্ধি মোটা টান দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা থেলো আর ডাবা ॥
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে ॥
শিশিরে তামাকে টান যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে দিনপাত হয় ॥
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে ধূম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে ?
নাসে নাশে পিত্ত, কফ বায়ু রাখে স্থির।
ধূম্রপানে সুখী হন সকল সুধীর ॥
মুখ-রোগ হরে করে দাঁতের কুশল।
দন্তরোগে রোগী নয় "চুরুটে" সকল ॥

দিবানিশি "পিকা" খায় জালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বুড়া নাই উড়ের মহলে॥
কত সব নারী নর দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ, মুখ-সুখ তারা ভাল জানে॥
রসে তিক্ত, ক্রিমি-কাস-রোগের নাশক।
সততই রুচিকর অগ্নির দীপক॥
গুড়ুকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয়॥
পুলকে পূরিত করে কবির হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয়॥
ভাব হয় অনুকূল বচন-রচনে।
যত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে॥
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক?
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হোক্ সেই গুড়ুকের দাস॥
কফ আমজ্বর হরে শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুঃখ নাই সব দিকে সুখ॥
গীতবাদ্য নৃত্য যারা করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন॥
এ তামাকে যে করিল এত গুণময়।
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয়॥
রসনা বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও হরষিত-মনে॥
কয় মাস খাও মাস উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাছ যতন করিয়া॥
পরিপাক পাবে সব করিলে আহার।
অমল হয়েছে জল ভাবনা কি আর?
নিশিতে নিদ্রার আর কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোক্ পচে তবু না হয় প্রভাত॥
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে ফিরে এলে ঘর।
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর॥
মাস মাছ ডিম খাও রুচি যার যাতে।
সকলি কুশলকর রুটী আর ভাতে॥

এই শীতে "হংসবীজ" অতি মনোহর।
পাকে লঘু বাতহর বলবীর্য্যকর॥
রূপেতে মোহিত করে মহিমা অসীম।
সর্ব্বদোষ নাশ করে এ হাঁসের ডিম॥
সিদ্ধ খাও ভাজা খাও সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও আলুর সহিত॥
অতিশয় রুচিকর এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হলে নিতে হয় দম॥
ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।
মরুক্ সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম॥
বৃথায় রসনা তার বৃথা তার মুখ।
কোনকালে নাহি পায় আহারের সুখ॥
ডিমভরা কাঁকড়া এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয় অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি কি কব বদনে?
মোহিত হয়েছে মন লোহিত বরণে॥
ডিম খাও সাঁস খাও খোসা দেও ফেলে।
বল করে বায়ু হরে পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ সেই দোষ নাশে॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও উপকার হয়।
অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভাল সেই খেয়ে গায় যশ।
মর্কট জানিবে কি সে কর্কটের রস?
জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা।
দাড়ী গোঁপ জটাধারী জামাযোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন গন্ধ নাই গায়।
আগা গোড়া মধুমাখা মধু তার পায়॥
বিশেষতঃ শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন-শিরোমণি॥
গলদা চিঙড়ী মাছ নাম যার মোচা।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।
তাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া॥

ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর?
ত্রিভুবনে নাই হেন সুধার আহার॥
স্বভাবে রোচক হয়ে বল বুদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা পাকে গুরু মেদ পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী চিঙড়ীর ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় চুশো॥
মূলক বেগুণ শাক যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাটা তারে নিয়া তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে?

শুকায়েছে ঝিল বিল খানা সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয়, চুনা বহুতর॥
টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত রাঙা কালো শাদা॥
এই শীতে তারা অতি উপকারী হয়।
গ্রহণারোগের পথ্য নাশে দোষত্রয়॥
স্বাদুরসা লঘুপাকা রুচিকর আর।
বল শুক্র করে করে বাতের সংহার॥
কে জানে অম্বল ঝোল কেবা জানে ভাজা।
যাতে খাও তাতে সুখ যদি হয় তাজা॥

মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর সকল সময়॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে॥
কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।
রুয়ের শ্রীপদতলে সবাই প্রণত॥
কতরূপ সুখোদয় ভোজনের বেলা।
তেল কাঁটা আদি করি নাহি যায় ফেলা॥
কামুকের কত সুখ কুলটার কোলে।
রসনা সে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে॥
পক্কান্নের রাজা মাছ না হয় এমন।
সুধার আধার এই রুয়ের ব্যঞ্জন॥
বল দেয় বুদ্ধ দেয় বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে॥
চক্ষুরোগা যারা তারা গুণ জানে ভালে
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে অন্ধকারে আলে
যাঁর জলাশয়ে রুই থাকে অনিবার।
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার॥

লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখে ভ
কই কই? কই কই? করিছে সবাই॥
কেহ যদি কহে ওই আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই॥
কেহ কয় কাঁটাময় শাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই?
আমি কই এর সম ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই॥
সকল গুনের নিধি দোষ ইথে কই?
যত পার পেট ভরে সুখে খাও কই॥

এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার॥
যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে?
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে,
কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে॥
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার।
অথচ করে না কফ-পিত্তের সঞ্চার॥
মাগুরের ছোট ভাই শিঙি নাম যার।
হিন্দুর নিকটে নাই সমাদর তার॥
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান।
যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান॥

ভেটকী, ভাঙ্গন রাটা পারিসার ঝাঁ
আমলেট্ আদি করি মাছের কি জাঁক
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে দিয়া চুনা দর॥
লোণা গাঙ্গে জন্ম লয়ে এ সকল মীন।
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন॥
সকল সুখাদ্য হয় অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি॥"

...শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার।
...নের যোগেতে হয় ভোগের আহার॥
...বন যাঁহার ভরা ধান্য আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায় যাহা লয় মনে॥
পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।
ভালরূপে খায় তারা এই কয় মাস॥
উঠিয়াছে নেটাবেলে বেলে গুড়গুড়ি।
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুড়ি॥
বেগুণেতে মজে ভাল চড়চড়ি তার।
ভুলি... কি পাবে কভু যে পেয়েছে তার?
...লুনের ... এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয়া জ্বাল॥
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না।
...ন ... আর খাবে না খাবে না॥
...বেন ধনী লোক পেতে নাহি পান।
...র মিঠের জলে বসতির স্থান॥
...গাঙ্গের দূরে থাক সে দেশের দীন।
...আহারে সুখী নহে কোন দিন॥
...জা ... তরকারী ... নেটেবেলে।
...তর ... খেয়ে পেট দেয় ফেলে॥
...যদি গুণ ... খেতে নাহি পাই।
... এখনি নগর ছেড়ে যাই॥
... আমার বাস যে দেশে এ মাছ।
...কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ॥
... নিয়ে আসি নিজে রাঁধি ভাই।
...পূরে একদিন পেট ভরে খাই॥
...ন মনে আশা তাই এই বেলা খেতে।
...তকাল গেলে আর পাবনাকো খেতে॥
...রের কালে হয় অতিশয় তোষ।
...তি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাহি দোষ॥
নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
...রার পেট যেন ময়রার ঘর॥
...রের ডেলে তার তার যায় মেতে।
... তাঁরা ধর-ভাজা মজা বড় খেতে॥

মানবের উপাদেয় আহার-কারণ।
জলে করিলেন বিভু মীনের সৃজন॥
সব দিকে উপকারী এই জলচর।
আহার ঔষধ মীন পথ্য শুভকর॥
সলিল-শাখীর এই ফল সুধাময়।
দেবের দুর্ল্লভ ধন এমন কি হয়?
যে দেশেতে যে প্রকার খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি॥
ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙ্গালী সকল।
ধানভরা ভূমি তাই মাছভরা জল॥
এ দেশের খাদ্য এই যদি নাহি হবে।
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে?
যে করিয়াছে শস্য আর মাছ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে কও মন॥
মৃগ মেষ ছাগ কূর্ম্ম পাখী জলচর
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর॥
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে।
বল করে রুচি করে কফ করে নাশে॥
শ্রমী আর অগ্নিবলী এই দুজনার।
তরস (মাংস) ভোজন হয় কত উপকার॥
অজীর্ণ গ্রহণী অর্শ আর যক্ষ্মাকাস।
এ সব বিনাশ করে প্রসহের মাস॥
সকল প্রসহ মৃগ ভাল কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর প্রেম যাহে হয়॥
ছাগল ভোজনে হয় পাগল সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাই॥
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু-পিত্ত কফ দোষের আধার॥
মেষমাস ভার বটে শীতল মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর।
তরুণ মেষের অতি মনোহর ক্ষীর (মাংস)।
তার কাছে কোথা আছে চিনিমাখা ক্ষীর?
বনচর বনচর পাখী আছে যত।
হরিয়াল চকা ডাক আদি শত শত॥

এ সব আহারে হয় দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল॥
কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে।
বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোষ নাশে॥
সহজে কোমল অতি নানা গুণধর।
বাতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর॥
শিশিরে মৃগের মাস প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে অগ্নি করে পাকে লঘু হয়॥
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।
ছয় রসে অনুকূল মধুর শীতল॥
কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কত গুণ ধরে সুলোচন॥
কৈলাস-শিখরে থেকে হয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (শিব) করেন সুখে হরিণ ভোজন॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণতার (হরিণ)।
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তার তার॥
মৃগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাহা উদরে হরিণ (বিষ্ণু)।
এ হরিণ বাসি হলে মন্দ নাহি লাগে।
বিচালির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে॥
পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে।
ভাল কোরে ভেজে লও সরিষার তেলে॥
মেটে আর পচাগন্ধ দূর হবে তায়।
রীতিমত রাঁধো শেষ, ঘৃতামসলায়॥
পচা মাসে পুঁই-খাঁড়া সুধার সমান।
জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান॥
কাননের নিকটেতে বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাস খেতে পায় তারা॥
পোকাপড়া পচাসড়া হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর রচা যাবে কত?
মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কিছু ইহার সমান॥
বলকর বুদ্ধিকর সর্ব্বগুণধর।

যে মাসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে।
কোনকালে নিন্দা-কথা এনোনাকো মুখে
ছাগ মেষ মৃগ শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে।
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে॥
তাহাতে যে সব দোষ জানেন প্রবীণ।
সাবধান-পথে চল সকল নবীন॥
জীবন হতেছে রক্ষা যার দুগ্ধ খেয়ে।
কল্যাণকারিণী সেই জননীর চেয়ে॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে যুক্তি তায় নানা
বিচার করিলে যায় সহজেই জানা॥
নিত্য যারা মাংস খায় হয়ে প্রেমাধীন
বলী তারা জ্ঞানী তারা সদাই স্বাধীন॥
যে নর না মাংস খায় পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর॥
আমিষ-আহারীদলে কোন দুঃখ নাই।
মাংসভোজী পশু পাখী সবল সবাই॥
ইউরোপ আদি কার ব্রহ্ম আর চীন।
মাংসবলে বাহুবলে সদাই স্বাধীন॥
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কার।
বোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বীর
ধন, মান, যশ, ভাগ্য স্বাধীনতা-সুখ।
সমুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুখ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয়॥
প্রচুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে।
সকলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে
মাংস মাছ হিতকর যদ্যপি না হবে।
বৈদ্যশাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে
সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক্ নিপুণ।
লিখেছে বিশেষ করে আমিষের গুণ॥
আমিষ-ভোজনে যদি না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেন শিব?
যে মানব ঘৃণা করে আমিষ আহারে।
পশু বলে সম্বোধন করেছেন তারে॥

জীবের কারণে হলো জীব স্বতন্তর।
খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর।
সুন্দর কৌশল তাই মুখের ভিতর॥
রদনে অদন-সুখ বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ-দন্ত" সম দন্ত দুই পাশে॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত কবু জীব।
হায় হায় নাহি বোঝে নিজ নিজ শিব॥
এ মতের বিপরীত কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি গণনীয় নয়।
সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয়-মত কে বলে অক্ষয়?
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হলে ক্ষয় বলি কারে?
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে বয়।
ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয়?
আমিষ অবিধি বলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল।
নদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলী।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তাঁর "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি।
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই?
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীত আর॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয় আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত পানের সহিত॥
ছেড়ে দেও ছেলে-খেলা ফেলে দেও "কুম।"
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দেও ঘুম॥
করোনাকো ধুমধাম টুমটাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাথে গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥
পাকতেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখিছেন যাহা।
"কুম" ধরে একা কেন কাট তুমি তাহা?
মনে কর যতদিন সৃষ্টির বয়েস।
তত দিন আছে এই মতের আদেশ॥
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন তুমি কর মানা?
দেশ-দেহ-বীর্য্য-ভেদে খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গোঁড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ গোটা কত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাকো আর॥
শেষে তুমি চেলা হও মন করি কষা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজীর দশা॥
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার?

"রাজসিক' এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি ॥
সুখে যদি না হইবে মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার ॥
যিনি সর্ব্বশিবময় সর্ব্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর মহিমা প্রচার ॥
কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব।
সুধায় সম্পাদন করিছে স্বভাব ॥
সর্ব্বকালে ভবধব দীন দয়াময়।
সমভাবে আমাদের আছেন সদয় ॥
বিশেষ এ শীতকালে দয়া দেখ তাঁর।
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাণ্ডার ॥
ফল মূল শস্য কত আমাদের দেশে।
আগে খাও পরমান্ন পরমান্ন শেষে ॥
আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।
মন খুলে কর তাঁর মহিমা ঘোষণা ॥
প্রেমময় পীযূষ তাঁর সুখে কর পান।
ভাবভরে উচ্চস্বরে কর গুণ গান ॥
ডাকো তাঁরে কৃপাময় প্রাণনাথ বোলে।
কৃতজ্ঞতা-রসে যাও একেবারে গোলে ॥

ক্রোধ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ওরে এরা কেরে দুরাচার!
অতি কদাকার দেখি অতি কদাকার।
কি সাহসে দাঁড়াইল সম্মুখে আমার ॥
সর্ সর্ সর সর, ওরে এরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল্ মার মার মার।
আসে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে, বসেছে নিকটে এসে,
গদি ঠেলে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার ॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক চিতে কথা কয় এত অহঙ্কার।
অতিনীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি করে না বিচার ॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহ
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
এ ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দ
ঠিক যেন তোলো-হাঁড়ী মুখ ভার ভার ॥
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার?
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফে
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে ছাড়িলে হুঙ্কার ॥
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি
জনমের মত তারে করেছি সংসার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাে
কোন কালে আমি কারো ধারি নাকো ধ
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জ
আগে যেন গালে গিয়ে চড় মারি তার ॥
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি
করিয়া জ্ঞানের ভুল হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে ম
শোক পেয়ে দারাসুত করে হাহাকার।
বিধি হর মুরহর, হইলে আমার
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার ॥

অহঙ্কার।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

রূপে গুণে মানে, ধন-পরিম
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসী ব
সতত করিছে সেবা ॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জাম
পরিবার দেখ যত।
জাতিগণ যারা, অনুগত জ্ঞা
কুলীন কুটুম্ব কত ॥

াকা দিয়ে পানি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
ুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হয়ে থাকে নাগ॥
নক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত ভুবনধাম।
কমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
ুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
ৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ী নাহি ছুঁতে পারে।
ারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেবে তারে॥
ত বলে ছলী, কত ছলে ছলী,
কত কলে আনি চাকি।
থায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকী॥
থ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।
ামা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
কলেই বশ, ভব-ভরা যশ,
দশদিকে আছে গাঁথা।
কুমে হাজির, উজীর নাজীর,
বাদশার কাটি মাথা॥
্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
েলে পড়ে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
ুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
কেমন আমার ভাব।

কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গরুর জাব॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখন হবে?
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে॥
নিজ বলে বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কোথা বা ঈশ্বর, নহে সুধাকর,
তারে আমি নাহি মানি॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব॥
মনে যদি করি, স্বর্গ বিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি শশী পড়ে খোসে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদ-সাগর করি॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখা দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা॥
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কর, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয়ধ্বনি॥

এই দেখ নাম, এই দেখ কাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরী তার নানা॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা-জোড়া॥
এই দেখ ছাতী, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘর-জোড়া॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ী, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে?
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভালো ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা॥

আমায় ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে,
রে,
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর সর সর সর॥
যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাকার কেহ নহে নর।
ভূত প্রেত সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয় মিছে কলেবর॥
কারে কার সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোর পাপা অন্ত্যজন নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে বমী আ[সে]
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ ভর্ ভর্ ভর্ ভর্।
পচা ভর্ ভর্ ভর্ ভর্॥
আমায় ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে [রে]
সর্ সর সর্ সর তোরা সর্ সর্ সর্ সর্॥
জুটিয়াছে হট যত, খট্ট মট্ট বকে ক[ত]
নাহি জানে ভট্ট মত শাস্ত্র সুধাকর।
বৃহস্পতি-কৃত আহা, মধাম-আগম যা[হা]
কেহ কি করেনি তাহা চক্ষের গোচর॥
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার আছে কা[র]
সামুদ্রিক আর আর আর মত স্থিরতর।
প্রভাকর মত যত, কেহ নোস্ অবগ[ত]
দূর্ দূর্ দূর্ পশু মর্ মর্ মর্ মর্।
তোরা মর মর্ মর মর্॥
আমায় ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে [রে]
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্॥

হিংসা।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

হাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় প[রে]
সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি।
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে ম[রে]
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি॥
এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাড়ী ঘো[ড়া]
এ সব টাকার তোড়া চোরে কেন হরেনি।
আরে ওরা ভাগ্যবান, বাড়িয়াছে কত মা[ন]
গোলাভরা আছে ধান লক্ষ্মী আজো সরেনি
মর এটা যেন হাতী, দশহাত বুকে ছা[তি]
করিতেছে মাতামাতি জরে কেন জরেনি॥
হাদে মানী কালামুখী, ঠিক যেন কচিখু[কী]
পতিসুখে বড়সুখী ঠেঁটা কেন পরেনি।
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পড়েছে সোণার চু[ড়ী]
বেঁকে চলে মেরে তুড়ি ফুল তবু ঝরেনি

দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে ঘুঘু কেন চরেনি॥
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না।
সয় নারে প্রাণে আর, সয় না সয় না॥
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নৎ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না অরে গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না॥
শুয়েছে ছাপর-খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি গতরতো বয় না।
গতর তো বয় না।
হের রে বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক তাদের ভাই তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না॥
বুকে করে পতি লয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
যতিনী সতিনী মাগী রাঁড় কেন হয় না।
রাঁড় কেন হয় না॥
ভাই-বুন যতগুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নোড়া হোক্ মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না।
কিছু যেন রয় না॥
লাথি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে,
থালা ঘড়া কড়া কেঁড়ে কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না॥
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক,
বোসে আছে যেন বক তত্ত্ব কভু লয় না।
তত্ত্ব কভু লয় না॥
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে ঠিক যেন ময়না।
ঠিক যেন ময়না॥

লোভ।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

বল বল কিসে হবে ক্ষুধা-নিবারণ।
কঠোর জঠরজ্বালা করে জ্বালাতন॥
সাধ কোরে দিই গাল, এত চাল এত ডাল,
একদিনে গেল কাল কি করি এখন?
তেল লুণ নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন॥
সকলেরি মুখ বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন?
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ী হাতে কড়ী করিবে শাসন॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিঁড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাঁকা ফুকা খেয়ে তবে জুড়াব জীবন॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত,
আমারে করে না কেন ধন বিতরণ?
গোয়ালাদের বাড়ী ওই, ভাঁড়-ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই করিনে হরণ॥
ফলবান্ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাছ না হয় গণন।
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানে ত নাই তারা,
ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ সুতো, না হয় মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব মুদিয়ে নয়ন॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিঠে সয় এই ত বচন।
চুরি করে নৎ ঢেঁড়ি, সে দিন খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়ে খাটিব তখন॥
বেড়ী নয় মল পরি, মাটী কেটে দিন হরি,
কারাগারে সে আমায় শ্বশুর-সদন।
ছাদে ওই থালা থালা, যদি ভাই যায় আলা,
ছুদিন ত হবে তায় সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপড় কাচে, ভাল ভাল ধুতী আছে,
শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন।

সবুজ সফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল খোট্টা মহাজন ॥
মোগল পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উটে উটে আনিতেছে করিয়া যতন।
এ সব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে শরীর ধারণ ?
বেণের দোকানে লোট, রূপা সোণা টাকা নোট,
বেঁধে মোট ছোট্ ছোট্ পালা ওরে মন।
এই দেখি পেট ডোঙা, ঢেকুর উঠিছে ঢোঙা,
হাতী ঘোড়া কত কত করেছি ভক্ষণ ॥
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জ্বলে,
দেরে দেরে খেতে দেরে বাঁচাও এখন।
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্, এখনই আপন আন,
খান্ খান্ করে খাই এ তিন ভুবন ॥
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে করেছি স্থাপন।
আমাদের হয়ে বশ, ম নর বিষয় রস,
মুহূর্ত্তে আনন্দকোটি করিয়াছে সৃজন ॥
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ।
দেহ হলে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব করেন জ্ঞাপন ॥
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ কে করে বারণ।
হেন সাধ্য কার আছে, দাঁড়ায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া কে করে বারণ ?
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা করে নিরূপণ।
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন ॥
কোনরূপে যদি কেউ, সিন্ধুর প্রখর ঢেউ,
রোধ করি একেবারে করে নিবারণ।
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অত্যাচারে,
যদ্যপি করিতে পারে আকাশ খণ্ডন ॥

পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন।
এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ ॥
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠী ধরে আছে ক্রোধ,
করিবে আমার রোধ কে আছে এমন ?
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন ॥
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ ?
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে ছাড়িছে বচন ॥
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হতে এসে করে কোথায় গমন ?
এই দেখি এই এই, [illegible] ক্ষণপরে নেই নেই,
এ[illegible] সব সব কেটা করে নিরূপণ ॥
কেবা বা[illegible], কেবা বাছে বাসীমড়া,
যত পা[illegible] উদরে ধারণ।
ওই যে ঠাকুর[illegible] বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খা[illegible] প্রবোধের নিবেদন ॥
ওতো কভু শুদ্ধ ন[illegible] ঘরে, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে[illegible] পাকরেছি ভক্ষণ।
ওদের কুলের বধূ, [illegible] প্রফুল্ল ফুলের মধু,
কেহ নাই পায় যাদের [illegible]খিতে বদন ॥
কত দিন আগে আমি, [illegible]য়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বসে মনে মনে [illegible]ছি রমণ।
ওরা পেয়ে খাটখানা, [illegible]ন, করে আটখানা,
ধরে কত ঠাটখানা ক[illegible] ধন ॥
সকলের অগোচরে, [illegible] অবসরে,
কতদিন শুয়ে তার করে[illegible]।
দেবপতি তারাপতি, হলো গুরুদারা-পতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন ॥
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পুজেছিল আমার চরণ।

আমি জাগি সর্ব্ব-আগে, কাম ক্রোধ পারে জাগে,
না জাগালে কেবা চাগে সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ॥
বিধি হরি স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ।
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোক যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ আমার কারণ॥
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন।
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়,
জল দিয়ে দুধ করে উদরে শোষণ॥
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন।
পিতা মাতা দেব গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ॥

চার্ব্বাকের মত।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে)

শিষ্যের প্রতি চার্ব্বাকের উক্তি।

ধর্ম্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগ স্নেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু॥
ধর্ম্মবল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু।
জন্ম নিজে পাপতন্ত্র, মূলমাত্র মিজ-যন্ত্র,
পঞ্চহাম পূজ যত্ন নাই কিছু নাই কিছু॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ডলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু॥

সমুদায় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে
বস্তু সমুদয়।
এই ভব যোগ্য ভব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু মাস তিথি বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার স্বভাবে উদয় হে
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে
করে আলোময়।
বহ্নি বায়ু ধরা জল, শস্য বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে
সুখের আলয়॥
নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে
বল কোথা রয়।
কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয় হে
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে
যাহে সুখোদয়।
পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ বাপ,
আহার বিহারে পাপ পাপী লোকে কয় হে
পাপী লোকে কয়॥

যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে ফেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা বয় হে
দুঃখবোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম তারে কিসে ভয় হে
তারে কিসে ভয়॥
শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক মত, প্রাণে নাহি সয় হে
প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে
পূর্ণানন্দময়॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাষ রসরঙ্গে কর কালক্ষয় হে
কর কালক্ষয়।
চুরি নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয় তারা দুরাশয় হে
তারা দুরাশয়॥
ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়।
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয়॥

* * * * *

যাগ করে ব্রত করে ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত
কর্ত্তা ক্রিয়া দ্রব্যের হইলে পরে নাশ।
যাগ-কারকের যদি হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে হতে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয় দেয় অন্নগ্রাস
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস?
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জ্বলে?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থ-উপার্জ্জন।
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিদ্যা নয় সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্তলোক ভুলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার॥
ভাবী স্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে।
যত সব মূর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারতত্ত্বহীন।
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার?
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার?
জগতের গূঢ়ভাব কে জানিবে স্থির।
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয় অমৃত-সৃজন॥
টক বলে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে?
এখনি মথন কর ননী ঘৃত পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার তুষের ভিতরে॥

তুষ বলে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে ?
ধানভেনে চাল লও কত সুখ পাবে ॥
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র দোষে কখন কি অপ্রিয় সে হয় ?
নানা দোষে দেহ হলে দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার ?
রসনারে করে সদা দশন-আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্ কালে কে ভেঙ্গেছে দাঁত ?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর
সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর ?
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ ॥
কিছু দুঃখ আছে বলে শুন ওরে বাবা।
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই হাবা ॥
ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর ॥
বোধহীন মূঢ় যারা বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে ?
শরীর শোষণ করে রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে ॥
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা ॥
তপস্যায় জ্বলে পুড়ে পাপে ভোগে দুঃখ।
মরে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে সুখ ?
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল।
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ডের দল ॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে ?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া।)

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলী কি হেতু ধরেছ ?
ঘরে ঘরে ফেরো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি ঘুরো বাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কাজ কিরে বাপু ?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয়।
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় ॥
তবেতো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া ॥
সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে সন্ন্যাসে কি ফল ?
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া ॥

(দণ্ডী দেখিয়া)

ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন রোগ।
দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ ॥
নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন ?
মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে।
কথার বসায়ে হাট বেচা-কেনা করে ॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কাণ ॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয় ?
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য ?

গ্রীষ্ম।

আর তো বাঁচিনে প্রাণে বাপ বাপ্ বা
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ্ ॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ ॥

বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।
বারবার কত আর জলে দিব ঝাঁপ?
প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ॥
বিকল হতেছে সব শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কি করে করুণ অতি রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তাঁরে কয়?
মিত্র যদি মিত্র তবে শত্রু কোথা রয়?
এই ছবি এই রবি খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দেখে বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয় এই ত নিশ্চয়।
পিতা হয়ে রবি বেটা পুত্রগুণ লয়॥
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ছারখার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির?
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই॥
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসী নর?
পশু পক্ষী আদি করি ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর॥
শীতল হইবে বোলে যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা সুখ নাহি মনে॥
তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বটে নীচে তার জায়া॥
হাবা হয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাঘ হলো রাগহত তাগ নাই তার।
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥
হরি হ'র দ্বেষভাব ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি॥
এক ঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হয় হায় কি করিব রাম রাম রাম।
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম?
টস টস করে রস ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পোচে যায় চাম॥
ঘামাচি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।
পুবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম ভোলা॥

* * * *

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম
বিরস হইল গাছে রসময় জাম ॥
শুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা ॥
নারিকেল শুকাইল হয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা ॥
কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁঠাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া ॥
জল বিনা মধুহীন হলো মধুফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
হইলে মধ্যাহ্নকাল কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুকাতে থাকে কলেবর-ঘটে ॥
ছট ফট লুটালুট এ পাশ ও পাশ।
আই ঢাই করে খাই পাখার বাতাস ॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশনমাখা ॥
নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশ জগতের প্রাণ ॥
অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে পাখার প্রহার ॥
কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে ॥
ক্ষণমাত্র নীচু পানে নাহি চায় ফিরি।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে ॥
তবু ঘন নাহি হয় সদয়-হৃদয়।
খেয়েছে কাণের মাথা নীরদ নিদয় ॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
আহার প্রহার সম নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে, থু করে ফেলিয়া দিই নিচু ॥
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা মাখি কিছু ভাল নয় ॥
সুধু মাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর কম্বলের গাছ ॥
কেবল অম্বল রস সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি টম্বল ধরিয়া ॥
তবু পোড়া দেহ মম না হয় শীতল
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর ॥
শাখীপরে আঁখি মুদে আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব ॥
কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে গলা ভাঙ্গিতেছে ॥
বিরল বিপিন-মাঝে সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক নাহি ছোঁয় মাছ ॥
ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি জল নাহি পেয়ে ॥
সে জলে অনল জলে পুড়ে হই খাক।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাঁক ॥
কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট সাগর সমান ॥
বোতলের ছিপি খুলে যদি খাই সোঁদা।
তায় তায় বোদা লাগে মুখ হয় ভোঁদা ॥

উদরে খেলিয়া ঢেউ করে কলকল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
উপবনে উপভোগ ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাসে উপবাস সার॥
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল নিজে তায় বাস।
অনলের আভা এসে নাকে করে বাস॥
উষা আর উষসিতে তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয় ফেলে দিলে বাস॥
গুণগুণ, গুণ ভুলি আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে॥
হইল সুবাসহত কমলের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফুটিফাটা মাটী।
কোথা জল, কোথা হল কোথা তার পাটী॥
হয়ে চাষা, আশাহারা হায় হায় বলে।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী নয়নের জলে॥
শস্যচোর গ্রীষ্মবেটা দস্যু অতিশয়।
কৃষীর কল্যাণ-কথা কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হয়ে মারা গেল চারা॥
আকাশে চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
নগরের দক্ষিণেতে যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাটি মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চাসের জল ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কাদিক্স খুলিয়া॥

ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস (ইচ্ছা) ভরা আইসের পরে॥
শুকায়েছে বিবিদের মুখ-শতদল!
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
মণ্ডালোষা দধিচোষা ঢোসা দল যত।
কোশাধরা গোঁসা ভরা তপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে বসে মন্ত্র যায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়।
খপ করে তুলে নিয়ে গপ করে খায়॥
ভুতপালে ফেসে দিয়া নিজ পেট পালে।
কোশা ধরে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল আগে চায় ফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
একেবারে মায়া যায় যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাজখেগো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ী পেটমোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজী, কোল্লা মিয়া মোল্লা, দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা, বলে আল্লা মরি॥
দাড়ী বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টিজল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ধরিছে সুধু বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দেল বাবা দে জল দে জল॥
হায় হায় কার কাছে করি বল খেদ।
বায় ধর্ম্ম এ কি কর্ম্ম হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
দুনিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা গু করে বেদ॥

সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে॥
আগে তাগে খুলে ফেলে বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন ঘন দল চরুন চরুন।
জীবের সকল দুখ হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ-অস্ত্র ধরুন ধরুন॥
মেঘনাদে হয়ে যাক্ ধরা টলটল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় করুণাময় জগতে পতি।
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি?
করুণা-কটাক্ষ নাথ কর একবার।
পড়ুক আকাশ হতে সুধার সুধার॥
চেয়ে দেখ চরাচরে কারো নাহি বল।
কিরূপ হয়েছে সব অচল সচল॥
আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর-কর।
মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না।
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি সৃষ্টি আর রয় না॥
যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না।
উহু উহু বাপ বাপ তাপ আর সয় না॥
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাভাব বয় না।
জলধর চাতকের তত্ত্ব আর লয় না॥
সধবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হলো তপস্বিনী যত সব ময়না॥

মিছেমিছি করি জাঁক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
মিছে ডাক্ শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির গতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
চলে না দৃষ্টির গতি হায়
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
বরষা বরষা মারে বুকে॥
বরষার এ কি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধরা ধরে ধরাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর॥
মরে যত জলচর, নদনদী সরোবর,
শুকাইল যত জলাশয়।
হায় এ কি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয়॥
ধ্যান করি জলদের, জল দেরে জল দেরে,
হা জল যো-জল শুধু কয়।
হয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
মানবাদি প্রাণী সমুদয়॥
ফুটীফাটা হলো মাঠ, চেলাকাঠ যেন মাঠ,
হাট বাট সকল সমান।
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ॥

বরষায় খেলে চলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রব, দিবসে বাহির হব,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনরূপে রক্ষা আর নাই॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়েছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় এ কি দায়॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মরমর,
জরজর হলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হবে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন॥
ভূমে শস্য ফল গাছে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয়?
যথা তথা শাখী যত, শুকাতেছে অবিরত,
শাখাপত্র সব হলো সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সয়ে সয়ে, ক্রমেতে নীরস হয়ে,
সমুদয় চারা গেল মারা॥
তাপেতে শুকায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফলবাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভে গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জোলে যায় নাসা॥
কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ সহ যত লতা,
সখ্যভাবে ছিল এতদিন।
মুখ তুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা,
নতমুখে হতেছে মলিন॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,
লতার স্তবকরূপ স্তন।

নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভো
করেছিল প্রেম-আলাপন॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা বসবর্ত্তি
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চাল
দ্রুতগতি ঊর্দ্ধমুখে ধায়॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখিছি যাহ
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থা-ভেদে, সতী লতা মরে খে
কালের কি ভাব চমৎকার॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যে
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জোলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আ
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে?
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনী
হয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।
নরনারী এ প্রকারে, কেমনে রাখিতে পা
কোথা তবে সুখের ভরসা॥
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভে
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ ক
নিদাঘ নাস্তিক চরাচর॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন হলে রাজ
পেটে পূরে জলের সাগর।
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী-রোগের ম
সকলেরি উদর ডাগর॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভাত
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তা
টম্বল টম্বল ঢালি জল॥
উহু উহু রাথ রাম, পচিয়া গায়ের চা
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ কণ্ডু, সব গায়, নাটুরে মাকীর প্রা

শুদ্ধাচার যারা শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায়॥
পূজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতী ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল॥
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
ঘণে বাসি, ভালবাসি, লেবু রস গন্ধ বাসী,
পান্তা খান আমানী মাখিয়া॥
কাবো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
মুখ হতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
ধন্য ভাগ্য গ্রীষ্মরাজ, সাধিতেছে আপন কাজ,
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাকাল॥
যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
লোডা লোডা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গাত গেয়ে,
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটা গেলা কাঁই পাই,
* * গেহাঁড়ি-পো শলা।
মুগাপট্ট নেরে নেরে, ঠণ্ডা জড় আনি দেরে,
খরারে মো হংসা উড়ি গলা॥

দিশি পাতিনেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হাঁড়ুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় কুফ, নানী, কলুই ডেলের পানী,
কাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্চা কিসে বাচে,
কিসে খাতে তেকার মরণ॥
আসমানে পানী নাই, পেজিতে কি স্বাথে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে,
মোট বই ছাপ বিচাইয়া॥
আসি দে * * * বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
টাকা চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে থামু,
বগবতী বৈরব কোহানে?
হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হুত্তাশে মরি,
পরে যামু কেম্বাই করিয়া?
বীমাবার্ত্তা বগমান, আমগান রাখ জান,
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া॥
রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায়।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায়॥
হাড়কাষ্ঠ কালা ট্যাঁস, কলমে না চলে ফাঁস,
আফিসে খপিস হয়ে আছে।
কালামুখে উঠে হোবা, বেলাক বেঙালী তোরা,
আস্‌স্ না কেউ মোর কাছে॥
নেটীব কেক্কর সাৎ, বোসতে কোর্ত্তে নেই বাৎ,
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম॥
গর্মিস ডিকোষ্টী সাৎ, দৌড়িয়ে কেটেছু রাৎ,
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম॥

বরষায় খেলে চলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনরূপে রক্ষা আর নাই॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়েছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় এ কি দায়॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মরমর,
জরজর হলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন [illegible] হীন, [illegible] বিশ্বের আয়ু,
তরুতলে কাটে [illegible]
পোড়ে থাকে যথায় তথায়॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ,
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাতে তপ্ত তপোধন, ত্যক্ত সব তপোবন,
জপে তপে মন নহে স্থির॥
যাহা হতে জন্ম যার, সেই ধরে কন্ম তার,
কিসে তবে হইবে নিস্তার।
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার॥
কাননের পশুগণ, এতদূর জ্বালাতন,
সমভাবে শান্তিগুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে॥
কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঘ,
জরজর হয়ে পোড়ে আছে।
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে।
ঢুকে গৃহস্থের পুরী, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবশ তার দেহ।
নাগর নাগরী যোগ, মরি হয়ে বলবুদ্ধিহত,
করেছিল প্রেম-আর কেহ॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, অবিরত হতরব
পতি-মুখ-ছুঁয়ার নাহি করে।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, যে কিছু শুনিতে পাই
দ্রুতগমির ব্যাখ্যা সেই স্বরে॥
মরি মরি আহা[illegible]শা, গালে হাত দিয়ে চাষ
ক্ষ্যাসে আছে কাছে রেখে হল।
পতির অবস্থ ধারা, ধান্যচারা গেল মারা
দুই চক্ষে শতধারা জল॥
কালে[illegible] মেছি জেঁকে জুকে, মাঝে মাঝে ডেকেডুবে
ফোঁটা কত হয় বরিষণ।
[illegible]সুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশ
আরো তিনি হন জ্বালাতন॥
দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।
এমন আঁকষী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই
আকাশেতে জল আছে কি না॥
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়
কোথা নাথ কৃপার আধার।
যায় যায় যায় সৃষ্টি, হয় রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি
কৃপাদৃষ্টি কর একবার॥
বরষায় নাহি বারি, দৈব-বিড়ম্বনা ভারি
না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপদৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি
কেন কর আপনি সংহার?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেপে উঠে ভূমিতল
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুষে খেয়ে ফোঁস, ফোঁস
শব্দ করে সাপের সমান॥
দিনমান নিশামান, দূরে যাক পরিমাণ
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি
বৃষ্টি হোক্ মুষলের ধার॥

চতুর্ব্বিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত হয়ে যেন রয়,
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপা কর কৃপাকর,
প্রণিপাত চরণে তোমার॥
আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া করে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীম, মানবের মনে গ্রাম,
শান্তি-জলে করহ সংহার॥
এই শান্তি-জল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ-অনল করি নাশ।
বিপদ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা সুখে রোক,
এই মাত্র মনে অভিলাষ।

বর্ষার সঞ্চার।

ছুটিল পূর্ব্বের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্ব-কলিগণ।
বরিষে জলদ জল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ॥
তরুণ-বয়স-কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর-রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ॥
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।

* * * *

নবিড় নীরদকন্যা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরষার ঘোর বিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম-আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজি প্রভাতের দিনকর॥

অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপর করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়।
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার॥
চক্‌মক্ চিকিমিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা।
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া॥

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্,
বাজিতেছে রণ-জয়ঢাক॥
ওই করে ফর্ ফর্, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা॥
যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানী নষ্টামীতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত॥

কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কোল করে কত ॥
পূর্ণ হলো মনসাধ, করিতেছে ভেরীনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক।

বর্ষাকালে মানবের অবস্থা।

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী,
কোনমতে নাহি জলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো ॥
ধনীর সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতিহাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার ॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির-যোগে স্থিরশুদ্ধি
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচার নিছে ব্যভিচার ॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান-বোনে ঢুকে ॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য-দোষে ভাণ্ড যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা-পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে ॥

আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঠ।
বাবুদের গেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল নুণ
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুথি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ী দাদা
তাহে সক্ত করি নটে শাক ॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই
বোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজনে করি আশীর্ব্বাদ ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুন
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যাঙ্গ, দোষর হয়েছে ব্যাঙ্গ
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে ॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।
জাতিধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥

শরৎ ঋতু।

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন
শুনিয়া শরদ-আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর
বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ
হাহাকার করে উদ্ধমুখে।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নিত্য বিমর্ষ
কাননে লুকায় মনোদুখে ॥

ঘুচিল কোটালী পায়া, ব্যাঙ্গ লয়ে ব্যাঙ্গ জায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব।
একেবারে সর্ব্বনাশ, করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব॥
গগনের চারুশোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি॥
কর্পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায়॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতিহারা,
শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফটিকের গলে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কলকল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
বহু দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন॥
ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।
বহু দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে॥
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
বসে শতদল দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ গুন্ গুন্ মুখে॥
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক, পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে।
পথিকের পথ-ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্তু বিচ্ছেদ মনোমাঝে॥
ছয় ঋতু-মধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।

শারদে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনীমণ্ডলে॥
লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,
পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠি।
তাধিন তাধিন রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী॥
নবতের বড় ধূম, গুড়্ গুড় গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই॥
এইরূপে মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিক ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজার না লন খোঁজ, মাছি কান্দে তিনরোজ,
গুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি॥
দাক্ষিণ পণ্ডিত যাঁরা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুসার হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুঃখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্য ছলে মিসি লন কিনে।
পুথির ভিতর ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চলে যান দিনে দিনে॥
প্রায় বৎসরের পরে, প্রবাসীরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নানামত দ্রব্য আয়োজন॥
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কাম-কিরাতের সাতনলা।"

প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কাণবালা ॥
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনক-দুল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতা-মালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই ॥
কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বগড়ী ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাঁচুলি করে,
চুমকীর কাজ তার মাঝে।
* * * স্ত
হেরি শশী শশধরে লাজে ॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন ঊষা,
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্কছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর ॥
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দেখে মরে যাই
* * *
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায় না তাহার শোভা বলা।
লইল গোলাপী মিসি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,
আর কত পানের মসলা ॥
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া।
নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত,
হাসি হারে যাহারে হেরিয়া ॥

জা নাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাথাঘসা,
কসা কিম্বা রসা কেবা গণে।
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে ॥
অন্তরেরে ভয় আছে, পছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি-পূজার কারণ ॥
পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ছাঁদ,
দেশে গিয়া সাজিবেন বাবু ॥
কালাপেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিসি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বূলের জলে।
গোড়গাবি জুতা পায়, রঙ্গিন মেরজাই গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে ॥
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইল আগে
আর কিছু আতর গোলাপ ॥
সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সবে ঘোর গর্জ্জী, বাড়ীতে আনিয়া দর্জ্জী
পোষাক করিছে কত মত ॥
কারপেট ঢাকে সেট, কারপেট্ কারপেট্
কারুকর্ম্ম তাহে বাছা বাছা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা ॥
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়াছড়ি
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহ
ব্যয়কল্পে না হন কাতর ॥
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধার
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।

ফিরে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বিচ্ছেদ-অনলে মন জ্বলে॥
হইবে পতির সুয়া, মানে কত পান গুয়া,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিনমাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কয় এই কথা।
চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমণী-মণি যথা॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন-পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে॥
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুক, ঘোর দুখে ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে॥
মনিবে না দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটী,
কুঠী গিয়া ছটফট করে।
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সী করি ভাড়া,
বসে গিয়া নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝী আর কত দূর আছে?
কোসে দাঁড় টান দাঁড়ী, দিমে দিনে দিয়ে পাড়ি,
চাল তরী ত্বরায় করিয়া।
তুমি শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্‌সীস পাবে;
তাড়া দিব দ্বিগুণ করিয়া॥

বদর বদর গাজী, মুখে সদা বলে মাঝী,
ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর।
গাজে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর॥
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম,
খুলে গেল মনের কপাট।
বাড়াবুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥
থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
যায় উজানের যান, যায় উজানের যান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল,
আরোহীরা চন্দ্র হাতে পায়॥
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ।
নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরী,
না মানে শিশির আর ধুপ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর-দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায় রত।
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারেভারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা ঘাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস পবন-ভরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁধি গিয়া সই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,
ললনা আইল বুঝি ওই॥
বলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।

প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসময়ী,
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর্ মর ওলো ছুঁড়ী,
ও যে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কেহ দূর দূর, ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর,
কেহ কেহ অমুকের বাপ ॥
আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের ধাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা,
সেইরূপ গালে দাগ আছে ॥
কেহ কয় ওলো ওলো,আই আই মোলো মোলো,
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি টলঢল, প্রাণধন কারে বল,
ও যে দেখি দাদার মতন ॥
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
মনে মনে কত শোক উঠে।
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণবৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজপতি দেখিতে না পায় ॥
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।
শাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয়ে ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে ॥
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।
তোমার শাশুড়ী গিন্নী, মেনেছে পীরের সিন্নী,
সন্তানের আসিবার তরে ॥
সুরতরঙ্গিণী-জলে, * * দলে,
পরস্পর বলে সমাচার।
ঘরে রেখে ছেলে-পুলে, কর্ত্তাটী রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর ॥

যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।
ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি,
ধার করে কত হব সারা ॥
কেহ বলে অতি গাধা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
একমাস লেখে নাই চিটি ॥
সেজোবৌর্ কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোনমতে যেতে নাহি পারি।
বছরের শুভ দিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী ॥
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,
মরি কিবা সোণার সংসার।
অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসছে বাড়ী,
জিনিস এনেছে ভারে ভার ॥
যুগী জোলা মুচি হাড়ী, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ি চলে মনোরথে।
টাকা ছেড়ে খাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥
হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।
বাড়ী নহে বাড়াদূর, অবিলম্বে পায় পুর,
হয় দূর সমুদয় দুখ ॥
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দূরদেশে।
রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো,ভাবিয়া নাবিয়া পেঁড়ো,
হাটাহাটি ফাটাফাটি শেষে ॥
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু থবু তবু সাধ মনে।
ছোটে কত কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে ॥
পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,
শত শত চলিয়াছে পথে।

হ গাড়ী কেহ ডুলী, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি,
চলে যায় নিজ মনোরথে ॥
টে এঁটে তুলে এঁলে, যারা যায় পায় হেঁটে,
নাহি কোচ্‌কা পিটে বোচ্‌কা ঝোলে।
বনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥
ান পূজা কেবা করে, কোচড়ে জলপান করে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।
ই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে আগুন দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥
ামের নিকটে এলে, হেলে বাদশার হেলে,
এক পদে চলে দশ পদ।
াকে ঝুলী রুকোকেশ, গো-দাগার মত বেশ,
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥
পরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্যকথা,
নারীগণ দেখে যদি মুটে।
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা,
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছুটে ॥
ভিজে চুল ভিজে গোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলোনাকো দেশে ॥
এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে।
খেদে নহে মন স্থির, কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥

শীত।

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্‌ করে কোটে বাপ্‌।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌,
জল নয় এ যে কালসাপ ॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
তত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥
বলবান্ বড় বড়, সবে হয় জড় সড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জরজর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান ॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জার দম নিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ॥
সেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী ॥
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধমত,
তাহারে জীবনমুক্ত গণি ॥
ধনীর শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে কাল,
কম্বল কম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলী হয়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥
চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে ॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত ॥
সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ্য আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ॥

থাকিতে দুপড়ী বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠেনাকো না হলে প্রভাত॥
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ॥
সম্মুখেতে আল্‌বোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
দ্বার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু ভায়া মনোডরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে॥
চারিদিকে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন্ ঠুন্ বাদ্যরব,
তাহে কি হিমের হয় যোগ?
আমা হেন ভাগ্যপোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া,
শীতে মরি দেহ নহে বশ।
চন্ চন্ হাত থাকি, ভরসা মুড়ীর চাক্তি,
পান মাত্র খেজুরের রস॥
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মাস নাহি রহে।
ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে॥
[illegible]নী চাদর যত, এখন আদরহত,
আগে যাহে অভিমান রোতো।
তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো॥
ইয়ারেরা গদগদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান।
কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান॥
কেবা বুঝে সুর বোল কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ী॥
সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজী,
দমবাজী কারসাজী কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় যোড়া ছোটে,
বাজীবলে বাজি বল হত॥

বসন্তের নিকট শীতের পরাজয়।

শরদ ছিলেন রাজা এই পৃথ্বীদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য কার্ত্তিকের শেষে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত॥
প্রকাশ করিয়া নাম হিম-ঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী হিমালয়-ধামে॥
ফাটাফোটা সেনাপতি বল ধরে কত।
আহা উহু হিহি হুহু সেনা শত শত॥
বাজায় বিজয়-কাড়া উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আয়ু॥
নিশির বিষম দুঃখ পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির-প্রতাপে॥
কু-আশার ধ্বজা উড়ে সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশয় তাতে॥
নলিনী নলিনী মানে বন্ধুবলহত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত গাঁদাফুল যত॥
শশীসূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কাঁপে॥
শাসন করিল খুব চারিদিক রুকে।
কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে?
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেয়া দায়।
স্নান পান দুই রুদ্ধ খড়ি উড়ে গায়॥
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তার হরে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু নিশা বৃদ্ধি করে॥
দীনের দারুণ দায় দুঃখ যায় কিসে।
দিন যায় নিশা তায় নাহি কোন দিশে॥

এ সময়ে সাধারণ নানা সুখ বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে॥
শীত-ভয়ে খোল ঝাল নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুদ্ধ ফাঁকাফুকো শুকো-ঝকো খেয়ে॥
আঁচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি হয় মুখে দেয় তুলে॥
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম।
করিয়া আসনজারী শাসন বিষম॥
সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ সুখ কিসে হবে?
বড় বড় বীর যত জড়সড় সবে॥
এইরূপে দুই মাস লয়ে সেনাজাল।
করিলেন রাজকার্য্য শীত মহীপাল॥
বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার।
সুখের ধরণী-রাজ্য করে ছারখার॥
প্রজা-মধ্যে কোনমতে সুখী নহে কেহ।
শীতভয়ে থর থর জরজর দেহ॥
ঘুচাইতে পৃথিবীর দুঃখ সমুদয়।
মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয়॥
দেখিব কেমন সেই দুষ্ট দুরাচার।
এখনি হরিয়া লব সব অধিকার॥
মলয়া পর্ব্বতে বসে গোঁপে দিয়া পাক।
দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাঁক॥
আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ ফুরফুর।
অকালে ডাকিলে কেন রাজা বাহাদুর॥
রাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি।
অবনীমণ্ডলে চল যাই শীঘ্রগতি॥
কোন প্রজা সুখী নহে শীতের শাসনে।
লইব তাহার রাজ্য অভিলাষ মনে॥
কামের কামান তায় লোভ-গোলা রেখে।
গোটা দুই কোকিলেরে শীঘ্রগণ ডেকে॥
স্বকীয় সৈন্যের সহ বসন্ত ভূপাল।
আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল॥
সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে ঋতুপতি শীত।
রাণী-সঙ্গে রসরঙ্গে ছিল হরষিত॥
সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার।
গাত্র মিত্র সেনাগণ সেরূপ প্রকার॥
হঠাৎ বসন্ত আসি হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমুদয় করিল বিনাশ॥
না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে।
উত্তরে,বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে॥
কোথায় রহিল হিম দেখা নাহি আর।
বসন্ত-প্রভাবে মার করে মার মার॥
মলয়া পবন দিলে অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ বসিলেন জেঁকে॥
বিরহী-শাসন হেতু লয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহুরবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল॥
নামমাত্র মাঘমাস ঘোর শীতকাল।
বড় বড় শাল হল বড় বড় সাল॥
সকলের মহানন্দ বসন্তের বলে।
অধিকন্তু হাফ দুঃখী ইহারের দলে॥
উড়ানী উড়ায়ে গায় দমে দম ছাড়ি॥
তুড়ি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী॥

(শীতের পুনরায় রাজ্যলাভ।)

শীত-ঋতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে
মনে মনে ভাবে বসে অভিমান লয়ে॥
কি করিব কোথা যাই বাক্য নাহি ফুটে।
অত্যাচারে দুরাচার রাজ্য নিলে লুটে॥
ঘোর দায় সদুপায় নাহি পায় বীর।
অনেক ভাবিয়া শেষ যুক্তি করে স্থির॥
প্রিয়বন্ধু বর্ষারাজ ধর্ম্মশীল অতি।
অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের প্রতি॥
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর কেবা আছে।
এই ভেবে উপনীত বরষার কাছে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই প্রিয়তমা নিয়া।
দুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া॥
বরষা আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া।
রাণী সহ বসিলেন সিংহাসনে গিয়া॥
বসো বসো স্থির হও শান্ত কর মন্।
দেখিব কেমন সেই দাম্ভিক দুর্জ্জন॥

একেবারে বসন্তেরে প্রাণে কোরে বধ।
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ॥
যখন তোমার রাজ্য করেছে হরণ।
তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ॥
জলদেরে ডাক দিয়া করেন আদেশ।
রমণীমণ্ডলে তুমি করহ প্রবেশ॥
অধার্ম্মিক বসন্তের করিয়া নিধন।
শীতরাজে দেহ গিয়া নিজ-সিংহাসন॥
জলদ জলদ সেজে অগ্রসর হয়ে।
যুদ্ধ হেতু বসিলেন হিমরাজে লয়ে॥
কামান কামান নয় বজ্র তোপ ছাড়ে।
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ে॥
রূপেন্ পূবের বায়ু দিয়া খুব ফের।
চারিদিক্ ঘুরে করে ফায়ের ফায়ের॥
বসন্ত পড়িল দায়ে সব হল ভুট।
প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে উঠে দিলে ছুট॥
বহিছে উত্তর-পূবে অতি ধীরে ধীরে।
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবারে ফিরে॥
যে কোকিল ডেকেছিল কুহু কুহু স্বরে।
এখন সে শীতভয়ে উহু উহু করে॥
ভাসিল বিপক্ষদল উঠিলেন নেচে।
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন্ কেঁচে॥
শীতের সেরূপ জয় বসন্তের দলে।
শা সুজা যেমন জয়ী ইংরাজের বলে॥

বসন্ত-বিচ্ছেদ।

যদবধি প্রাণনাথ প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি বিঁধে শেল প্রায়॥
বকুল-মধুর-গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায় অভাগীর মন॥
পলাশে বিলাস করে মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তার মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বিশ্বর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে সে দিকে পয়াণ॥
সেইমত আমারে ভুলালে অরসিক।
আশাপথ চেয়ে আঁখি হলো অনিমিখ॥

বিচিত্র হাস্য।

রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন "মুখ"রূপ ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি মানস-আভাষ।
হয় এই ভাবাকর বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গীভরে ভ্রান্ত যত লোক।
কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক॥
আনন কানন সম ভাব তাঁহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর কভু মনোলোভা॥
বিষাদ বিষম বায়ু বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব-শোভা লুপ্ত হয়ে যায়॥
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত-লাবণ্যরূপ লতা॥
রাগরূপ খরতর দিনকর-করে।
বদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে॥
নয়ন-নিকুঞ্জপুরে জ্বলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক্ হইয়া প্রবল॥
এইরূপ বিবিধ বিষম-ভাব-যোগে।
আনন-অটবী-শোভা ভ্রষ্ট হয় ভোগে॥
ফলে যবে সুখ-সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে পলক পল্লব।
চঞ্চল পুত্তলী যেন কুসুম-বল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকসিত হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ॥

হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে।
দশন-হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥
হায় রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই।
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই॥
দেখ হে রসিকগণ! রমণী-বদনে।
হায় রে মাধুর্য্য কত প্রণয়-মিলনে॥
বলিতে বচন নাই সে রস সুরস।
প্রমোদ-পয়োধি-জলে নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী বিনোদ বিম্বাধরে।
হাস্যযোগে কত রস রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ে সুখোদয় কিবা॥
অথবা শিশিরকালে ফুল্ল শতদল।
মধুপানে মহাসুখী মধুকর-দল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল-মুখ-পদ্ম-বিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে অমৃত বচনে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত অধর-চুম্বনে॥
হায় রে বাৎসল্য-রস-প্রকাশিনি হাসি॥
সরলতা তোর গুণে হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য-শোভা ভাবুক-বদনে।
চঞ্চল, চপলা দিশি শোভিত সঘনে॥
অথবা গগনে যেন নক্ষত্র-সম্পাত।
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি ক্ষরে অকস্মাৎ॥
এই আছে এই নাই এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম স্নিগ্ধ আভা ধরে॥
স্মেরমুখে শীতল স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন হয় হরষিত॥
এইরূপ শুভপথে হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের যাবৎ অন্তর॥
কেবল ঘৃণার হাসে ঘৃণার প্রভাব।
হাস্য নয় শুধু সেই হীনতার ভাব॥

সতীত্ব-দীপ।

রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তার জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি পাত্রভেদে হয়।
প্রখর তপনমত নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত; এ তিন ভবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা প্রদীপ-ধারিণি।
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনি॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপদে ধৈর্য্যযুত চাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন॥
এরূপেতে চল সতি সন্তোষ-কানন।
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিয়ত উদয়॥
দৃষ্টিরূপ কামানে বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে তটস্থ হয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল কুল-ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার।
প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার?
সীমন্তিনী-সরোবরে সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদা॥

ধর্ম্মোরূপ সৌরভে পূরিত দিগ্দেশ।
লজ্জার লাবণ্যরসে ভাসে ভাবরস॥
নিশি দিশি করুণা-নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা তার তার সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্যতর সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা করে চলচল॥
রতিকান্ত দুরন্ত হিমন্ত কুস্থময়।
সতীত্ব স্বরূপ পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরুহে বিনাশি বিপক্ষ॥

সিপাহী-যুদ্ধে শান্তিকামনা।

কর কর কর দয়া দীনদয়াময়!
হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয়॥
আর যেন নাহি থাকে কোনরূপ দায়।
রাজা প্রজা সুখী হোক্ তোমার কৃপায়॥
প্রকাশ করহ প্রভু সুবিমল স্নেহ।
যেন আর হাহাকার নাহি করে কেহ॥
অত্যাচার করিতেছে যত দুরাশয়।
তাদের পাপের ভার কত আর সয়?
ধন প্রাণ মান আদি সব হয় লোপ।
ভারতের প্রতি নাথ এত কেন কোপ?
যদ্যপি হয়েছে কোপ কর পরিহার।
তবে জানি কৃপাময় করুণা তোমার॥
হইলে মহিমা-চাঁদে কলঙ্ক প্রচার।
দয়াময় নাম তবে কে লইবে আর?
সব দিকে রক্ষা কর এই ভিক্ষা চাই।
দোহাই দোহাই নাথ দোহাই দোহাই॥
করুণাকর হে করুণা কর।
হর হে সকল বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে চরণে তব।
প্রশান্ত পতিতে প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ হৃদয়ে রয়ে।
বিহিত করহ সদয় হয়ে॥
তোমারি চরণ স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা [illegible] ধরি॥
কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয় মনেতে রাখি॥
ধর হে আপন প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত বিচার কর॥
পালন শাসন তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা রাখিতে হবে॥
পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিছে কত॥
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত॥
শুনিয়া বধির হতেছি কাণে।
সহে না সহে না সহে না প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া হয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ?
দেখিতে কিছু তো নাহিক বাকি।
তপন-শশাঙ্ক তোমার আঁখি॥
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত তোমার কাছে॥
অন্তর-বাহির অধীশ হয়ে।
কিরূপে এখানো রয়েছ সয়ে?
দয়াবান্ ভগবান্ দয়া দান কর।
দিয়ে অভয় সমুদয় শঙ্কাভয় হর॥
সবাকার তুমি সার মূলাধার হরি।
কোথা নাথ ভবতাত প্রণিপাত করি॥
প্রতিক্ষণ জ্বালাতন দুখে মন দহে।
বারবার অনাচার কত আর সহে?
তোমা বই কারে কই হয়ে রই স্তব্ধ।
অনিবার অশ্রুধার হাহাকার শব্দ॥
এ বিপদে রাখো পদে দুটী পদে ধরি
প্রতীকার কর তার সুবিচার করি॥
কলেবর জরজর অতি খর-তাপে।
ধরাধর ধর ধর [illegible] পাপে॥

এ দেশের বড় কেষ্ট পাষণ্ডের দাপে।
টলটল টলটল ধরাতল কাঁপে॥
হও মূল অনুকূল দোষকুল-পক্ষে।
সমুদয় শত্রুক্ষয় তবে হয় রক্ষে॥
অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিরাধীন যারা।
মেরে লোক কোরে পাপ দেয় তাপ তারা॥
আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত।
একেবারে এ প্রকারে পাপাচারে রত॥
নরপশু হয়ে রয় করে অন্ন নষ্ট।
হতরব কত রব কত সব কষ্ট?
কি বিশাল সোনাপাল বামা-বাল নাশে॥
অকারণে ক্রোধমনে প্রভুগণে শাসে॥
যে বিহিত কর হিত সমুচিত স্নেহ।
নিজবলে দুষ্টদলে রসাতলে দেহ॥

বিদ্রোহী নানা সাহেব।

নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে ডাক?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?
প্রকাশিছে পাপপন্থা হয়ে পন্থী "ঢুঢু"।
ঢু, মারিতে জানে শুধু বটে তার "ঢুঢু"॥
নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ॥

কাণপুর-যুদ্ধে জয়লাভ।

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে॥
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে॥
হয়ে সে পুত্রহত,
হয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো-কপালে তবু, হলো না সন্তান॥
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ,
পুত্র হলো, 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা॥
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন না করিতে পারে॥
নানা কি, নানাকেলে,
নানা, কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত ভারী?
যাহা ইচ্ছা তাহা করে হয়ে স্বেচ্ছাচারী॥
হলে সে পাসার ছেলে,
হলে সে পাসার ছেলে, চাষার ছেলে,
কেন তবে চলে?
হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে॥
হলো সে হলোই হিন্দু,
হলো সে হলোই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র,বাপের পুত্র নহে॥
সেটা তো একা নয়,
সেটা তো একা নয় দুরাশয়,
তাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে,হাতে কোরে খোলা
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, কেরে গাধা,

বড় দাদার হিতে।
"একা রাবে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে॥
জুটেছে সমান জুটো, দাঁতে কুটো,
কোর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী, খেয়ে ছড়ী, ফির্ব্বে দেশে দেশে॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো করে দেহ।
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ॥
তারা যে পন্থী ঢুঢু,
গেল ছারেখারে।
হাড়ে মাটী, বাড়ে দুর্ব্ব, হলো একেবারে॥
বিথুরে আর কি আছে?
বিথুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে, যাবে গড়াগড়ি॥
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুটে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বোলে ছুটে
হয়েছে হতভোম্বা,
হয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকী॥
করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে॥
ছেড়ে দেও বামুন বোলে,
ছেড়ে দেও বামুন বোলে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
বড়া মেরে, হাবড়া পথে চালান দেহ জলে॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মারামারি,
কর্ব্বে গোরা সবে।
বাঘের গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে?
নানা, না পাপী নানা,
নানা, না পাপী নানা, কথা নানা,
কয়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে স্নেহ॥
লেখনী থাকে থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হতে হবে।
কুমারসিংহের কথা, লিখি কিছু তবে॥
সেটা ত কতক ভালো,
সেটা ত কতক ভালো, ধর্ম্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা শিশুহত্যা, করিনেকো বটে॥
তবুতো অত্যাচারী,
তবুতো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বলতে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে॥
হয়ে সে রাজ্যছাড়া,
হয়ে সে রাজ্যছাড়া, লক্ষীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্ম্ম-দোষে ধর্ম্ম দোষে, অতঃপাতে যাবে॥
ছোট তার সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গোমর করে কিসে?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে সমর করে কীসে!
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে কোসে।
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দন্ত যাবে
খোসে॥
মেতেছে মান সিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে সিং,
কিং হবে বলে।
ভূর্ত্ত হয়ে ধূর্ত্ত মান অভিমানে গলে॥

হবে শেষ মানসিং,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম-সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হুক্কা হয়ে মোরে যাবে খেউ খেউ ডেকে ॥
থেকে সে অনুগত,
থেকে সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে।
খানা কেটে বেণো জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
এতো ভাই বড় মজা,
এতো ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে ॥
হাদে কি শুনি বাণী ?
হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে, ধনে জনে যাবে রসাতলে ॥
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি, বর্গিগিরী খাটে ?
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে,
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চোড়ে ঘাড়ে কোসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ॥
পশ্চিমে মিয়া-মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া-মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা বলে।
কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে যাবে সব জ্বোলে ॥
কেবলি মর্জি তেড়া,
কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে তেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত ॥
যেন ঝাল লঙ্কাপোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কাপোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামীতে ভরা।
টেনি পোরে চটে বোসে, ধরা দেখে সরা ॥
তারা তো হয়ে ঢোঁড়া,
তারা তো হয়ে ঢোঁড়া, যেন বোড়া,
দিতে এলো টক্র।
একরত্তি বিষ নহেকো, কুলোপানা চক্র ॥
সাজরে যত গোরা,
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে, শক্ত হয়ে রক্ত খাও কেড়ে ॥
যত পাও, খেয়ে সেরী,
যত পাও খেয়ে সেরী,
পাত্র হাতে ধরে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ হিপ হোরে" ॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, যীশু-গুণ গেয়ে ॥
ঘুচিল শক্র-ভয়,
ঘুচিল শক্রভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড,
কলিন কাম্বেল।
সাধু সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শক্রকুলে, করে দাও গয়া ॥

দিল্লীর যুদ্ধ।

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিসের জয়॥
জয় জয় জগদীশ করুণা-নিধান।
কৃপাময় কেহ নয় তোমার সমান॥
কু-জনের কদাদেশে কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া॥
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান্।
হরেছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ॥
ঘেরেছিল চারিদিকে দিল্লীর ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায়॥
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে হইলে সদয়॥
তোমার কৃপায় হলো শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয়॥
পুড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস ধ্বজা সমুদয় স্থলে॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
কুড়ুক কুড়ুক্ করি গুড়ুক কে খাবে?
ধুড়ুক ধুড়ুক কোবে তোপ দিলে দেগে।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে সোরে।
ঘেউ ঘেউ ফেউ ভেউ কেঁউ কেঁউ করে॥
শরদের মেঘ সম ডাকডোক সার।
প্রভাকর প্রভাবেতে কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার অন্ধকার হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য্য-তরু করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হলো বিপক্ষের বন॥
"হোরা" মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন॥
পালাতে না পথ পায় ছাড়ি-সব সাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে কোরে বাজ॥
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সন্তান।
দিল্লীর প্রলোভ ছেড়ে করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়॥

প্রতিফল পেলে তাল হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে?
করিয়াছে মন্থলন্দ দুর্ব্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হলো বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট।
কার বলে হয়েছিলি এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে নক্রে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট॥

এলাহাবাদের যুদ্ধ।

প্রায়াগেতে ছিল যত, সিকারের দল।
একেবারে সকলেতে, হলো হতবল॥
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসী খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে এইমাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথা তথা॥

আগরার যুদ্ধ।

আগরায় নাগরায়, মারিয়াছে কাঠী।
বীরদাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটী॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোনখানে ভাগিয়াছে তারা॥

হেল্লা করে কেল্লা লুটে দিল্লীর ভিতরে ।
জেল্লা মেরে বেড়াইত অহঙ্কারভরে ॥
এখন সে কেল্লা কোথা জেল্লা কোথা আর ?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ীর বাহার ?
ছেড়ে পালা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে ।
কাছাখোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে ॥
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি ।
দিল্লীর দুর্গেতে ঢুকে গুণিয়াছে কড়ি ॥
হইয়া হুজুর আলী হাতে নিয়ে ছড়ী ।
করেছে হুকুমজারী ত্যজি ঘোড়া চড়ি ॥
নিদয়-স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি ।
লুঠিয়া করেছে জড় যত ধন কড়ি ॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ আঁক দিয়া খড়ি ।
তাকায়েছে চারিদিক পাকায়েছে দড়ী ॥
মনোরাজ্য করি আগে যে বাজালে দামা ।
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝামা ॥
ধরিয়াছে বাজবেশ পোরে টুপী জামা ।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা ?

যুদ্ধে বিরাম ।

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর ।
শুভ সমচার বড়, শুভ সমচার ॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে, দিল্লী অধিকার ।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার ॥
অকারণে ক্রিয়া-দোষে কোরে অত্যাচার ।
মরিল দুজন তাঁর প্রাণের কুমার ॥
ছেলে মেয়ে আদি করি, যত পরিবার ।
দিবানিশি করিতেছে, শুধু হাহাকার ॥
কোথা সেই আস্ফালন কোথা দরবার ?
হাড়ে মাটী ঘাড়ে দূর্ব্বা হয়ে গেল সার ॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে, হলো ছারখার ।
শিশু সব মারা যাবে বিহনে আহার ॥
দূরে থাক্ সমুদয় সম্পদ সঞ্চার ।
পড়িয়া ব্রিটিস-কোপে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
করেছিল যে প্রকার, বিষম ব্যাপার ।
হাতে হাতে প্রতিফল ফোলে গেল তার ॥
অদ্যাপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার ।
অদ্যাপিও হয় নাই, সত্যের সংহার ॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক, করেন বিহার ।
তিনি কি কখনো সন, এত পাপভার ?
কোথা দীনদয়াময়, সর্ব্বমূলাধার ।
আহা আহা মরি কিবা, করুণা তোমার ॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার ।
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কার ?
সমুচিত শাস্তি পেলে, যত দুরাচার ।
অতএব তব পদে, করি নমস্কার ॥
যমুনার জল আর পূর্ব্ববৎ নাই রে ।
হয়েছে রুধিরে ভরা, কেমনেতে নাই রে ?
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে ?
ভাসিছে তাহাতে সব, শব ঠাঁই ঠাঁই রে ॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে, সকল সিপাই রে ।
এ কূল ও কূলে তার, ভস্ম আর ছাই রে ॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে ।
শকুনী গৃধিনী উড়ে, শব্দ সাঁই সাঁই রে ॥
শা-জাদার শোণিতেতে, মিটে গেল খাঁই রে ।
খেয়ে সব পরাভব, মেনেছে সবাই রে ॥
স্থলে স্থলে মৃতদেহ, পর্ব্বতের চাঁই রে ।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে, কোথায় দাঁড়াই রে ?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে ।
কোথা খেয়ে,কোথা শুয়ে,সুখে নিদ্রা যাই রে ॥
সবদিকে সমদশা কোন্ দিকে চাই রে ?
এ দেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাঁই রে ॥
যমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে ।
বিকট-বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে ॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ, বলিহারি যাই রে ।
ঘুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে ॥
ব্রিটিসের জয় জয়, বল সবে ভাই রে ।
এসো সবে নেচে কঁদে, বিভুগুণ গাই রে ॥

শীক-সংগ্রাম।

বিজ্ঞবর গবর্ণর হিতবাক্য ধর।
সঙ্কটে সমর-সজ্জা সংবরণ কর॥
নরবর গবর্ণর মনে এই ভয়।
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়॥
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধ ভাব লাগিয়াছে ধূম।
উর্দ্ধভাগ রুদ্ধ করে কামানের ধূম।
শীকের এবার বুঝি নাহিক নিস্তার।
বিপক্ষ-বিনাশ হেতু বিক্রম-বিস্তার॥
ব্রিটিসের জয় জন্য অভিলাষ মনে।
এক হস্তে অস্ত্র ধরি অগ্রসর রণে॥
আপনি চালাও সেনা রণক্ষেত্রে রয়ে।
এমন কে করে আর গবর্ণর হয়ে॥
মহামতি সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে যোড়া।
বিপক্ষের গুলী খেয়ে মলো তাঁর ঘোড়া॥
বড় বড় বলবান্ যোদ্ধা যোদ্ধা যত।
ভূমিতলে নিদ্রাগত জন্মের মত॥
লিখিতে উদয় দুঃখ লেখনীর মুখে।
সেলের মরণ শুনি শেল ফুটে বুকে॥
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প অস্ত্র ধরি বলে।
মরিল শীকের হস্তে সমরের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ কিসে হবে দূর?
ব্রিটিসের রক্ত খায় শৃগাল কুকুর॥
স্বামীর মরণ শুনি বিবিলোক যারা।
নিয়ত নয়ন-মেঘ বহে শোক-ধারা॥
শ্রীযুতের মনে মনে অতিশয় ক্রোধ।
অবশ্য হইবে তার হিংসা পরিশোধ॥
নিশ্চয় মরিবে রসে সমুদয় শীক।
ধর্ম্মরাজ খাতা খুলে করিলেন ঠিক॥
অমর সমরকল্পে ব্রিটিসের সেনা।
পিপীড়ার মৃত্যু হেতু উঠিয়াছে ডেনা॥
লইতে লাহোর রাজ্য হেনরীর কোপ।
নির্জ্জরেতে যোদ্ধা সব কর ভাই রোপ॥
শতলজ পার হয়ে জোরে ছাড় তোপ।
উড়ে যাক্ খাক্সামুণ্ড পুড়ে যাক্ গোঁপ।
বিপক্ষের পরাক্রম সব করি লোপ।
শতদ্রুতে স্নান করি গায়ে মাখ সোপ॥
কিরূপেতে পরিপূর্ণ সমরের স্থল॥
কিরূপে করিছে যুদ্ধ ইংরাজের দল॥
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি কাটাকাটি যথা।
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে উড়ে যাই তথা॥
দূরে থেকে দৃষ্টি করি ইচ্ছা অনুরাগে।
গুলী যেন ছুটে এসে গায়ে নাহি লাগে॥

যুদ্ধে শীকের পরাজয়।

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥
কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শীক সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী।
উর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খরগতি খর করে শক।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥
পঞ্জাবীর শীকদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি জয়ী হবে রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি সম্মুখ সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ॥
মাঠে এসে ফাটে বুক মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥

শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

আমাদের সেনাদের বাহুবল বাড়ে।
বিকট-বদনে ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে॥
বেঁধে হোপ করে কোপ দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে॥
যত দল হতবল প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাঁবু টেন্ত ফেলে॥
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায় বলবুদ্ধি-হারা॥
লাহোরে রাণীর কাছে অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে দুর্গে বলে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক-সিংহ যত।
আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত॥
নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়।

রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাঁপদেড়ে।
গুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদী-কূলে।
বুদ্ধি-লোপ দাড়ী-গোঁপ সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে।
ধড়ফড় করে ধড় পড়ে ধরাতলে॥
পুনর্ব্বার উঠিবার শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

জাগিয়াছে শত্রু সব লাগিয়াছে ধুম।
লুটিতে লাহোর দেন হেনেরী হুকুম॥
প্রাণপণ হৃষ্টমন সেনাগণ সাজে।
মহাঝাঁক ঘন হাঁক জয়ঢাক বাজে॥
শীকদেশ হয় শেষ রণবেশ ধরে।
চলে দল ধরাতল টলমল করে॥
ধরাধর কেঁপে উঠে ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গলগীত গান কর মুখে॥
ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায়॥
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

দ্বিতীয়বার যুদ্ধ।

ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত।
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিটে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর॥
লাহোরের শীক-সেনা শক্ত অতিশয়।
এখন আলস্য করা সমুচিত নয়॥
কেহ খড়্গ কেহ ঢাল কেহ যষ্টি লও।
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও॥
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের সনে।
লাহোরীর প্রজাপুত্র সাজিয়াছে রণে॥
আমরা তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে।
দাড়ী ধোরে দিব টান বাড়ি মেরে বুকে॥
অধিকার যদি পাই শীকেদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি

সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিল্বদল মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব শুভযাত্রা করি॥
গায়ে দেহ চাপকান পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ী বাঁধ পর সাদা ধুতি॥
দোবজা দোছট করি চোট কর মনে।
হোঁচোট না খাও যেন ঘোরতর রণে॥
সাইনের অগ্রভাগে যেয়োনাকো রুকে।
চোট্ চাট্ কাট্ কাট্ মালসাট মুখে॥

মুদকিতে শীক-যুদ্ধ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ শীকগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজ-লোক রণরস-রঙ্গে॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা নাহিক নিস্তার॥
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া যুদ্ধে হয়ে রত॥
ঘেরেছে সমরস্থল লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শীকে হইয়া প্রবল॥
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির রণে।
হেরেছে সকল শত্রু গোরাদের সনে॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুন মিত্রভাব লয়ে॥
হয়েছে সমূহ শীক সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে বক্ষে বারিধার॥
লয়েছে দুঃখের ভার শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার তোপ একশত॥
ধরেছে ইংরাজ-সেনা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পরেছে করাল-বস্ত্র অস্ত্রযুক্ত কর॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি।
চলিছে সমরে সবে টলিছে ধরণী॥
ছলিছে ছলনা করি বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিসবৃন্দে জয়যুক্ত ফল॥

শীকযুদ্ধের অবস্থা।

শীক সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল,
নেশেছিল সেনা শত শত।
কটুভাষ ভেবেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
শেসেছিল অভিলাষমত।
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল,
ছেয়েছিল সমরের স্থল।
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল,
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল॥
জোট দিতে পেয়েছিল, প্রায় সব সেয়েছিল,
জেরেছিল অগ্নিবরিষণে।
কোপ করি ঘেরেছিল, কোসে তোপ মেরেছিল,
হেরেছিল গোরা সব রণে॥
বহুসৈন্য লয়েছিল, গুলীগোলা ধরেছিল,
হয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী।
যত কথা কয়েছিল, আমাদের সয়েছিল,
রয়েছিল সম্মুখেতে আসি॥
কালবেশ ধরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হরেছিল,
করেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক ভেরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,
মরেছিল বহু সেনাপতি॥
যত চাঁপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল,
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি কেঁড়েছিল,
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে॥
বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,
ঝেড়েছিল গুলীগোলা আগে।
গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল,
তেড়েছিল অতিশয় রাগে॥
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,
ভেগেছিল বিপক্ষের বুকে।

গায়ে গোলা লেগেছিল, শীক সব ভেগেছিল,
মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥
মার রব মুখে ছিল, ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিল,
বুকে ছিল কামানের জোর।
রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ॥
কোপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,
জুড়েছিল আকাশ পাতাল।
শাকমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ী-গোঁপ পুড়েছিল,
খুড়েছিল ধরি তরবাল ॥
শক্রুদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিষীর মন।
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল,
এঁটেছিল করিয়া শাসন ॥

বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক ॥
আমাদের সেনা সব, মেরে সব করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব ভেড়ে।
গুলী গোলা নিলে কেড়ে, যত বেটা চাঁপদেড়ে,
পলাইল পূর্ব্বাপর ছেড়ে ॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
কোরে কোপ বুদ্ধি-লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ী গোঁপ সব গেল পড়ে ॥
শীক শক্র পরাভব, মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।
সকল হইল ভুট, গোটুহেল ড্যাম হুট,
ফেলে উট্ দিলে ছুট্ ভয়ে।

যুদ্ধে জয়।

থ্যাঙ্ক লাড্ ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শীক-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক হস্তে এ প্রকার, না জানি কি হতো আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি ॥
যুদ্ধে যুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটনের দেশ ॥
তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে ॥
ধিক্ ধিক্ শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
লক্ষ্যমাত্রে গেল সমুদয় ॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বাঁধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শীক।

হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম্।
কড়্ কড় চড় চড়্ ঘড়্ ঘড়্ ফড় ফড়,
হড়্ হড়্ দড়্ দড় দুম ॥
গাড়া গাড়া গুম গুম্, ডাগা ডাগা ডুম্ ডুম্,
গুম্ গুম্ জয়ঢাক বাজে।
ভঁ ভ ভ ভঁ ভম্ ভম্, পঁপ পঁপ পম্ পম্,
ভম্ ভম্ ভম্ ভেরী রাগ ভাঁজে ॥
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম্ ড্যাম্ গোরাগণ ডাকে।
* * কাঁহা যাগা, আবি তেরা শের লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে ॥
যুদ্ধের বিষম ধুম, গগনে উঠিল ধুম,
ঘুম নাই নয়ন-নিকটে।
ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥
বটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে,
চকিতে চটায় শক্রুদল।
কোরে চোট দিয়ে জোট, ধরচোট নিলে কোট,
শীক কোট গেল রসাতল ॥

জোরজার শোরসার, ঘোরষার কেয়কার,
নাহি আর বিপক্ষের বলে।
শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,
মার মার মার মার বলে॥
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চীফ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি॥
শত্রুচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হলো ছারখার।
শতদ্রু-সলিল-অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ-রঙ্গে,
বিভূষিত শীকশবহার॥
স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা।
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল,
শবাহারে সব হারে তথা॥
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলো সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর॥
মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু-সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ।
নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হোক ইংরাজের সহ।
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাঠ।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট।
কোরে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে।
ইঙ্গিতের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে॥
লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা

খবিল ইংলিস যত, ভেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা॥
চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিলন
সরমন্ পড়িবেন জোরে।
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরীর গ্লাস
কহিবেক হিপ হিপ্ হোরে॥
হে গবনর। মানব বর।
রণ সম্বর। বচন ধর॥
ব্রিটিসগণে। অভয় মনে।
শীকের সনে। সেজেছে রণে॥
লাহোরাধিপ। শিশু দলিপ।
তার সমীপ। সমর-দীপ॥
ধনের আশ। করি প্রকাশ।
প্রাণী-বিনাশ। দয়া না বাস॥
স্বরূপ বটে। সকলে রটে।
শতদ্রু-তটে। পাছে কি ঘটে॥
তোমার কার্য্য। নহে নিবার্য্য।
পাইবে ধার্য্য। শীকের রাজ্য॥
না হয় ভঙ্গ। রণ-তরঙ্গ।
শোণিত-রঙ্গ। শোভিত-অঙ্গ॥
দেখিয়া রতি। হাসিছে ক্ষিতি।
ধনের প্রতি। এত কি প্রীতি॥
সমর স্থলে। কামান কলে।
বিপক্ষ-দলে। বধিবে বলে।
শীকের পাপে। তোমার দাপে।
রণ প্রতাপে। অবনী কাঁপে॥
বিকট-বেশে। রুধিরে ভেসে।
লাহোর দেশে। কি হবে শেষে॥
শীক ভূপাল। দুধের বাল॥
তারে কি কাল। যাতনা জাল॥
হে গুণ-নিধি। বিফল নিধি।
এ নহে বিধি। বিহিত বিধি॥
করুণা কর। করুণা-কর।
রণ না কর। সমর হর॥

কাবুল-সংগ্রাম।

(১২৪৮ সাল।)

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল শুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
রেগেছে ইংরাজ লোক যত॥
করেছে আসর জারী, হয়েছে বিলাতী নারী,
তরেছে সমরে খুব তারা।
পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা॥
হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে॥
ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এরারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,
পেড়েছে কামান কত রণে॥
জুড়েছে বন্দুকে গুলী, উড়েছে মাথার খুলী,
পুড়েছে কপাল নানামতে।
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে॥
সমর করিয়া পণ্ড, সেনাদল লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার-বিরহে তারা,
কোনরূপে স্থির নহে কেহ॥
শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুকুর কত, গৃধিন্যাদি-শত-শত,
মহানন্দে খায় সব শব॥
হিংস্র-জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,
কত শত সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাসৃষ্টি,
শববৃষ্টি হয়েছে এবার॥

মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল রহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায়॥
বড় বড় দাড়ী গোঁপ, কেউ নিল গোলা তোপ,
বুদ্ধিলোপ হোপ সব হরে।
ছলে ছলে ফাঁদ ফেদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
মোঙ্গল মঙ্গল-বাদ্য করে॥
কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল ক্ষত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম।
রাজদূত যারে কয়, কোথা সেই এ সময়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম ?
দুর্জ্জন যবন নষ্ট, করিলেক মানভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেণ্ট, হত হলো রেজিমেণ্ট,
হায় হায় কারে কব সেম॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার-অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
শুকাইল রাঙ্গামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়॥
চারিদিকে গুলী গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে।
থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁচিচিঁচি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে শুধু দড়ী গোঁজ খেয়ে॥
পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
বিধিমতে বিষম বিপদ॥
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা।
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা।
ছুটিবে যখন গুলী, উঠিবে আকাশে ধূলি,
ফুটিবে বিপক্ষ-বুকে শূল।

ছুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়েকুল ॥
জ্বলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাহস্কা ছল করে।
ফলেছে কামনা-ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥
এ বার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর ঘার,
জোর জার শোরসার তায়।
জেনারল গোরা-দল, ঢল ঢল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায় ॥
গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল।
গরু জরু লয়ে কেড়ে, চাঁপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল ॥

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ।

বীররসে বিভাসে জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব রণজয়ী গান ॥
হইল বিবাদ-বহ্নি বড় বলবান্।
না হয় নিব্বাণ আর না হয় নির্ব্বাণ ॥
কত দূরে ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ।
করুন্ ধরণী সুখে নররক্ত পান ॥
এক গাঢ়ে গাড়িতে মগের বাচ্ছা যান।
শ্বেত সেনাপতি যত জলযানে যান ॥
কলে চলে জলে তরী ধূম্রযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে হাজার কামান ॥
হয়েছেন কমডোর সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের নাহি আর ত্রাণ?
জলে স্থলে আগে তিনি হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের বগমারা বাণ?
লাফে লাফে বীরদাপে শব্দ আন্ সান্।
পতালেতে বাসুকির দেহ কম্পবান্ ॥
রেঙ্গুনের গবানির হবে হতমান।
আসিবে শিকল-পায়ে হয়ে বন্দীয়ান ॥
হোরা দিয়া গোরা সব খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার দেহ খান খান ॥
কি করে আবার রাজা যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার হয় অবসান ॥
ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের ভান ॥
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা জাতি কুল মান ॥
শোভা পেতো হলে পরে সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু যাবেনাকো প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান ॥
সেখানে খ্রীষ্টান হয়ে ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে ধর্ম্মের বিধান ॥
ধরাইয়া হাতে হাতে করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে করিবেন ত্রাণ ॥
অনল উঠিল জ্বোলে কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই পাইবে নির্ব্বাণ ॥
ব্রিটিস-নিকটে তথা মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা পতঙ্গের ঝাঁপ ॥
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥
হতে চায় করী দম্ভ স্বরূপ শূকর।
তুরঙ্গের খরগতি ইচ্ছা করে খর ॥
দেখিয়া রবির ছবি নাচিছে জোনাকী।
বকের বাসনা বড় বধিতে বাসুকি ॥
শূনীসুত মিছে কেন করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে হরির বিক্রম?
ভীরু ফেরু রব করি জয় করে হরি।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরি ॥
ইংরাজে করিবে দূর কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন "বগা বাঙ্গালের লগে" ॥
ধোরে থাক্ পাখাভাঙ্গা মাচরাঙ্গা খগে।
বাঁধুক আবার অজা দোক্তা চূণ রগে ॥

হাঁড়ামুখো হন যদি বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালোরূপ আরো হবে কালো॥
সন্ধিজলে রণানল করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন আবার প্রধান?
হীনবলে এত কেন প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে কপালের দোষ॥
নিয়ন্তে টানিলে পরে নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে পিপাড়ার পাখা॥
দ্বিজরাজে দর্প করে হইয়া শালিক।
অবোধ বগের প্রভু মগের মালিক॥
সকল শরীর চিত্র বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু মানব আকার॥
সেনা আর সেনাপতি সম সমুদয়।
কেবা রাজা কেবা প্রজা বুঝা অতি দায়॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক থামিয়া থামিয়া॥
ইরেস্তা বুকুলী ভুলু কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায় থামিয়া থামিয়া॥
কর্ম্মের উচিত ফল অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি বুঝিলাম ভাবে॥
জ্ঞানহত পশু যত আর কত জ্বালাবে?
ভূতবেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন টলাবে?
শ্বেতবীর বাসুকির উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর হয়ে চুর রসাতলে তলাবে॥
কোপে কোপে তোপে তোপে গিরিদেশ
হেলাইবে।
জলে স্থলে শত্রুদলে কাঠচেলা চেলাবে॥
তীরে উঠে ছুটে ছুটে দুই হাতে ঠেলাবে।
ডাকছাড়ি তুলে আড়ি গোঁপদাড়ী ফেলাবে॥
কোরে রাগ ধোরে তাগ বাঁকা ডগ
লেলাবে।
ছুরী দিয়া মাঠে নিয়া কত খেলা খেলাবে॥
হত ফিশে বুঝে মিশে কাণে সীসে ঢালাবে।
মগাই পসাই সোণা কামানেতে গলাবে॥
সিফায়েরা বেঁধে ডেরা রাজধানী জ্বালাবে।
খোকারাজে চোরসাজে সিন্ধুপথে চালাবে॥
যত গোরা মেরে হোরা ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাপতি হারা ভুপ বাবা বোলে পালাবে॥

টোরী ও হুইগ।

কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরী॥
হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কাণে॥
টোরী আর হুইগের যে হন প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান॥
গুণে করি গুণগান দোষে দোষ গাই
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥
নিতান্ত অধীন দীন এদেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ রাজার কুশল॥
চাতকের ভাব যথা জলদের প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব আমাদের প্রতি॥
যাহাতে দেশের সুখ চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥
চারিদিকে যুদ্ধের অনলরাশি জ্বলে।
নির্ব্বাণ করহ বিভু সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণীনাশ বিষাদের হেতু।
বিবাদ-সাগরে বাঁধ ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর শান্তিগুণ-রস।
পৃথিবীর লোক যত প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা-পুষ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥

আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই ॥
পরিবর্ত্ত কর সব নিয়মের দোষ ॥
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি প্রজার সন্তোষ।
জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রীতি জাতি আর দেশ।
কোনরূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে দ্বেষ ॥
নির্ম্মল-নয়নে কর কৃপাদৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে সকল সমান ॥
মাঙ্গলিক সব কার্য্যে স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই ॥
শুধু সুবিচার চাই ॥
দুর্জ্জন-তস্কর-ভয়ে ভীত লোক সব।
চারিদিকে উঠিয়াছে হাহাকার রব ॥
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন জমীদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে মারা যায় তারা ॥
শমনের সহোদর নীলকর যত।
মনে প্রাণে প্রজাদের দুখ দেয় কত ॥
অত্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই ॥

প্রভাতের কমলিনী।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করেছে নিজ রূপ।
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায় ॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ।
কমলদলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাস ॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটা ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,

* * * *

মোহিত মধুর রঙ্গে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥

মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি কটুভাষা,
ব্যাকুল হয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-মা-মা-ব্বা-বা-বা-বা।
আবো আবো আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো পিশে, খুড়া বাপ,
জুজু, ভূত, ছুঁচো সাপ,
স্থল জল আকাশ অনল ॥
ভাল মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না
উপদেশ শিক্ষা হলো যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ী
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট
হিতাহিত করিছ বিচার ॥

যে তাঁহার হবে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
মৃত্যুকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

জন্মভূমি।

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
মিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
ত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
র বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
র বলে তুমি বলী, তাঁর বলে আমি বলী,
ভক্তিভাবে কর তাঁরে স্নেহ॥
সূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার।
শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
তে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥
ভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণী ধরণী-রাণী-করে॥
া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
ী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দৌহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥

প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহনদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান॥
উপদেশবাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হলো না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে.

কেবা আর পায় দেখা, এলে একা যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা॥

রাজনীতি।

অনুগত রাজা যত, অধীনেতে রয়।
তাদের বিষয়ে যেন, লোভ নাহি হয়॥
করুণা-তরুর তলে, বাস করে যারা।
নিতান্ত আশ্রিত অতি, নিরুপায় তারা॥
ইঙ্গিত করিলে যারা, উঠে আর বসে।
নত হয়ে সন্ধি করি, সদা আছে বশে॥
তাদের নিগ্রহ করা, উচিত কি হয়?
রাজধর্ম্ম নয়, সেতো, রাজধর্ম্ম নয়॥
রাজা হয়ে এরূপ, অন্যায় যেই করে।
ভবের ভাণ্ডার তার, অপযশে ভরে॥
রাজ-বল, বড় বল, তুল্য যার নাই।
শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, দুই বল চাই॥
ক্ষিতিপতি হইবেন, পণ্ডিত-মণ্ডিত।
করিবেন সুমন্ত্রণা মন্ত্রীর সহিত॥
মন্ত্রী হবে ধর্ম্মশীল, সাধু সুভাজন।
মন্ত্রণা করিবে দান, ধর্ম্মে রেখে মন॥
সভাসদ কুলীন পণ্ডিতগণ যত।
সেইমতে সকলে দিবেন অভিমত॥
তবে করিবেন রাজা সে মত চলিত।
রাজা প্রজা উভয়ের হবে তায় হিত॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শুকো আর হাজা।
এ সকল বিবেচনা করিবেন রাজা॥
যেবার যেমন হবে শস্যের সঞ্চার।
সেবার লবেন কর সেরূপ প্রকার॥
চাষার আশার ধন না ফলিলে ক্ষেতে।
কেমনে রাজস্ব দিবে নাহি পায় খেতে?
কর নেয়া বিধি হয় এরূপ বিধানে।
চাষা আর ভূমিস্বামী যাহে বাঁচে প্রাণে॥
কর পেতে কর পেতে থাকুন ভূপাল।
সেবক না হয় যেন বিষম বিশাল॥
পাইতে বিলম্ব হলে কররূপ নিধি।
প্রচার না হয় যেন রবি অস্ত বিধি॥
কৃষীর কুশল যাহে নিরন্তর হয়।
সেই দিকে নৃপতির নেত্র যেন রয়॥
ভূমিতে হইলে শস্য গাছে হলে ফল।
নানারূপে হয় তার দেশের মঙ্গল॥
অভাব থাকে না কিছু দূর হয় দুখ।
সকলি সুলভ হয় কত তায় সুখ॥
রাজার রাজস্ব-লাভে ব্যাঘাত না হয়।
প্রজা আর কৃষকেরা স্থির হয়ে রয়॥
বণিক বাণিজ্যে করে বিশেষ ব্যাপার।
শ্রমজীবী জনেদের আনন্দ অপার॥
পরস্পর বিনিময়ে বেড়ে যায় ধন।
সে ধনেতে হয় কত কল্যাণ-সাধন॥
কতজন পেয়ে ধন ধনী হতে চায়।
ধনেতেই ধন বাড়ে কৃষীর কৃপায়॥
যে ফসলে কুশলের সীমা নাই আর।
খুলে যায় অনেকের ভাগ্যের ভাণ্ডার॥
স্বদেশের লোক সব বাহু তুলে নাচে।
বিনিময়ে পরস্পর কত দেশ বাঁচে॥
বাণিজ্য-ব্যাপার তায় বেড়ে যায় কত।
অনুরাগে সবে হয় পরিশ্রমে রত॥
রাজ্য হলে ধনশালী অপার কুশল।
প্রজার মঙ্গলে হয় রাজার মঙ্গল॥
কৃষিকার্য্য করি ধার্য্য প্রথমে ভূপতি।
পরে করিবেন দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি॥
বাণিজ্যবিহীন রাজ্য শোভা নাহি পায়।
বৃদ্ধি হলে বাণিজ্যের কত সুখ তায়॥
যে দেশে বাণিজ্য নাই সে দেশ কি দেশ
সে দেশে না হয় কভু লক্ষ্মীর প্রবেশ॥
যে দেশেতে বণিকের ব্যবসা না চলে।
লক্ষ্মীছাড়া দেশ তারে সকলেই বলে॥
কতরূপে উপকার একরূপে নয়।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" শাস্ত্রে এই ক

বিদেশে বিনোদ বস্তু বিরাজিত যত।
দেশে বোসে সে সকল হয় হস্তগত॥
পরস্পর দ্রব্য যত করি বিনিময়।
কোনরূপ জিনিসের অভাব না রয়॥
কোন্ দেশ কত দূর কিরূপ প্রকার।
কিরূপেতে প্রজাগণ চালায় সংসার॥
রীতি নীতি ধর্ম্মকর্ম্ম আচার বিচার।
কিরূপ স্বভাব ভাব কিরূপ ব্যাভার॥
কিসেতে নির্ভর করি কাল করে গত।
আমাদের সহ তার ভেদাভেদ কত॥
এইরূপে সমুদয় হয়ে অবগত।
বল বুদ্ধি সাহস সভ্যতা বাড়ে কত॥
কতরূপ দেশভাষা করিয়া প্রচার।
বিধিমতে বহুবিধ বিদ্যার বিস্তার॥
বিদেশের সবিশেষ জেনে ইতিহাস।
স্বদেশে করিবে সুখে পুস্তক প্রকাশ॥
যে দেশের ভাল যাহা করিয়া সংগ্রহ।
ব্যবহার দূর হবে দেশের নিগ্রহ॥
এ দেশের যে সকল উত্তম হইবে।
উপদেশে সে দেশেতে প্রচার করিবে॥
এইরূপে কুশলের না রহিবে সীমা।
দিন দিন বৃদ্ধি হবে রাজার মহিমা॥
করিবেন বণিকেরে বিশেষ সাহায্য।
রাজা যেন আপনি না করেন বাণিজ্য॥
বাণিজ্য করিবে সাধু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
রাজার বাণিজ্যবিধি কখনই নয়॥
সাধুর সন্তান সবে রাজার আদেশে।
ব্যবসায়-রত হবে স্বদেশে বিদেশে॥
জলে স্থলে রক্ষা করি, অভয় প্রদানে
নৃপতি লবেন দান বিধান প্রমাণে॥
প্রজার প্রতুলপথে করে প্রতিষেধ।
রাজার বাণিজ্য তাই নিয়মে নিষেধ॥
পৃথিবীর চারিদিক চেয়ে দেখি তাই।
ভূপালের সদাগর কোন দেশে নাই॥

যে দেশের রাজা করে বাণিজ্য-ব্যাপার।
সে দেশের প্রজাগণ করে হাহাকার॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ তার এ দেশে এখন।
কোম্পানীর একচেটে আফিম লবণ॥
রাজার অন্যায় লোভে প্রজা যায় মারা।
নীরদ-নয়নে ফেলে দর দর ধারা॥
"মলঙ্গীরা" যেখানেতে করিতেছে লুণ।
সেইখানে গিয়া দেখ নৃপতির গুণ॥
পাটনা প্রদেশে গেলে দেহ হবে হিম।
কেমন করিয়া রাজা নিতেছে আফিম॥
এইমত ভয়ঙ্কর রাজ-অত্যাচারে।
দুঃখী প্রাণী প্রজা আর বাঁচিতে না পারে॥
আহার ঔষধ যাহা স্বভাবে সম্ভব।
তাই হলো নৃপতির নিজের বিভব॥
একবাব প্রজার নিকটে পেতে কর।
রীতিমত লয়েছেন যে ভূমির কর॥
সে ভূমির জাত বস্তু লয়ে পুনর্ব্বার।
করিলেন কররূপে ভাণ্ডারে সঞ্চার॥
যাহার আহার বিনা প্রজা যায় মোরে।
রাখিলেন সেই দ্রব্য "মনাপুলি" করে॥
ভূতে ভূতে যোগ হয়ে জন্ম হয় যার।
তাহারে বলিতে হবে ভৌতিক ব্যাপার॥
স্বভাবে উদ্ভব যাহা ভৌতিক ব্যাপার।
সকল প্রাণীর তায় সম অধিকার॥
চমৎকার সুবিচার রাজার আমার।
করেন "রাজস্ব" বোলে নিজে অধিকার॥
আমার বাড়ীতে মাটী ঘাড়ীতেই জল।
আকাশের রবিকর, বাড়ীর অনল॥
পরস্পর যোগাযোগে যদি করি লুণ।
হাতে দড়ী দিয়ে রাজা মেরে করে খুন॥
ঝুলী কাঁথা লুটে লয় যেখানে যা থাকে।
খাটুনি আঁটুনি করে কারাগারে রাখে॥
তখনই পাড়ে টান জমীদার ফেরে।
জমীদারী বেচে লয় জরিমানা করে॥

লোভের অধীন হয়ে অন্যায় আচার।
এই কি উচিত হয় ধার্ম্মিক রাজার?
কিছুই উপায় নাহি শাসনের জোর।
আপনি আপন ধনে সাধু হয় চোর॥
অনুগত আশ্রিত যে সব লোক থাকে।
তাদের আশ্রয় দিয়া অধীনেতে রাখে॥
এইরূপে উচ্চপদে কর্ত্তাপক্ষগণে।
কর্ম্ম দিয়া পালিতেছে শত শত জনে॥
রাজার নিকটে যেই পরিচিত নয়।
ক্ষমতায় নাহি পায় রাজার আশ্রয়॥
তার আর নাহি হয় সম্পদের সুখ।
আপনার কর্ম্মফলে ভোগ করে দুঃখ॥
পদেতেই মান হয় পদেতেই যশ।
পদে না থাকিলে তার কেবা হয় বশ?
ক্ষমতায় রাজপদ পাবার কারণ।
পরস্পর করে তাই সমান যতন॥
করিবেন দেশে রাজা সুরীতি স্থাপন।
সকলের হরে তায় স্বভাব-শোধন॥
করিবেন সবিশেষ বিদ্যার বিধান।
বিদ্যাবান্ হবে সব প্রজার সন্তান॥
প্রজায় শিখিলে বিদ্যা ভাবনা কি আর।
পরস্পর করে সবে প্রিয় ব্যবহার॥
বিদ্যা আর নীতি-গুণে সাধুভাব ধরে।
কারো প্রতি কেহ নাহি অত্যাচার করে॥
রাজ্যের মঙ্গল তায় অশেষ প্রকার।
কোনমতে নাহি হয় শান্তির সংহার॥
শান্তি হলে সঞ্চারিত না রহে জঞ্জাল।
প্রণয়-প্রভাবে সবে সুখে কাটে কাল॥
সুরীতির সমাগমে সুখ কব কত।
কুরীতি কুনীতি হয় একেবারে হত॥
যে রাজার প্রজাগণ নীতিতে নিপুণ।
শিল্প আদি আর আর ধরে বহু গুণ॥
বিবিধ ব্যাপারে করে বিহিত বিশেষ।
স্বর্গের সমান হয় সে রাজার দেশ॥

নীতি আদি বিদ্যা দান করিয়া প্রথমে।
বিজ্ঞানের উপদেশ ক্রমে যথা ক্রমে॥
ভূগোল খগোল আর পদার্থ-নির্ণয়।
জ্যোতিষ প্রভৃতি আর শাস্ত্র সমুদয়॥
বিশেষতঃ বৈদ্যশাস্ত্র সকলের সার।
যার চেয়ে শুভকর কিছু নাহি আর॥
অনুরত হয়ে রাজা খুলিয়া ভাণ্ডার।
করিবেন এ সকল শাস্ত্রের প্রচার॥
প্রজাদের জাতি-ধর্ম্ম আর কুলাচার।
চিরদিন চলিতেছে যেমন যাহার॥
স্থিরভাবে শান্তিযোগে সেইরূপ রয়।
তাহে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়॥
যার যাহা ধর্ম্ম হয় ভাল তার তাই।
পরধর্ম্মে পীড়া দেয়া প্রয়োজন নাই॥
আপনি পালুন রাজা ধর্ম্ম আপনার।
নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রজা করুক্ প্রচার॥
পরিত্রাণ তায় তার যে ধর্ম্মে যে থাকে।
সকলেই একভাবে এক ব্রহ্মে ডাকে॥
ধিক্ ধিক্ অধীনতা ধিক্ তোরে ধিক্।
কুকুরে কাঁদিতে হয় লিখিতে অধিক॥
বোধ আর কোনরূপে প্রবোধ না ধরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় মনে হলে পরে॥
মনের যাতনা আর ফুটে বলি কারে?
এরূপ না হয় যেন কোন অধিকারে॥
কোথায় করুণ প্রভু করুণানিধান।
করুন্ রাজার মনে করুণা প্রদান॥
ইঙ্গিতে আদেশ কর রাজমন্ত্রিগণে।
যাতনা না দেন যেন অধীনের মনে॥
করুন্ করুণ হয়ে প্রজার কুশল।
হরুন্ বাণিজ্য আদি কুরীতি সকল॥
ধরুন্ তরুণ ভাব ন্যায়ে হয়ে রত।
করুন্ উচিত দয়া অরুণের মত॥
তরুন্ কলঙ্ক হতে করি সুবিচার।
যথা রীতি কর লয়ে ভরুন্ ভাণ্ডার॥

সমুদয় বিষয়েতে আছি পরিতোষে।
কেবল কাঁদিছে হয় গোটাকত লোকে॥
সেইগুলি পেলে পরে রামরাজ্য হয়।
মুক্তমুখে সবে করে ইংরাজের জয়॥
প্রজাদের ব্যবহারে করিয়া ব্যাঘাত।
জাতি আর ধর্ম্মনাশে কেন দেন হাত?
যথা ধর্ম্ম সকলেই করিবে আচার।
সে বিষয়ে কেন হয় আইন প্রচার?
পূর্ব্বকার অঙ্গীকার করিয়া বিনাশ।
যম সম "লেক্সলোসী" নিয়ম প্রকাশ॥
যদ্যপি করেন রাজা অন্যায় আচার।
কিরূপে প্রজার তবে রক্ষা থাকে আর?
মনেরে বুঝাব আর কাহারে বলিয়া?
রক্ষক ভক্ষক হলো "তক্ষক" হইয়া॥
রাজায় বিরত হলে প্রতিজ্ঞা-পালনে।
তাহার উপায় আর হইবে কেমনে?
কে আর শুনিবে সব মনের বচন?
কার কাছে ডাক ছেড়ে করিব রোদন?
ধর্ম্মধন মহাধন সকলের সার।
যার চেয়ে মহামূল্য বস্তু নাই আর॥
যার যাহা ধর্ম্ম তার তাহাই প্রধান।
ধন প্রাণ বড় নহে ধর্ম্মের সমান॥
কোটি কোটি প্রজাগণ কেহ নহে সুখী।
মরমে পরম ব্যথা চিরদিন দুঃখী॥

প্রভাত।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি বিভু-নাম স্মরি।
তরুণ অরুণ আভা বিলোকন করি॥
স্বভাবের শোভা কত প্রকাশিব কিবা?
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন কুলবধূ দিবা॥
স্বামী অনুরাগে জাগে ভাঙ্গে ঘুমঘোর।
জাগাইছে অরবিন্দে প্রেমানন্দে ভোর॥
হাস্যমুখী কমলিনী ঘোমটা খুলিয়া।
নাচিতেছে মৃদু [illegible] দুলিয়া॥

ছুটিয়াছে গন্ধ তার ফুটিয়াছে কলি।
মধুলোভে গুণ গুণ গুণ গায় অলি॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি দ্বিজকুল যত।
নানা স্বরে রাগভরে গান করে কত॥
ধরাতল সুশীতল সুবিমল হয়।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে অপূর্ব্ব উদয়॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা অপূর্ব্ব প্রভাস।
নব পরিচ্ছদ যেন ধরেছে আকাশ॥
ছটাযুক্ত সুবর্ণের সুন্দর অঙ্গুরী।
অঙ্গুলীতে ধরে যেন প্রকৃতি সুন্দরী॥
হেরিয়া প্রভাত-প্রভা পূর্ণানন্দময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

মধ্যাহ্ন।

আর এক নবভাব মধ্যাহ্নসময়।
দিবার যৌবন যাহে প্রকটিত হয়॥
শূন্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন হুতাশন ভরা।
তপনের তপ্ত তনু দীপ্ত করে ধরা॥
সমীরণ সখা-অঙ্গে আলিঙ্গন দিয়া।
জানায় পৃথিবীময় প্রকৃতির ক্রিয়া॥
নবভাবে নভ পূর্ব্বভাব পরিহরি।
পুনর্ব্বার শুদ্ধ হয় ধৌতবস্ত্র পরি॥
পশু পক্ষী চোরে খায় তাপ লাগে শিরে।
থেকে থেকে রয় রাখে ছায়ার কুটীরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের একত্র মিলন।
আলস্য আসির লগ্ন দেহ-নিকেতন॥
শ্রমের হইল ভ্রম গতি ধীরে ধীরে।
বিরতি বসতি করে মনের মন্দিরে॥
অকস্মাৎ এই ভাব কিসের কারণ?
নয়ন লজ্জিত অতি দেখিতে তপন॥
হেরিয়া ভবের ভাব হয় নিরূপণ।
স্বভাব উঠিল জেগে দেখিয়া স্বপন॥

মধ্যকাল হেরে মন ভাবে মুগ্ধ রয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সায়ংকাল।

সন্ধ্যার সন্ধির যোগে সূর্য্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া অস্তাচল-চূড়া॥
ঈষৎ আরক্ত ছবি প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ কোথা বা কিরণ।
ম্লানমুখে মনোদুঃখে মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব নাহি আর ক্রম।
জ্যোতির মুকুট তাঁর কেড়ে লয় তম॥
দিননাথ দীন দেখি দিন অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ অন্ধকার-মাঝে॥
তিমিরের শয্যায় শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তার নিদ্রা যায় ভব॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয় ভাবুকের মন।
বুঝ রে ভবের ভাব ভাবুক যে জন॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে সঙ্গে লয়ে রহ।
দ্বিজগণ বাসা লয় নিজগণ সহ॥
তরু-শাখা স্নিগ্ধ হয়ে এই সন্ধ্যাকালে।
ভঙ্গী করি গীত গায় পবনের তালে॥
মানস মোহিত হয় সায়াহ্নসময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

যামিনী।

যামিনী সজনী সহ প্রফুল্লিত মনে।
হাসি হাসি বসে আসি আকাশ-আসনে॥
ক্ষণমাত্রে দেখা যায় অপরূপ ভাব।
স্বভাব ধরেছে যেন নূতন স্বভাব॥
তারা যারা তারা তারাপঙক্তি ঘেরে জলে।
মুকুতামণ্ডিত যেন রজত-অচলে॥
বায়ুর বিচিত্র গতি নানা ভাবে বহে।
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে॥
কখনো নির্ম্মল করে গগনমণ্ডল।
কভু করে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ ঢলঢল॥
নদ নদী কত দেখি গগন-উপর।
ললিত লহরী যেন চলে থরথর॥
প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয় নাহি শব্দ রব॥
ভূমিতল সুশীতল তাপ নাই আর।
তৃণ-পত্রে শোভা করে নীহারের হার॥
বহুরূপী বিভাবরী বহুরূপ ধরে।
শোক চিন্তা তাপ আদি সমুদয় হরে॥
কখনো বা অন্ধকার কভু শুভ্রময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরতন নয়॥

ষড়-ঋতু।

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু ছয়রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ একের সময়।
এইরূপ কত কাল গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায় অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ
নব নব পরাক্রমে নব নব ভোগ॥
কখনো কম্পিত কায় শীত সমীরণে।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে॥
কখনো তপন-তাপ সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে ইচ্ছা অতিশয়॥

কখনো বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক্ তাঁর প্রভা প্রকটন॥
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

বিচিত্র সৃষ্টি।

এই ধরা এই বহ্নি এই বায়ু জল।
এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল॥
এই ঘ্রাণ এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রব।
এই এই এই এই এই এই সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত ভেদগুণে কত পাত হয়॥
এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা এই শোক রোগ।
এই সুখ এই দুখ এই তৃপ্তি ভোগ॥
এই ভাব এই বোধ এই চিন্তা মন॥
এই খাদ্য এই মুখ এই আস্বাদন॥
এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন।
এই চন্দ্র এই সূর্য্য এই তারাগণ॥
এই রাত্রি এই দিন এই তিথি বার।
এই দৃশ্য এই আলো এই অন্ধকার॥
এই প্রাত এই সন্ধ্যা এই মধ্যকাল।
এই এই এই দণ্ড এই খণ্ড কাল॥
কি আশ্চর্য্য ভবকার্য্য সব পুরাতন।
অথচ নয়নে নিত্য নিরখি নূতন॥
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি ওহে বিশ্বময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

কিছু নাই [illegible]

সুশীতল [illegible]
সুধা সম সুমধুর দয়া-রস টং,
দীন হীন জনমন-চকোরের ক্ষুধা।
ক্ষণমাত্র নিবারণ করে সেই সুধা॥
কেমনেতে মনে হয় দয়া আবির্ভাব।
ভাবিয়া ভাবুক জনে নাহি পায় ভাব॥
আমি বলি কাজ নাই অন্য কোন ভাবে।
সঞ্চারিত দয়ারস স্বভাব-প্রভাবে॥
পাষাণ সমান যার নিদয় হৃদয়।
কেমনে হইবে তাহে দয়ার উদয়?
উপায়বিহীন জন-মানস নলিন।
নিরদয় নিকটেতে নিয়ত মলিন॥
করুণাবিহীন সেই নিদারুণ জন।
পর-কাতরেতে নাহি গলে তার মন॥
নিরবধি নীরধর বরিষে শিখরে।
গিরিবর কলেবর তাহে সিক্ত করে॥
কখন কি হয় দ্রব ভূধর-শরীর?
অভিমান নিম্নগামী হয় সেই নীর॥
মানুষের প্রতি যার প্রীতি নাই মনে।
মানুষ বলিয়া তায়ে গণিব কেমনে?
আত্মদুঃখে দুঃখী যেই সুখী আত্মসুখে।
কাতর কি হয় সেই অপরের দুঃখে?
আত্মসুখ-অভিলাষী বটে সেই জন।
কিন্তু মনে নাহি পায় সুখ এক ক্ষণ॥
নিরন্তর অন্তরে কল্পনা করে কত।
কিছুই সফল নহে আশা মাত্র হত॥
কোথায় সুখের সূত্র খুঁজিয়া না পায়।
কামনা-কণ্টক-বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
জীবের হয়েছে মাত্র জীব পরিবার।
প্রিয় পরিজন প্রতি স্নেহ নাহি যার॥
কেমনে জগতে সেই পাবে সুখলেশ।
উচিত তাহার মাত্র সমুদ্র-প্রবেশ॥

সরল স্বভাব যার হৃদি ক্লেশ
নয়নের শোভা ... ক্লেশ।
প্রেমরূপে যেন শোভিত দিনেশ ॥
কাতর অন্তর তাহে বিকশিত করে।
প্রফুল্ল কমল তুল্য অতি শোভা ধরে ॥
দুঃখের দারুণ দশা দয়া দানে দলে।
ছল ছাড়ে খল তার সাধুসঙ্গ-ফলে ॥
যার বিচিত্র মায়া, যেন বট-বৃক্ষ-ছায়া,
সদাকাল শ্রান্তি করে দূর।
নীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদা,
প্রমোদিত পল্লব প্রচুর ॥
ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি শ্রাবণধারা,
শান্ত করে পথশ্রান্ত মন।
পক্ষীদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুবিরলে,
ফলে করে উদর-তোষণ ॥
দয়াতরু এপ্রকার, বিরাজিত হয় যার,
সুবিমল মানসের ক্ষেতে।
উপকার ছায়া তার, নানা ফল মিষ্ট তার,
পরিপক্ক প্রণয়-রসেতে ॥

বীণাপাণি-পদে।

হৃদয়কমলে আসি. বিনাশিয়া তমোরাশি,
প্রকাশিতা হও বিদ্যায়িনী।
কবিতা-কমল-মধু, দহি মে মাধববধূ,
বীণাপাণি বাক্যপ্রদায়িনী ॥
তব অনুকম্পাধীন, ভারতের শুভদিন,
কোথা গেল বৃশ্চিকবাহিনী।
কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ,
বিশেষ কি কব সে কাহিনী ?
নাহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণিতা।
শ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি
... মাদকে ঘূর্ণিতা ॥
...হ আর, হয়েছে রোদন স...
সুসাহিত্যসন্তান-বিয়োগে।
কেবল পদ্যের মুখ, হেরিয়া নিবারে দুঃ...
শান্ত তার সান্ত্বনা প্রয়োগে ॥
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যা...
কবিতার দশা দেখ আসি।
কুক্কুরেতে খায় হবি, মূর্খ মুখ্য হয় কা...
জোনাকী রবিত্ব-অভিলাষী ॥
তাই বলি ওগো বাণী, শীতল করহ প্রা...
রসনায় করিয়া আসন।
পূরাও বাসনা মম, নিবার জড়তা-ত...
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন ॥
বিতর করুণা লেশ, কহি সব সবিশে...
অধিক আশ্বাস নাহি করি।
এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হতে চা...
কবিতাশেখর চূড়োপরি ॥
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা ব...
আনন্দ বিতরে জনগণে।
যতনে যাতনা শঙ্ক, পাছে মাতা হও ক্রু...
শেষ নিবেদন শ্রীচরণে ॥

সুরীতি স্থাপন।

ভারতভূমির মাঝে হিঁদু আছ যত।
অলস অবশ হয়ে রবে আর কত ?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম করিছ শয়ন ?
এখনো রয়েছ সবে মুদিয়া নয়ন ?
ভবের কি ভাব তাহা কর অনুভব।
একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ সব ॥
কি হইবে মিছা আর নিদ্রায় রহিলে ?
এখনি রতন পাবে যতন করিলে ॥
কি করিলে ভাল হয় কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত কর আলোচনা ॥

মনে মনে স্থিরভাবে কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয় কুশল বিধান॥
কুরীতি-কণ্টক-বন করিয়া ছেদন।
সুরীতির সুখতরু করহ রোপণ॥
অনুরত হয়ে দেও অনুরাগ-জল॥
শাখীর শাখায় হবে সুশোভিত দল॥
আহ্লাদের ফুল তায় সন্তোষের ফল।
সে ফল ফলিয়া ফলে ফলাবে সুফল॥
পরস্পরে এক হয়ে এক কথা বল।
একমতে এক রথে এক পথে চল॥
সকলেই একভাবে এক হই যদি।
এখনি শুকায়ে দিব ভ্রমময়ী নদী॥
আর না চালাতে হবে অধর্ম্মের পোত।
একেবারে হবে রোধ অজ্ঞানের স্রোত॥
ভ্রান্তিনদী শুকাইলে রবে না উদ্বেগ।
যুক্তি-নদী দেখাইবে আপনার বেগ॥
সুসার সুধার স্রোত, খেলিবে অনিলে।
ভাঙ্গিবে ধর্ম্মের খেয়া জ্ঞানের সলিলে॥

মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

[ব্রা]হ্মণ পণ্ডিত যত, সকলেই অনুগত,
অবিরত উপকার পান।
[আ]মাদের মত হলে, বিধি আছে আছে বলে,
এখনই দিবেন বিধান॥
[পুঁ]থি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসি
কহিবেন হইয়া প্রধান।
ইন্দুবালা বিধবার, বিয়ে হবে পুনর্ব্বার,
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ॥
[শা]স্ত্র এই বিধি এই, অর্ব্বাচীন মূঢ় যেই
বলে সেই ইথে নেই বিধি।
বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কণ্ঠ এসে,
দেখিব কেমন বিদ্যানিধি॥
অতিশয় দুরাশয়, যারা হয় তারা কয়,
পরিণয় নয় নয় বলে।
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ,
অনুরোধ উপরোধ চলে॥
কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক,
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে॥
ফেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল
গোলমালে হরিবোল পাড়ে॥
সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়া,
মতামত আমাদের ঘরে।
আমাদের পোড়ো যাবা, পণ্ডিত হইয়া তারা,
টোল কোরে গোল কোরে মরে॥
আমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে,
কেটে কুটে করি ছাবখার।
তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু,
দেখ কত ক্ষমতা আমার॥
করিলাম এই পণ, স্মার্ত্ত আছে যত জন,
দেখি দেখি কেবা কিবা বলে।
বিচারে যদ্যপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি,
পুঁথি সব ফেলে দিব জলে॥
কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি,
আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়।
করো এই উপকার, যেন কটা পরিবার,
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥

শ্বেত সম্পাদক।

এ দেশেতে আছ যত সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের বড়ভাই দাদা॥
তোমরা সকল মতে সবাই প্রধান।
রাজজাতি রাজপ্রিয় রাজবৎ মান॥
ধীর বট বীর বট দুদিকেই দড়।
আমাদের চেয়ে হও সর্ব্বমতে বড়॥
দেখে শুনে জেনে সব তোমাদের ক্রিয়া।
ধরেছি লেখনী শেষ সম্পাদকী নিয়া॥
কিছুতেই তোমাদের তুল্য কভু নই।
বল বীর্য্য সাহস সহায়হীন হই॥

আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে একপাশে পোড়ে॥
তুলেতে হয়েছি নীচু খেদ কিছু নাই।
ওজনে হইলে উঁচু হেসে মরি তাই॥
আপনারা বড় বড় কি তায় সংশয়?
বড় বোলে প্রকাশিত বড় পরিচয়॥
কিন্তু কিসে খেদ যায় কিসে করি স্থির?
সমান দেখিনে কেন ভিতর বাহির?
বাহিরেতে ধোপদাস্ত ধপ ধপ শাদা।
ভিতরেতে ঘিন্ ঘিন্ পাঁকভরা কাদা॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা নহে অন্যমত।
দুদিক সমান হলে সুখ হতো কত॥
যাহোক্ তাহোক্ ফলে বৃথায় বচন।
গোটাদুই কথা বলি কথার মতন॥
যখন বসেছ ভাই সম্পাদকী-পদে।
মত্ত যেন হয়োনাকো অভিমান-মদে॥
রাগ দ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
পাপকর পক্ষপাত কর পরিহার॥
নিয়ত বিরাজ করি তোমাদের করে॥
পক্ষের লেখনী কেন পক্ষপাত করে?
এডিটরি কর্ম্মে শুধু ধর্ম্মের সঞ্চার।
তাহাতে না হয় যেন কলঙ্ক প্রচার॥
ধর্ম্মের আসনে বোসে সেই ধর্ম্ম ধর।
নৃপতিরে ন্যায়মত উপদেশ কর॥
এদেশের বর্ত্তমান যত যত ভূপ।
ব্রিটিসের আনুগত্য করিছে কিরূপ?
দরশন করিতেছ যে সব ব্যাপার।
সে সব স্মরণ ভাই কর একবার॥
তোমাদের কেন হয় এমন ব্যাপার?
হিত ভেবে বিপরীত একে ভাবো আর।
একজন কর্ম্মফলে করিয়াছে দোষ।
এ বোলে কি জাতি মাত্রে বিধি হয় রোষ?
শরীরের একভাগে দোষ যদি হয়।
এ বোলে কি সব দেহ কাটা বিধি হয়?
এক দন্ত দুঃখকর হলে পরে সবে।
নোড়া দিয়ে সব দাঁত কে ভেঙেছে কবে?
নানা পাপে পাপী নানা দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিন্দু মাত্রে দোষী হয়ে রবে?
বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই।
কোনকালে কোনরূপ দোষমাত্র নাই॥
রাজভক্ত অনুরক্ত সমান সকলে।
চরিতার্থ হই সদা রাজার মঙ্গলে॥
গবর্ণরে কহিতেছ কেমন করিয়া।
থাকুন হিঁদুর শিরে খাঁড়া ওঁচাইয়া?
হায় হায় কার কাছে করিব রোদন!
তোমাদের এ কথা কি কথার মতন?
বল আছে বোলে লও ইচ্ছা যে প্রকার।
সে বলে না হেন কথা ধর্ম্মবল যার॥
যাঁরা হন সুবিচারী ধর্ম্মপরায়ণ।
তাঁরা কি অন্যায় কথা করেন শ্রবণ?
জয় হোক্ ব্রিটিসের ব্রিটিসের জয়।
রাজ-অনুগত যারা তাদের কি ভয়?

বাজী।

ভারতের অধীশ্বরী মাতা মহারাজী।
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু আতোষের বাজী॥
ব্যাপিল পৃথিবীময় শুভ সমাচার।
ঘোরতর ধুমধাম ধূমের ব্যাপার॥
বাজী দেখে সুখী হব ভাবিয়া অন্তরে।
জলে স্থলে কত লোক আইল নগরে॥
ছোট, বড়, কত লোক মাঠের দুধারি।
কিলিবিলি করে যেন পিঁপীড়ার সারি॥
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে নাহি যায় নোয়া।
যেদিকেতে দৃষ্টি করে সে দিকেই ধোঁয়া॥
দড়ী আর দরমার প্রাণ হলো হত।
ঝাড়ে বংশে পুড়িয়াছে বংশ শত শত॥
ছাঁচুনি হইল ভাল যেমন কাঁচুনি।
তোপের নিদান মাত্র কোঁপের গাচুনী॥

জে আর পিয়ারসন বাজীর অধ্যক্ষ।
সাবাস্ সাবাস্ তুমি কাজে খুব দক্ষ ॥
এ যে বাজী টাকাবাজী বাজী বড় জোর।
বাজী কি বাজী হয়্যা বাজী হয়্যা ভোর ॥
দেখিয়া অবাক হয়ে সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়ু এ বাজীর কাছে ?
যে খেয়েছে তার তার সেই জানে জানি।
আমরা তো খাই নাই তথাচ পস্তানি ॥
রাজপদে অভিষিক্ত বিলাতের নর।
জ্যাকেট কামিজপরা শ্বেতকলেবর ॥
যা কয় তা শোভা পায় সাহেব বলিয়া।
'বেলাক নেটীব' যত মরিছে জ্বলিয়া ॥
যে বাজী করেছ তার উপমা ত নাই।
মানিলাম পবিহারু বলিহারি যাই ॥
দেখিতে কেমন মজা হইলে বাঙ্গালী।
থোতামুখ ভোঁতা হতো খেয়ে করতালি ॥

ডুয়েল সংগ্রাম।

বিলাতী সভ্যতা তোরে বলি হারি যাই।
এমন অপূর্ব্ব রীতি আর কোথা নাই ॥
হাসি খুসী রঙ্গ-রস অশেষ প্রকার।
ক্ষণপরে সেই ভাব নাহি থাকে আর ॥
নিজ গুণ লয়ে সদা বিশেষ বড়াই।
কথায় কথায় হয় ডুয়েল লড়াই ॥
মরিতে মারিতে পটু ভাব ভয়ঙ্কর।
কিছুমাত্র দয়া নাই প্রাণের উপর ॥
প্রথমে প্রথমে গুণে ধরা দেখে সরা।
একাকী পঞ্চম নয় ছয়খানি ভরা ॥
তিন কাণা আগে কিন্তু পঞ্জুড়ীর জোর।
ছকুড়ি ফেলিয়া শেষ বাজী করে ভোর ॥
পথে রথে গুতাগুঁতি জুতাজুতি হয়।
স্বভাবের ধর্ম্ম সেটা দোষ বড় নয় ॥
এ কেমন দোষ বল এ কেমন দোষ।
সাপের স্বধর্ম্ম বটে, নাহি ছাড়ে ফোঁস ॥

প্রথমেতে মাতামাতি কথার কৌশলে।
হাতাহাতি লাথালাথি বিচারের স্থলে ॥
ভিতর বাহিরে লাল কিছু নয় কালো।
লালে লালে লাল করে শোভা পায় ভালো ॥

হিন্দু কলেজ।

নগরে অনেককেলে হিন্দুর কালেজ।
গেল তার হিন্দু, নাম ঘুচিয়াছে তেজ ॥
মদকের মণ্ডা নাই পড়িয়াছে মেজ্।
জাতি গিয়া একেবারে হয়ে গেল হেজ্ ॥
এর পরে মিশনরী রেতে জ্বেলে সেজ।
খুলিবেন 'থিয়েটরে' বাইবেলের পেজ ॥
কাজ নাই নিয়ে আর ইংলিস নালেজ।
কালেজের নাম হলো খিচুড়ি কালেজ ॥

ব্যোমযান।

উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্লমানস ॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে সুখের উদয় ॥
নগরের লোক যত করে হই হই।
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই ॥
নয়ন নিমেষহীন একদৃষ্টে রই।
হেঁট হয়ে নাহি দেখি ক্ষণকাল বই ॥
কেহ বলে দেখিতেছি ওই ওই ওই।
কেহ বলে ওই বটে কেহ বলে কই ?
কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হলো চাঁদসই ॥
হেলে দুলে নেচে নেচে চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে মেঘের উপরে ॥
নিরখি নীরদ তারে হয়ে হৃষ্টমন।
পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন ॥

ভূলোক পুলকপূর্ণ আলোক ঈক্ষণে।
ত্রিলোক করিছে জয় গোলক গমনে॥
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে এই অভিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়॥
পাপময় নরলোকে নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিয়ে স্বর্গধামে বাস॥
কেহ বলে ধরাতলে নিদাঘের ভয়ে।
বিহার করিবে গিয়া নীহারনিলয়ে॥
মানব আসিছে উড়ে শূন্যের উপর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম অঙ্গ থর থর॥
দ্বিজরাজ পায় লাজ দিলে মুখঢাকা।
দ্বিজরাজ ভয় পেয়ে গুড়াইল পাখা॥
কেহ বলে দেখেছি আকাশ ঘুরে ঘুরে।
এ ভববৃক্ষের মূল আছে কত দূরে॥
অনুমান করি পুন যুক্তি সহকারে।
উঠিয়াছে ফাঁদ লয়ে চাঁদ ধরিবারে॥
একেবারে এড়াইবে সংসারের ক্ষুধা।
পেটভোরে খাবে গিয়া সুবিমল সুধা॥
চন্দ্রলোকে মৃগয়া করিয়া এইবার।
পোষা মৃগ কেড়ে লবে কোল থেকে তাঁর॥
অকলঙ্ক হবে শশী হারাইয়া শশ।
ভাল রে গগনগামী ভাল তোর যশ॥
আরবার ভাবি যত আকাশের তারা।
তারা নয় তারা হয় তারানাথ দারা॥
বিনোদ বিমানে বসি বিশেষ বিরলে।
সেই তারা হার করি পরিতেছে গলে॥
নবীন নায়ক পেয়ে সুখী সব তারা।
পুরান নাগরচাঁদ নাহি চায় তারা॥
তাঁরাহারা তারাপতি পেয়ে অতি দুখ।
লাজে তাই গগনেতে লুকায়েছে মুখ॥
লোকে কয় কুহূনিশি মাখিয়াছে মসি।
তাহা নয় খেদে অস্ত অনুদিত শশী॥
যদি বল এ প্রকার হইলে ঘটন।
পুনরায় হবে কেন ভূতলে পতন?
শুন সার বলি তার বিবরণ মূল।
চাঁদের অমৃত খায় চকোরের কুল॥
ঘেরিয়াছে আশপাশ স্থিরপক্ষ ধোরে।
রাখিয়াছে সুধাকর একচেটে কোরে॥
তারা দেখে কি প্রমাদ আমরাই পাখা।
চাঁদের চকোর নাম চন্দ্রকোলে থাকি॥
রাত্রি-দিন সমভাবে রয়েছি টাইট।
এ আবার কোথা হতে আইল কাইট।
বিনা সূত্রে উড়িয়াছে কেমন "কাইট।"
পাখা নাই শূন্যে এসে কেমন "কাইট"॥
নাহি বলে বলে চলে কলের "কাইট"।
মর্ত্ত্যলোকে শব্দ করে "কাইট কাইট"॥
ঘোর ক্রুদ্ধে এসে উর্দ্ধে যুদ্ধের সাইট।
হরিয়া লইবে শশী করিয়া ফাইট॥
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে "নাইট"।
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের রাইট॥
চঞ্চল চকোরচয় চঞ্চুর আঘাতে।
"কাইট বাইট করি দিলে অধঃপাতে॥
খোঁচা খেয়ে ধূম গেল ধূম কিসে আর।
পুনর্ব্বার এসে করে ধরায় বিহার॥
কেহ বলে আছে এই শাস্ত্রের বচন।
অতি উচ্চে উঠিলেই পশ্চাতে পতন॥

বিজ্ঞান-বিদ্যা।

বিচিত্র বিজ্ঞান-বিদ্যা অতি শুভকরী।
যার বলে জলে বলে কলে চলে তরী॥
না মানে উজান ভাঁটি নাহি কোন দায়।
বায়ুবৎ গতি করি অতি বেগে যায়॥
দেখ তায় মানবের কত উপকার।
কত মতে হইতেছে আশার সুসার॥

অনায়াসে অপার সাগর হয়ে পার।
ব্যাপারী বাণিজ্যে কত করিছে ব্যাপার॥
পাইতেছি কত দ্রব্য প্রয়োজন মত।
কত কত দেশে যায় লোক শত শত॥
নূতন নূতন দেখে কুশল অশেষ।
স্বদেশ বিদেশ আর না হয় বিশেষ॥
জাহাজ কেবল নয় কত দেখ আর।
বস্ত্র অস্ত্র যন্ত্র আদি অশেষ প্রকার॥
সব দিকে বল তার কল যায় চলে।
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ যত ছাপা হয় কলে॥
এই কলে কোন কিছু থাকে না অভাবে।
এ কলের সৃষ্টি শুধু জ্ঞানের প্রভাবে॥
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবলে যাহা করে কারু।
গুণময় সমুদয় অতিশয় চারু॥
দেখনা বিলাতে গিয়া জলের ভিতর।
কিরূপ করেছে এক সেতু মনোহর॥
উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর।
অপরূপ আর কিবা আছে এর পর?
বুদ্ধিবলে জানকীর উদ্ধারের হেতু।
সাগরের জলে রাম বাঁধিলেন সেতু॥
স্বভাবে সম্ভব সব বিশ্বার কৃপায়।
বিনোদ-বিমানে চোড়ে শূন্যপথে যায়॥
দেব লোকে জ্ঞান হয় মানুষের কাজে।
চরে খেচর দেখে পাখী মরে লাজে॥
মানস নামেতে এক বিমান করিয়া।
দেখিতেছে কত শোভা আকাশে উড়িয়া॥
ইন্দ্রজিৎ নামে ছিল রাবণ-নন্দন।
ঘুরিয়া আকাশ-পথে সে করিত রণ॥
দেখ কি সুন্দর কল ঘড়ীর ভিতর।
সংসার-চক্রের ন্যায় চলে নিরন্তর॥

তাড়িদ্বার্ত্তাবহ।

"ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ" কিরূপ প্রকার।
বচনে যাহার গুণ না হয় প্রচার॥
ভূমিতলে জলে ডালে যুক্ত আছে তার।
কলে জলে আসে যায় যত সমাচার॥
ছয়মাসের পথে যাহা হতেছে ঘটনা।
এখনি এখানে তাহা হইবে রটনা॥
হায় কিবা মানুষের কৌশলের কাজ
দেখে অতি খরগতি লাজ পায় বাজ॥
গগনে চপলাময় চমকে যেরূপ।
তুলনায় এর গতি তার অনুরূপ॥
প্রথমেতে এই বিদ্যা যে করে প্রকাশ।
কোথা গেলে দেখা পাব হব তার দাস॥
কুশলের এই কীর্ত্তি করিলেন যিনি।
সামান্য মানব নন দেবলোক তিনি॥

কলের গাড়ী।

কি আশ্চর্য্য রেলরোড দেখ দেখ সবে।
ভারতে ভারতী তার কে শুনেছ কবে?
এ ব্যাপার যে প্রকার কব কার কাছে।
ভারতে কি ছিল ইহা ভারতে কি আছে.
কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ।
ছয় দণ্ডে চোলে যায় ছদিনের পথ॥
চমৎকার দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে।
কতদূর পড়ে গিয়া দেখিতে দেখিতে॥
বসিয়া দাঁড়ায়ে চল পদ থাকে স্থির।
এত দ্রুত চলে তবু টলে না শরীর॥
এই আছি কলিকাতা এই বর্দ্ধমান।
এই এসে মানকরে হই অধিষ্ঠান॥
মানকর ছেড়ে দিয়ে তখনি তখনি।
রাণীগঞ্জে এসে দেখি কয়লার খনি॥
কিছু দিন পরে পাব আনন্দ অপার।
বাসি হয়ে কাশীবাসী হবোনাকো আর॥
বিকালেতে বারাণসে কোরে খুব ধুম।
রেতে রেতে বাড়ী এসে সুখে দিব ঘুম॥
দিল্লী যাব আগ্রা যাব যাব কত দেশ।
লাহোরে শীকের দেশে করিব প্রবেশ॥

জ্বলিবে মনের ঘরে আহ্লাদের আলো।
একে একে দেখা যাবে যেখানে যা ভালো॥
নব নব বিলোকনে ঘুচিবে বিলাপ।
সকলের সহ হবে সুখের আলাপ॥
কে প্রবাসী কে নিবাসী রবে না প্রভেদ।
পরস্পর আলাপনে দূর হবে খেদ॥
যাত্রিদের হবে কত তীর্থ দরশন।
ভ্রামকের নানা দেশ হইবে ভ্রমণ॥
ছাত্রের হইবে নানা ভাষায় চালনা।
যেখানে সেখানে হবে বিদ্যার সাধনা॥
বণিকের বাণিজ্যের বিশেষ কুশল।
সহজেই হবে সব মানস সফল॥
এ দেশ ও দেশ হবে সমুদয় হাতে।
সুলভ হইবে তাহা প্রয়োজন যাতে॥
কোনরূপ সাধ্য আর রবেনাকো আটকা।
কাবেলের মেয়া যত খেতে পাবে টাটকা॥
হিন্দু হয়ে কাশী-মৃত্যু ইচ্ছা আছে যার।
সদ্য গিয়া করিবেন উপায় তাহার॥
যা ভাবিব তা করিব হবে যোগাযোগ।
স্বপ্ন-সুখ ভোগ সম, সুখের সম্ভোগ॥
এ বিচিত্র বাষ্প-রথে যে জন চড়েছে।
সবিশেষ গুণ তার সে জন জেনেছে॥
পাখীর পাখায় বল কত বল আছে।
দেখিয়া কলের গাড়ী হারি মানিয়াছে॥
যে দেখেছে সেই মরে ভাবিয়া ভাবিয়া।
করেছে এরূপ কল কিরূপ করিয়া?
দুরবাসী আছে সব অবাক হইয়া।
যে শুনিছে সে বলিছে দেবতার ক্রিয়া॥
এমন অপূর্ব্ব কভু দেখি নাই আগে।
মোহিত হয়েছে মন নব অনুরাগে॥
পুরাণেতে লেখা আছে নলের ব্যাপার।
অতি অপরূপ গতি ছিল নাকি তাঁর॥
চোখে কিছু দেখি নাই শুনি শুধু কাণে।
সম্ভব হইতে পারে এ সব প্রমাণে॥
নব পথ নব রথ, এই সৃষ্টি যার।
কৃপা করি লোন তিনি প্রণাম আমার॥

ঘড়ী।

স্থির-চোখে ধীরমনে যে দেখিবে ঘড়ী।
সে বলিবে অবিকল ঈশ্বরের ঘড়ী॥
এক কলে ঠিক চলে বিরূপ না হয়।
প্রতিক্ষণে করিতেছে কালের নির্ণয়॥
এক দুই ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি যাহা হয়।
কাল-পরিচয় সে যে কালপরিচয়॥
এক দুই তিন করি একে আসে ফিরে।
এক দুই তিন করি ফিরে যায় ফিরে॥
প্রাণীর সহিত ঠিক তুলনা তাহার।
বিকল হইলে কাঁটা চলেনাকো আর।
গুণে জ্ঞানে যে করেছে ঘটিকার সৃজন।
কখনই নহে সেই লোক সাধারণ॥
কোথায় আছেন তিনি ভূলোক ছাড়িয়া।
উদ্দেশে প্রণাম করি দেবতা বলিয়া॥

সৌহার্দ্দ।

অমিয়া ছানিয়া বুঝি রসময় বিধি।
নিরমিল অপরূপ প্রেমরূপ নিধি॥
সেই নিধি-নিলয়ে খেলয়ে এক মীন।
অপাঙ্গ ভঙ্গিমভরে রহে রাত্রি দিন॥
বন্ধুত্ব নামেতে যাহে কহে কবিগণ।
অখণ্ড আনন্দ যাহে লভে ত্রিভুবন॥
এমন সুখের রস, আর বুঝি নাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই॥
অসার সংসারে সার বন্ধুর প্রণয়।
যাহাতে সরল করে পাষাণ হৃদয়॥
পশুর চরিত্র ফেরে মিত্রতার বশে।
রসভরা নানা কার্য্য এই প্রেমরসে॥
সুগ্রীবে বলিয়া মিতা রাম রঘুবর।
দশগ্রীবে বধিলেন ধরি ধনুঃশর॥

হয়বিত জানকী কানকী লতা পাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই ॥
ভারতে এ রস কিবা রচে দ্বৈপায়ন।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে সিক্ত নারায়ণ ॥
পাইয়া করুণারূপ ক্ষীরোদের ক্ষীর।
পৃথিবীরে জয় করে ধনঞ্জয় বীর ॥
করিতে বন্ধুর তুষ্টি সেই ভগবান্।
সহোদরা সুভদ্রায় করিলেন দান ॥
ভারত-সুরত-সুধা স্মরহ সবাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই ॥
ভাগবত ভাগে ভাগে এ রস রচনা।
গোকুলে গোপালকুল সহিত সূচনা ॥
প্রেমানন্দে চল চল রাখাল সাজিয়া।
সুরভি সহস্র সহ বাঁশী বাজাইয়া ॥
বিপদে বাঁচায় ব্রজ ধরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দীর কালীদহে কালীয়দমন ॥
কতবার গোপকুল বাঁচায় কানাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই ॥
এই রসে পরিপূর্ণ নানা ইতিহাস।
পুরাণ পুরাণ শাস্ত্রে সদা সুপ্রকাশ ॥
ততদিন বন্ধুদের রাজ্যনিরূপণ ॥
যতদিন বন্ধুভাবে ছিল রাজগণ ॥
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে নষ্ট করে দেশ।
জগচন্দ্রে পৃথুরাজে মজায় বিশেষ ॥
শাত্রবতা-মুখে দিই কালী চুণ ছাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই ॥
দুর্লভ নাহিক কিছু ভুবন-ভিতর।
অতি হীন দীন হয় রাজ্যের ঈশ্বর ॥
নবাব নাজীম হয় বাঁদীরনন্দন।
পাত্র-পুত্র প্রাপ্ত হয় রাজসিংহাসন!
ভাট কভু মহামান্য পত্র-সম্পাদনে।
সকলি সুলভ হয় মনুষ্য-সাধনে ॥
সব মিলে কিন্তু সে বন্ধুত্ব কোথা পাই?
মধুর বন্ধুত্ব গুণে বলিহারি যাই ॥

ধনেতে না মিলে বন্ধু এমন কি আছে।
দশানন আনে মর্ত্ত্যে পারিজাত গাছে ॥
ধনেতে তাজের রোজা হইল সৃজন।
ধনে হিন্দুকন্যা প্রাপ্ত হইল যবন ॥
ধনলোভে ধর্ম্মত্যক্ত হিন্দুর সন্তান।
ধনে শূদ্র হয় ক্ষত্রী পণ্ডিত-বিধান ॥
কিন্তু ধনে বন্ধুরত্ন নাহি মিলে ভাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলি হারি যাই।
বাহুবলে পরাক্রান্ত হয় কত জন।
রণজিৎ রণজয়ী আছে নিদর্শন ॥
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য হলো নরবর।
চন্দ্রগুপ্ত চৌরী হলো মগধ-ঈশ্বর ॥
এইরূপে বাহুবলে কত শক্ত জন।
অনায়াসে লব্ধ করে মানসের পণ ॥
কিন্তু নাহি মিলে বন্ধু মনে ভাবি তাই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলিহারি যাই ॥
তপোবলে দশানন শাসিল ভুবন
তপোবলে বিশ্বামিত্র হইল ব্রাহ্মণ ॥
হরিশ্চন্দ্র নামে ছিল এক নৃপবর।
তপোবলে হইল সে অজর অমর ॥
কিন্তু বল তপোবলে কোন্ মহাশয়।
পাইলেন প্রিয়তম বন্ধু সদাশয়?
বিনা বন্ধু সব পাই তপস্যার ঠাঁই।
মধুর বন্ধুত্ব-গুণে বলি হারি যাই ॥
পেয়েছি বান্ধব এক অমূল্য অতুল্য।
কৈবল্যের সুখ পাই তার আনুকূল্য ॥
চমৎকার ভাব তার কটুতা অভাব।
সে জেনেছে ভাব তার যে করেছে ভাব ॥
সরল স্বভাবে তার হৃদয় গঠন।
শুভক্ষণে তার সহ হইল ঘটন ॥
তাহারে পাইলে আর কিছুই না চাই
মধুর বন্ধুত্বগুণে বলিহারি যাই ॥
হেরিলে তাহার মুখ দুঃখ পরিহরি।
শুনিলে তাহার নাম আনন্দে শিহরি ॥

প্রেম-অনুরাগী নাম বিখ্যাত নগরে।
সতত সাঁতার দেয় সজ্জন-সাগরে॥
নয়ননীরজে তার মাধুর্য্যের বাসা।
মানস সে রস-পানে সদা করে আশা॥
না ভাঙ্গে পিপাসা তার সদা বলে খাই॥
মধুর বন্ধুত্বগুণে বলি হারি যাই॥

যাহায় অন্তর শাদা জিনিয়া জীবন।
সকলে সমান ভাব সদা শুদ্ধ মন॥
হৃদয়ে শোভয়ে যার দয়া-হেম-হার।
পর-দুঃখে অশ্রু মুক্ত চক্ষে অনিবার॥
পরের সুখেতে যার সুখী হয় মন।
তাহারে মিলয়ে এই বান্ধব-রতন॥
অন্তরে আনন্দ যেন নন্দের বাধাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে বলি হারি যাই॥

ভারতমাতার দুরবস্থা।

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু প্রত্যয় না হয়॥
রিপুরূপে বিজাতীয় রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল মোহ আর ভ্রমে॥
ললিত মালতী লতা ভারতের ভাষা।
কটুতা-কীটের যাহে নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত।
সাহিত্য-স্বরূপ মধু পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ ফল যাহে পায়॥
বেদবিধি রসভার অপরূপ তান।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া?
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া?
বিজ্ঞান-স্বরূপ বীজ ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য-লতিকা যাহে জন্মিত বিরলে॥
এমন সুখের লতা আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মনুষ্য কোথায়?
অসত্য হইল সত্য মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যায় অবসন্ন মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী আদরভাজন॥
প্রসন্নতা- প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ-প্রভব কভু নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন-মধুকর, প্রমাদ-প্রমোদে॥
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত রোষাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে আগুনের কণা॥
গরল-মিশ্রিত তাহে মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয় যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীর যেন সরোবর-নীর॥
লোলিত হয়েছে পুন লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের-গলে বাসনা-বাতাস॥
পরদার পরধন হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ-মেঘ করে আছে বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা-চন্দ্রিমা যাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্তের কমলে মায়া হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন বিপদ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা কাতর করায়॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ॥

গরিমা-গরল্লে গেল গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু নিবারিত নহে।
সোণার ভারতভূমি ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর॥
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্য ভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয় ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত কমল আকার॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে হয় স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব
কিরূপ পাতক-বৃদ্ধি উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায় লজ্জার অধীনে॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু যে হয় উদ্‌যোগ।
বালির সেতুর প্রায় সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু এক বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষ ধনাভাবে হলো ছায়াবাজী।
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁছোপাজী॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী॥
পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্ম্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইহাদের হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন॥
ইহারা করেন ঘৃণা খৃষ্টীয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা রক্ষা নাহি আর॥
ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥

কবি ও কবিতা।

পান করি কবিতার সুরস মধুর।
শোক তাপ যত আছে সব হয় দূর॥
কবিতা অমৃত-ফলে যে না নিলে তার।
অধিক কি কব ধিক্ বৃথা জন্ম তার॥
হও তুমি সুপণ্ডিত বিদ্যার সাগর।
গদ্য লিখে বাধ্য করি হও প্রিয়বর॥
কবিতার প্রতি যদি প্রেম নাহি ধর।
কবির কবিতা-গুণ ব্যাখ্যা নাহি কর॥
কি রস নীরস তুমি, বিরস বিকট।
কিসে তুমি যশ পাবে, গুণীর নিকট?
কবিতার প্রেমে যদি, না হও প্রেমিক।
কোথা তব রসবোধ, কিসের রসিক?
কাকের ডাকের ন্যায়, কর্কশ কুভাষ।
তাহে তুমি কত গুণ, করিবে প্রকাশ?
ভাব রস প্রেম আছে, কোথায় তোমার?
কার বলে কর তুমি, পুস্তক প্রচার?
কবিগণ মহাজন, নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজি পাটা, শুধু আপনার॥
তোমার কি আছে পুঁজি? সকলেরি ধারো।
ধার করা ভাব লয়ে, যা করিতে পারো॥
ধেরো হয়ে হেরো হলে, মুখে বল জিত।
জানিতে না পায় কিছু, কারে বলে হিত॥
যদি জানি নানা রূপ, নিধির নিধান।
সাগরের লোণা জল তবে করি পান॥
সাগর ডাগর নাম, বিহীন রতন।
এমন সাগরে আমি, করিনে যতন॥
কবিতা অমৃতসিন্ধু, ভাব যার ঢেউ।
এ সাগরে প্রেম জল, নাহি খায় কেউ॥
মনের এ খেদ কারে করিব প্রকাশ?
হায় হায়! এই দুঃখ কে করিবে নাশ?
কেহ আর নাহি চায় মধুর সুরস।
কাঠেতে কামড় মেরে গান করে যশ॥

মিছা বাক্ আড়ম্বর নাহি জানিবল।
কার বলে বল করে কি আছে সম্বল?
কবির মনের মাঝে অক্ষয় ভাণ্ডার।
কিছুতেই কোন কালে ক্ষয় নাই তার॥
সাগরেতে যত ঢেউ হতেছে উদ্ভব।
কবির ভাবের কাছে তারা পরাভব॥
এক যায় আর হয় ক্রমেই উদয়।
নিয়ত লহরী খেলে বিশ্রাম না হয়॥
সীমার ভিতরে আছে সমুদ্রের নীর।
এ সাগরে কত জল কিছু নাহি স্থির॥
সে সাগর শুকাইয়া কত দ্বীপ হয়।
এ সাগর কোন কালে শুকাবার নয়॥
সে সাগরে জোয়-ভাঁটা হ্রাস বৃদ্ধি ভাই।
ইথে নাই জোয় ভাঁটা সমান সদাই॥
কূল নাই সীমা নাই তুফান না হয়।
নিরমল নিরাকার নীরাকার নয়॥
সাগরে ডুবিলে পরে প্রাণে মরে জীব।
এ সাগরে যদি ডোবে জীব হয় শিব॥
সে সাগরে ধরিয়াছে নাম রত্নাকর।
এ সাগরে ভোগ মোক্ষ ধনের আকর॥
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি নাম যার ভূত।
কবি যাহা সৃষ্টি করে, সে ভূত অদ্ভুত॥
জগতের এক ভাব দেখ চরাচরে।
অভাবে স্বভাবে কবি, কত ভাব ধরে॥
কতকেলে এই সৃষ্টি অতি পুরাতন।
কবি সব সৃষ্টি করে, নূতন নূতন॥
সেই সৃষ্টি অনাসৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ভাই।
কবি তাহা সৃষ্টি করে, সৃষ্টিতে যা নাই॥
রূপক কি অপরূপ, আভাসে আভাসে।
স্বভাব প্রকাশে কত, স্বভাব প্রকাশে॥
নগ, নদ, সরোবর, সাগর, কানন।
রূপকে করিছে কবি, সবার বর্ণন॥
ঈশ্বরের সকল, সৃষ্টির বিপরীতে।
[illegible] কবিতায় রচনা করিতে॥

কে বুঝিবে কবির, মনের যত আচ?
গাছেরে মানুষ করে, মানুষেরে গাছ॥
কত ভাবে ভাব তার, কতদিকে ছুটে।
সকলি করিতে পারে, মনে যাহা উঠে॥
"কবিরেব প্রজাপতিঃ" শাস্ত্রে এই কয়।
তুলনায় রবি, কবি, সমরূপ হয়॥
প্রকাশে করিছে রবি, জগৎ প্রকাশ।
বিভার বিভাগে হয়, তিমির বিনাশ॥
ভাব, ভাষা, রস, প্রেম, প্রভাব প্রচুর।
মনের তিমির কবি, করিতেছে দূর॥
বিভু করিলেন সৃষ্টি, ছয় রূপ রস।
তার মাঝে এক রস, পাইয়াছে যশ॥
কবিকৃত রস নয়, মন্দ কিছু নয়।
নয়রূপ গুণে করে প্রমোদিত নয়॥
রচনা করিবে কবি, যখন যে রস।
সরসে তখন হবে, সে রসের বশ॥
গীত পদ আদি করি, কবিতা যে সব।
তুল নাই মূল নাই, অতুল বিভব॥
শিব, বিধি, মনু, ব্যাস, শুক, পরাশর।
বশিষ্ঠ, বাল্মীকি আদি, কত কবিবর॥
প্রণিপাত করি আমি, তাঁদের চরণে।
গুরু বোলে সম্বোধন, প্রতি জনে জনে॥
এ সব কবির গুণ, কর কর মনে।
তাহাদের কৃত শাস্ত্র, আনহ যতনে॥
ফলেছে কি সুধাফল, কবিরূপ গাছে।
এমন মধুর আর, জগতে কি আছে?
উপদেশ করিতেছে সকলের শিব।
কে বলে মরেছে তারা? সবাই সজীব॥
সকলের কিছু নয়, সমান স্বভাব।
যাহার যেমন ভাব তার তাই লাভ॥
কবির করুণা-রসে, প্রবোধ-উদয়।
হইয়া জীবন-মুক্ত জীব শিব হয়॥
এমন কবিতা-প্রেমে মুগ্ধ যেই নয়।
ভয়ানক পশু বোলে, তারে করি ভয়॥

হায় হায় বিধাতার, ভ্রম দেখি হেন।
ল্যাজ, ক্ষুর লোম তার, কেন নাই কেন?
কবিতা-কমল-ফুলে, অলি নয় যারা।
জনপদে জনমাঝে, কেন থাকে তারা?
মানুষের খাদ্য যত, তারা কেন পায়?
বনে গিয়া পাতা, ঘাস, কেন নাহি খায়?
বিধি কিছু রাগ তাঁর, মানুষের প্রতি।
যত কিছু রাগ তাঁর, মানুষের প্রতি॥
খায় পরে সমুদয়, নরের মতন।
পশুবৎ চলে বলে, করে আচরণ॥
গীত শুনে প্রেমাকুল, পশুকুল যত।
নরপশু যারা তারা, সেই প্রেমহত॥
কাজে কাজে তয় করি, পশুদের চেয়ে।
কাননে যুরুক্ গিয়া, পাতা ঘাষ খেয়ে॥
মিছে কেন করি আর, লেখনী-ধারণ।
ফল নাই সে কথার, করি আন্দোলন॥
সহজে মানব দেহ, সুলভ তো নয়।
মানুষের সার সেই, পণ্ডিত যে হয়॥
পণ্ডিতের সার সেই, কবি হয় যেই।
দৈবশক্তি আছে যার, মহাকবি সেই॥
ভাবুক প্রেমিক হও, যুবক সকলে।
মধুকর হয়ে বোসো, কবিতা-কমলে॥
সুখে খাও মধুরস, লও তার গুণ।
হয়ে প্রীত গাও গীত, কবি গুণ গুণ॥
হৃদয়ে উদয় কর, অনুরাগ-রবি।
কবিতার ভাব লও, নিজে হও কবি॥
গদ্য হয়, পদ্য হয়, যাহা লয় মনে।
পরম প্রবন্ধ লেখ, বিশেষ যতনে॥
আপনি লিখিতে শেখ, পার যে প্রকারে।
লেখাও শেখাও সবে, সাধ্য অনুসারে॥
হাতে লেখা, মুখে বলা, দুই যেন চলে।
সমাজে বিখ্যাত হও, বক্তৃতার বলে॥
চালনায় নাহি রবে আর কোন দুখ।
যত তুমি জ্ঞান পাবে, তত হবে সুখ॥

সঙ্গীত-বিদ্যা।

"ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা" শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন, আর কিছু নয়॥

কত রাগে কত রাগ,
রাগিণী সহিত।
ক্ষণমাত্রে ভোরে দেয়,
মানস মোহিত॥

সময়ে যদ্যপি শুন সুললিত গীত।
কদম্ব-কুসুম সম তনু পুলকিত॥
গায়ক যদ্যপি গায় মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন টলায় শরীর॥
না করি ভোজনপান যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় সুধা॥
বীণা বেণু আদি যত সুমধুর স্বর।
সুরবে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর॥
সরাগে উঠিল তান সুধাময় রবে।
কাননের পশু পাখী প্রেমাকুল সবে॥
রাগের সুরাগে রাগে বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় নাগ॥
যদ্যপি শুনিতে পায় সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কাণ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে
ফুটিতে না পারে কিছু মুখের বচনে॥
পশু পাখী সাপ আদি প্রাণী বহুতর।
সকলের সমভাবে সরস অন্তর॥
মানবে বুঝিতে নারে সে ভাব-প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা কে বুঝে সে ভাব
সে ভাব ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই সংগীতের পর।
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হলো কত শত নর॥
শুন শুন শুন জীব যদি চাও হিত।
প্রাণভরে হয়ে গাও ব্রহ্মের সংগীত॥

যদি না গাহিতে পার তব [illegible]।
প্রেম-রস বুঝে হও ভাবে গদগদ ॥
ঈশ্বরের গুণগান সেই গান গান।
শুনিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কাণ ॥

ভাবের ভাবুক হয়ে [illegible] পান।
মুক্তির সোপান এ যে মুক্তির সোপান ॥
অরসিক যে জন সে কি বুঝিবে সার ॥
এ যে গান নাম নয় ভাবের আধার ॥

সম্পূর্ণ।